A STUDY OF THE ORIGIN

OF

THE VAIDYAS IN BENG[AL]

AND ALLIED TOPICS.

বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি-তত্ত্ব।

এবং

তদানুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা।

হিন্দুবিবাহ সমালোচনা, হিন্দু কন্যার বিবাহ কোন্ সময়ে
হওয়া শাস্ত্রসম্মত অর্থাৎ ঋতুলাভের পূর্ব্বে না
পরে? এবং মদিরা রচয়িতা

শ্রীভুবনেশ্বরমিত্র প্রণীত।

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৯।—খ্রীষ্টাব্দ ১৯০২।

[মূল্য ১৲ টাকা।

PREFACE.

Attempts were made from time to time by the *Kayasthas*, the *Vaidyas*, the *Sadgopas*, the *Subarnavaniks* and other subsidiary castes of the Hindu Community of Bengal, to trace their origin to the four primary castes, without giving rise to any appreciable ill feeling among the various classes of the community. In the last census, however, the Government attempting to ascertain the relative position of the *Kayasthas* and the *Vaidyas* in the scale of our society, the question assumed a rather novel aspect. The *Vaidyas* laying claims to a Brahminical origin, demanded a place next below the Brahmins, and the *Kayasthas* who hold themselves to be the descendants of the *Kshatriyas* denied their high origin and resented their arrogance. The contest grew keen and bitter by stirring up a deal of animosity among some of the most important sections of the community. Mr. Risley, the commissioner of the last census, finding it a hopeless task to arrive at a final solution as to the comparative superiority of the *Kayasthas* and the *Vaidyas* has, we are told, pitched upon an alphabetical list of the Hindu castes of Bengal. This is, no doubt, a prudent measure, well calculated to prevent any confusion likely to arise from an erroneous arrangement of our social hierarchy. But the question remains after all an open one, and the ill feeling continues unabated. With a view to restore the former good feeling among the different sections of the community, an attempt to strike at the root of the evil by removing the misconceptions regarding the origin of the *Vaidyas* has been considered desirable. I have, therefore, tried in these pages, to ascertain, as far as it lay within my power, the position of the *Vaidya* community in the social scale of the Hindus, and have also attempted

a survey of their profession and its high responsibilities, its decline, abuse and the consequent mischief.

The first two chapters have been devoted to the collation of Shastric authorities touching the origin of the *Vaidyas* and that of their so-called ancestors, the *Ambasthas*, their profession, customs and usages. The third contains an enquiry into the causes that have led to the decline of our ancient Ayurvedic system of medicine and suggestions for a few reforms that are necessary for its revival and development. It is a task, to be sure, which is hardly commensurate with the isolated efforts of the people, and success is impossible unless our Government takes the lead. And it is from this consideration that I have ventured to invite the attention of our enlightened Government to its supreme responsibility for the health and happiness of its subjects, submitting at the same time a few suggestions for the resuscitation and improvement of the ancient Indian science of medicine and the increase of its sphere of utility.

They are briefly as follow :—

I. A commission should be appointed consisting of four or five European physicians of Indian experience, and eight or nine native Kavirajas commanding a wide experience and a deep insight into our native science of medicine.

II. Ayurvedic works of all sorts are to be diligently collected in India and elsewhere, translated and placed before the Commission.

III. Such portions of the Ayurvedic anatomy, physiology, surgery &c., as in the opinion of the Commissioners would appear defective or not up to date, should be corrected and improved in the light of the western Science.

IV. The comparative efficacy of the two systems of medicine in various Indian diseases is to be ascertained.

V. There should be, for the present, a College and a School with hospitals attached to them for the theoretical and

practical teaching of Ayurveda, and diplomas are to be granted to deserving students.

VI. There should be a botanical garden for the supply of medicinal plants and a laboratory for the preparation of vegetable and mineral medicines under competent supervision.

VII. The government should spare no efforts to improve the sanitation of localities which might be considered unhealthy by the Commissioners.

VIII. Provision should be made for bringing, within the easy reach of the people, both the western and Indian systems of treatment.

IX. The expenses for carrying out these proposals should be met partly by the Government, and partly from subscriptions to be raised from our native Princes, Zeminders and the general public.

The subject, I have undertaken to discuss here, is indeed a weighty one, involving, as it does, some of the questions on which the welfare of our society depends, and I appeal to the *elite* of my country to judge how far I have succeeded in my attempts. If this little book serve, to some extent, to disabuse the *Vaidyas* of their groundless pretensions to social superiority, check their noisy quackery by encouraging a sounder practice of their profession, and awaken our benign Government to a sense of its most important duty of reviving the Eastern Ayurvedic science in the light of the Western, and rendering it more useful to its subjects, I shall consider myself amply rewarded for my labour.

CALCUTTA,
12, Radha Nath Bose's Lane,
12th August, 1902.

BHUBANESVARA MITRA.

ভূমিকা।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের কায়স্থ, বৈদ্য, সৎগোপ, গন্ধবণিক প্রভৃতি সম্প্রদায়কে কোন্ বর্ণের অন্তর্ভূত এবং ইহাদের মধ্যে কে কাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছে। এ তর্ক যে আজ নূতন তাহা নহে; পরন্তু বর্ত্তমান আদম-সুমারীর শ্রেণী বিভাগ উপলক্ষে বঙ্গে ব্রাহ্মণের পরেই কোন্ শ্রেণী—কায়স্থ কি বৈদ্য স্থান লাভ করিবে, এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া প্রাচীন বিতণ্ডা এক্ষণে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে এতদ্দেশে আদম সুমারীর অধ্যক্ষ শ্রীমান্ রিজলী সাহেবের আদেশে মিঃ ব্লাকউড্ সাহেব উক্ত প্রশ্ন মীমাংসার জন্য অত্রত্য কতিপয় গণ্য মান্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য সম্প্রদায়ের লোককে আমন্ত্রণ করত এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। পরন্তু দুঃখের বিষয়, সে সভায় উক্ত প্রশ্নের কোন মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক, সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে নিরর্থক বাদানুবাদ হইয়া অবশেষে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির মধ্যে বিদ্বেষ ভাবই সঞ্জাত হয়। তদবধি যেখানে সেখানে ঐ বিষয়ের আন্দোলন, সংবাদপত্রে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেখালেখি, সভাসমিতি হইয়া নানাবিধ তর্ক বিতর্ক এবং পুস্তকাদি প্রকাশ চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে যদিও উক্ত আন্দোলনের স্রোত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বিদ্বেষ ভাব ও মনোমালিন্য তত খর্ব্ব হয় নাই। এ দিকে রিজলী মহোদয় হিন্দুজাতির শ্রেণী বন্ধন বা বিভাগ কার্য্যে যদি ভুল করেন, তাহা হইলেও একটা বিষম গোল রহিয়া যাইবে। এজন্য কায়স্থ ও বৈদ্যের সহিত অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের লোকও আপনাপন আভিজাত্য, সামাজিক অবস্থাদি এবং তদনুসারে কে কিরূপ বর্ণ বা জাতির অন্তর্ভূত পরিগণিত হইয়া আদম সুমারীর তালিকায় কিরূপ আসন লাভের যোগ্যপাত্র ইত্যাদি বিষয় গবর্ণমেণ্টকে পরিজ্ঞাত করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ আবেদন করিয়াছেন। শুনা যায়, রিজলী মহোদয় হিন্দু সমাজের বহু সম্প্রদায়ের বহু আপত্তি মীমাংসা

করণানন্তর উহাদিগের শ্রেণী বন্ধন কার্য্য নিষ্পাদন অত্যন্ত দুরূহ ভাবিয়া, সকল সম্প্রদায়ের নামের আদ্য অক্ষর লইয়া ইংরাজী বর্ণমালার ক্রমানুসারে উহা নিষ্পাদন করা উচিত মনে করিয়াছেন। ইহা হইলে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য-দ্বারা হিন্দুসমাজে জাতি লইয়া যে একটা মহা গণ্ডগোল ঘটার সম্ভাবনা হইয়া আছে, তাহা নিবারিত হইবে। পরন্তু কথিত গণ্ডগোলের কথা না ধরিয়া যদি ভাবা যায় যে, বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজার কর্ম্মচারিবিশেষ ঠিক না বুঝিতে পারিয়া ভ্রম ক্রমে আদম সুমারীর তালিকায় সমাজের মধ্যে কোন উচ্চতর স্থান লাভের যোগ্যপাত্রকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থান এবং ঐরূপ নিম্নতর স্থান লাভের উপযুক্তকে উচ্চতর স্থানই প্রদান করেন, তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে কি কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারিবে? বোধ হয় সেরূপ কিছু হইবে না, কেননা সমাজের যে সম্প্রদায় যে আকর হইতে উৎপন্ন, তাহার প্রাকৃতিক কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। যেহেতু ইহা প্রসিদ্ধই আছে, "মণির্লুঠতি পাদে চ কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে। যথৈবাস্তে তথৈবাস্তাং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ॥" তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দুসমাজের কয়েকটী সম্প্রদায় মধ্যে প্রকৃতই হউক আর কাল্পনিকই হউক, আভিজাত্য লইয়া যে একটা প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কোন সিদ্ধান্ত এক্ষণে হইতে পারিল না।

ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, ব্রাহ্মণবর্ণ প্রায় চিরকালই হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-মণ্ডলী সমাজ সাধারণো বিশিষ্টরূপে সম্মানিত। পরিতাপের বিষয়, ইদানীন্তন সামাজিক আচারাদি-ধর্ম্ম বিষয়ক কোন প্রশ্নের মীমাংসায় তাঁহাদিগের সর্ব্বত্র ঐকমত্য পরিদৃষ্ট হয় না। হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহ, বহুবিবাহ ও সম্মতি আইনের আন্দোলনে তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। তদ্ভিন্ন কায়স্থ, বৈদ্য, সৎগোপ, স্বর্ণবণিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভূত এবং বহুকাল অনুপবীত থাকার পরে ইদানীং উপবীত গ্রহণের অধিকারী হইবেন কি না, ইত্যাকার প্রশ্ন উপস্থিত হইলেও আমাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মতদ্বৈধের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এমত অবস্থায় তাঁহাদের দ্বারা উপস্থিত বর্ণ বিনির্ণয়াদি প্রশ্নের সর্ব্ববাদি-সম্মত মীমাংসা হওয়া দুরাশা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পুরাকালে যে ব্রাহ্মণগণ সমাজের শাসক ছিলেন, যাঁহাদের মুখের কথায় অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণত্বলাভ করিতে পারিত, * কালবশে সেই ব্রাহ্মণই এক্ষণে নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছেন! ইহার প্রধান কারণ, বহুকাল হইতে আর্য্য-রাজ-শাসনের অভাবে ব্রাহ্মণদিগের সাধারণতঃ শাস্ত্র (বেদাদি) চর্চ্চার একান্ত শৈথিল্য এবং তৎসঙ্গে পূর্ব্ব-সেবিত সদাচারের স্খলন বা ব্যত্যয় প্রযুক্ত সমাজের উপরে তাঁহাদিগের পূর্ব্বাধিপত্যের ক্ষয়। যাহা হউক, এক্ষণে কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সম্প্রদায় আপনাদের বংশ বা জাতিগত উৎকর্ষ প্রতিপাদনের জন্য যদিও যথোপযুক্ত প্রমাণ আহরণ করিতে পারেন, তাহা হইলেও আর্য্য বা হিন্দুরাজ শাসন বিরহে উহার কি কিছু স্থির-সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে? যে শাসনের ফলে বঙ্গীয় সমাজের সম্প্রদায় বিশেষে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত তাহার প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান দেখা যাইতেছে, যে শাসনে স্বর্ণবণিক, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতি পতিত হইয়া এ কাল যাবৎ তদবস্থায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছে, সে শাসন এক্ষণে কোথায়? তাহা যদি এক্ষণে থাকিত, তাহা হইলে কায়স্থ অপেক্ষা বৈদ্য বড় কি ছোট, ইহারা কোনও বর্ণের অন্তর্ভূত কি না এবং সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বর্ণত্ব ও জাতিত্ব লইয়া যে যে প্রশ্ন উপস্থিত আছে, তাহার মীমাংসা করিতে কি এত কালবিলম্ব বা আন্দোলনের আবশ্যক হইত? তৎপক্ষে আর্য্য-ধর্ম্মজ্ঞ রাজার ব্রাহ্মণানুমোদিত শাসন প্রচারই যথেষ্ট হইত, উহাতে কাহারও প্রতিবাদ করিবার কোন কারণ থাকিত না। যাহা হউক, যখন সে দিন আর নাই, সমাজেরও আচারাদি ধর্ম্ম অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হিন্দু সমাজের সম্প্রদায় বিশেষের জাতিতত্ত্ব ঘটিত আলোচনায় পণ্ড শ্রম ভিন্ন কি আর কোন সুফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

কিছুদিন গত হইল, একস্থানে কথা হইতেছিল, বঙ্গীয় সমাজের কায়স্থ ও বৈদ্য সম্প্রদায় দ্বয়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থান অধিকারের যোগ্য? ইহা সহসা নির্দ্দেশ করা কঠিন হইলেও এ বিষয়ের নিরপেক্ষ

* পুরাণ ও মহাভারতে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ক্ষত্রিয় বীতহব্য ভৃগুর কথায় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।——অনুশাসন পর্ব্ব, ৩০ অঃ।

আলোচনার ফল একটা অবশ্য আছেই, যাহা এক্ষণে না ফলিলে ভবিষ্যতে ফলিবে। আর উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, বর্ণ বা জাতিত্ব লইয়া অনেকের মনে অনেক প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে; তদ্ভিন্ন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ করিয়া আভিজাত্য লইয়া যে একটা বিদ্বেষভাব পূর্ব্ব হইতে পোষিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা অধুনা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং প্রস্তাবিত পক্ষপাতশূন্য আলোচনার দ্বারা সেগুলি সর্ব্বতোভাবে না হইলেও অনেকাংশে নিরাকৃত হওয়া সম্ভাবিত। ইহা হইলেই যে অনেক মঙ্গল সাধিত হইল। আমি এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই দিন হইতে কেবল বৈদ্যের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, কেন না কায়স্থ জাতি সম্বন্ধিনী আলোচনা সুযোগ্য লোক কর্ত্তৃক ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

কথিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াই অবগত হইলাম যে, অত্র নগরীতে কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের পৃথক্ পৃথক্ দুইটী সভা অল্পদিন ব্যবধানে আহূত হইয়া গিয়াছে। কায়স্থ সভায় কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণ এবং বৈদ্য সভায় বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্ভূত অবধারণ করিয়াছেন। বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণবর্ণ, ইহা সকলেরই অশ্রুতপূর্ব্ব। তবে এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, উক্ত সভা সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্য-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রূপে যে উক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কখনই নহে; কেননা এখনও এমন অনেক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-সন্তান আছেন, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে শূদ্রাচার অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহারা আপনাদিগকে শূদ্র-সদৃশ বলিয়াও পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন। যাহা হউক, এ স্থলে পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া রাখিতেছি যে, বর্ত্তমান আন্দোলনের পূর্ব্বে বৈদ্য-সম্প্রদায়-বিশেষ আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ পরিচয় দিয়া বৈশ্যবর্ণের ও কায়স্থদিগকে শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভূত, সুতরাং আপনারা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতীয়, ইহা ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। সম্প্রতি কায়স্থেরা বহু-শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক ও প্রাচীন প্রাশস্তিক প্রমাণ দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সম্মতি সহায়ে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণীয় প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া, অপিচ বঙ্গীয় সৎগোপ, গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিকাদি জাতিকে বৈশ্যবর্ণের, এবং কৈবর্ত্তকে মাহিষ্য জাতির অন্তর্ভূত হইবার প্রয়াস পাইতে দেখিয়া বৈদ্য-সম্প্রদায়ও ঐরূপ শাস্ত্রপ্রমাণাদি আহরণপূর্ব্বক আপনাদিগকে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়, এমন কি, মূর্দ্ধাভি-

ষিক্ত অপেক্ষায়ও উচ্চতম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এ বিষয়ে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অভিমতি বা অনুমোদন লাভ করিয়াছেন কি না, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণ বৈদ্য জাতিকে স্ববর্ণের অন্তর্ভূত হইবার অধিকারে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকেন বা করেন, (ইদানীন্তন ইহা বিচিত্রও মনে হয় না) তাহা হইলে ব্রাহ্মণ সমাজেই প্রথমে একটা গণ্ডগোল হইবার উপক্রম হইবে, কেননা পূর্ব্বে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণীয় ও বৈদ্যগণ বৈশ্যবর্ণীয় বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য কোন কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণ সমাজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। অতঃপর বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে গেলে এবং ব্রাহ্মণেরা কেহ কেহ উহাদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্ভূত বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যেই একটা দলাদলি ও মনান্তর হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইবে। পরে সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিতও একটা বিষম গোলযোগ বাঁধিবে। ইহা বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে। অপর, কায়স্থ শূদ্রই থাকুন বা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হউন, তাহাতে অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, কেননা কায়-স্থের সহিত উহাদের যেরূপ সামাজিক সম্বন্ধ পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে, তাহাই স্থির থাকিবে। কিন্তু বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইতে গেলে ব্রাহ্মণের সহিত অপর যে জাতির যেরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহার ব্যতিক্রম বা বিশৃ-ঙ্খলতা ঘটার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইবে। ন্যায্য কারণ ব্যতীত সমাজে ঈদৃশী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, ইহা কিছুতেই উচিত বোধ হয় না। অধিকন্তু, বৈদ্য-জাতির ব্যবসায় বা চিকিৎসা কার্য্যের সহিত জনসাধারণের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, সম্প্রতি নানা কারণে তাহার যেরূপ ব্যতিক্রম এবং তজ্জনিত সমাজে যেরূপ ঘোরতর অনিষ্টোৎপত্তি হইতেছে, তাহাতে এক্ষণে যে কেবল উহাদের জাতিতত্ত্বের আলোচনাই যথেষ্ট হইতে পারে, তাহা নহে। অতএব এই প্রবন্ধে অগ্রে অম্বষ্ঠ-পরিচীয়মান অথচ ব্রাহ্মণপদপ্রার্থী বঙ্গীয় বৈদ্য-গণের (তৎসহ অম্বষ্ঠেরও) প্রকৃত জাতি-তত্ত্ব নির্দ্ধারণার্থ উহাদিগের পূর্ব্বাপর অনুসৃত আচারাদি ধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা এবং জাতীয়-বৃত্তাদির বিষয় যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। তদনন্তর নিতান্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সমাজের সহিত

বৈদ্যজাতির পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ ও ব্যবহার পর্য্যালোচনানন্তর জনসাধারণের প্রতি অধিকাংশ ব্যবসায়ী বৈদ্যের ও অন্য হাতুড়ের বিবিধ অত্যাচার এবং তাদৃশ বৈদ্য ও প্রজাপুঞ্জের প্রতি অধুনা গভর্ণমেণ্টের রাজ-কর্ত্তব্য বা কিরূপ হওয়া প্রার্থনীয় হইতে পারে ইত্যাদি অতীব প্রয়োজনীয় কথারও অবতারণা করিয়াছি। অবশেষে বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বে অনধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত একটী সংক্ষিপ্ত আলোচনাও দিয়াছি।

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রস্তাবিত বিষয়কে তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং বিভিন্ন শীর্ষাধীন করিয়া পরিশিষ্ট সহ সাধারণের ও গভর্ণমেণ্টের গোচরার্থ এবং সুধীগণের বিবেচনা জন্য প্রকাশ করিলাম। পরন্তু বিষয়ের গুরুত্ব যেরূপ, তাহাতে আমি যে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। সুধীগণ আমার উল্লিখিত উদ্দেশ্যনিচয় স্মরণ রাখিয়া প্রবন্ধস্থ ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন ও সংশোধন করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের সকাশে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব। আর, আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা যদি বৈদ্য-জাতির বর্ত্তমান অযথা জাত্যভিমান এবং তজ্জনিত সমাজস্থ অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের বর্ত্তমান বিদ্বেষভাব বিদূরিত করিয়া উহাঁদিগকে স্বীয় জাতিবৃত্তির উপযোগী যোগ্যতা লাভে যথোচিত যত্নবান্ করিতে পারে, পক্ষান্তরে যদি আমাদের ন্যায়বান্ গভর্ণমেণ্টকে তদীয় রাজ-কর্ত্তব্যে উদ্রিক্ত করিয়া এই দুঃস্থ ভারতের ও ভারতবাসী প্রজাপুঞ্জের স্বাস্থ্য ও জীবনের হিতার্থে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পাদন এবং তদনুযায়ী সদ্বৈদ্য প্রস্তুত করত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সুলভ দেশীয়-সুচিকিৎসার ব্যবস্থায় যথোচিত মনোযোগী করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমি কৃতার্থম্মন্য হইব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বৈদ্যগণের প্রতি আমার পূর্ব্ব হইতে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, বিশেষতঃ কতিপয় বৈদ্যের সহিত আমার বন্ধুত্বও রহিয়াছে; এমত অবস্থায় আমি কর্ত্তব্যানুরোধে এই প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বৈদ্যগণের জাতি এবং বৈদ্যক-ব্যবসায়ি সম্বন্ধে যে সকল অপ্রিয় সত্য বলিতে বাধ্য হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অলমতি-বিস্তরেণ।

কলিকাতা,
১২ নং রাধানাথ বসুর লেন।
১৩০৯ সাল। ২৭ শে শ্রাবণ।

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
প্রাত	প্রীত	৭	১১
মনু ৯	মনু ১০	১৩	২১
৯ অঃ	১০ অঃ	১৫	১৮
শ্লিল্প	শিল্প	২৮	১৪
সঙ্কী	সঙ্কীর্ণ	২৯	২১
তৎপ্রণালীলব্ধ	ও তৎপ্রণালীলব্ধ	৬২	১৩
বৈদ্যজাতি	অম্বষ্ঠ	৭০	৩
পারে ?	পারে,	৮৮	২৪
শব্দেই	শব্দই	৮৯	১৪

১০৫ পৃষ্ঠার † চিহ্ন ১৭ পংক্তিতে না হইয়া ১৮ পংক্তিতে কোটেসনের পরে হইবে।

বঙ্গীয়-বৈদ্য-জাতিতত্ত্ব

এবং

তদানুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১। বৈদ্যজাতির জাতিতত্ত্ব কিরূপ এবং ইঁহারা কোনও বর্ণ বা জাতির অন্তর্ভূত কি না?

প্রাচীন শাস্ত্র ও কোষাদি অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, পূর্ব্বে বৈদ্যশব্দ কোন জাতিবাচক ছিল না। যাঁহারা আয়ুর্ব্বিদ্যা জানিতেন ও রোগাদির চিকিৎসা করিতেন, তাঁহারাই বর্ণ ও জাতি নির্ব্বিশেষে 'বৈদ্য,' 'ভিষক্', 'চিকিৎসক' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইতেন। * পরবর্ত্তী কালে সমাজে অম্বষ্ঠ নামক পৃথক্ জাতির উৎপত্তি হইলে চিকিৎসা কার্য্য উক্ত জাতির উপ-জীবিকারূপে অবধারিত হইয়াছিল। তদবধি প্রধানতঃ তাঁহারাই চিকিৎসা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদীয় বহুতন্ত্রের মধ্যে কেবল কায়তন্ত্র অবলম্বনে চিকিৎসা ব্যবসায়ে পুরুষানুক্রমে প্রবৃত্ত আছেন। ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত অম্বষ্ঠজাতির বংশধর বলিয়া আপনা-দিগের পরিচয়ও দিয়া থাকেন। বাস্তবিক বঙ্গীয় বর্ত্তমান বৈদ্যজাতি পূর্ব্বোক্ত অম্বষ্ঠগণেরই বংশধর কি না, সে বিষয়ে যথাসম্ভব আলোচনা করিবার

---

* রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে।
অমরকোষ। মনুষ্যবর্গ। ৫৭।

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ॥
সুশ্রুত। সূত্রস্থান ৪ অ।

পূর্ব্বে বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠজাতিই মনে করিয়া অম্বষ্ঠের উৎপত্তিতত্ত্ব-অনুধাবনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তিতত্ত্ব ও হিন্দু সমাজের বর্ণ-বিভেদ প্রবর্ত্তন।

অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে হিন্দুসমাজের বর্ণ-বিভেদের কথা অগ্রে সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক। আর্য্যদিগের বেদই সকল বিষয়ের মূল বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার পরে স্মৃতি, তন্মধ্যে অপরাপর স্মৃতি অপেক্ষা মানব-স্মৃতিই শ্রেষ্ঠ। তদনন্তর পুরাণাদি শাস্ত্র প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়। বেদার্থের বিপরীত কোনও স্মৃতিই প্রমাণরূপে সম্মানিত হয় না। অপর, বেদের মধ্যে পরস্পর বিসদৃশতা পরিদৃষ্ট হইলে উভয়ই প্রমাণ বলিয়া মান্য করিবার নিয়ম। * দেখা যায়, ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তির কথা প্রশ্নোত্তর রূপে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

প্রশ্ন।—যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূ পাদা উচ্যেতে॥

১০ম মণ্ডল। ৯০ সূ। ১১ ঋ।

“যখন পুরুষ বিভক্ত হইলেন, কত ভাগে তাঁহাকে বিভক্ত করা হইয়াছিল? তাঁহার মুখ কি হইল; বাহু, উরু ও পদদ্বয়ই বা কি হইল?”

উত্তর।—ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

১০ম মণ্ডল। ৯০ সূ। ১২ ঋ।

“ইহার মুখ ব্রাহ্মণ ছিল, বাহুযুগলই রাজন্য করা হইল, যাহা হইতে বৈশ্য, তাহাই ইহার উরুযুগল এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।”

যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৭।১।১।৪—৯) বিরাট্‌পুরুষের ইচ্ছানুক্রমে ঐরূপ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তির নির্দ্দেশ আছে। পরন্তু উহাদের সহিত

---

* শ্রুতিদ্বৈধং তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ॥

মনু ২ অঃ। ১৪।

বিশেষ বিশেষ বেদ, যজ্ঞ, দেবতা ও পশুর যুগপৎ সৃষ্টির কথাও বর্ণিত আছে; আর ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মুখ্য, ক্ষত্রিয় বক্ষঃ ও বাহু হইতে উৎপন্ন বলিয়া বীর্য্যবান্, বৈশ্য মধ্য বা অন্নাধার হইতে উৎপন্ন বলিয়া অন্নবান্ এবং ইহারা বহুসংখ্যক; এবং শূদ্র পাদ হইতে উৎপন্ন। তদনন্তর আর কোনও দেবতা সৃষ্ট হয় নাই বলিয়া ইহারা ভূতসঙ্কামী, এজন্য শূদ্র যজ্ঞের অনুপযুক্ত হইয়াছে, ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে, চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে উভয় বেদের উক্তিতে সামান্য পার্থক্য আছে। কিন্তু উভয় বেদোক্তিই রূপকার্থক বলিয়া গ্রহণ করিলে উহাদের মধ্যে সে বিশেষত্ব থাকে না। তদ্ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্রোক্তির সহিতও বেশ সামঞ্জস্য সাধিত হয়। সমাজরূপ বিরাটদেহের মুখ বা উত্তমাঙ্গই ব্রাহ্মণ, বাহু ও বক্ষঃ ক্ষত্রিয়, উরু বা মধ্যদেশ বৈশ্য এবং নিম্ন বা পাদদেশ শূদ্র বিবেচনা করিলে, উক্ত বিরাট্ পুরুষের দেহবিভাগ-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর সঙ্গত হয়। মনু (যিনি বেদার্থ সম্যক্ অবগত ছিলেন) বলিয়াছেন, প্রজা-বাহুল্যের জন্য মুখাদি ক্রমে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, পঞ্চম কোনও বর্ণ নাই।* পুরাণাদিতেও ঐরূপ চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টির কথা আছে; বিশেষের মধ্যে এই, কোনও পুরাণে চতুর্ব্বর্ণসৃষ্টির সহিত উহাদিগের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সৃষ্টি, কোনও কোনও পুরাণে প্রজা ও কর্ম্ম সৃষ্টির পরে বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তনের কথার নির্দ্দেশ আছে।† মহাভারতে উক্ত আছে,‡ (ভৃগু কহিলেন) "ইহলোকে

---

* লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ ১১ অঃ। ৪।

† ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পূর্ব্বভাগ ৮ম অধ্যায়। ১৫৪-১৬০ শ্লোক।

‡ ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণা ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ॥
মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব। ১৮৯ অঃ।

বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই, সমুদায় জগৎই ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মময় ছিল। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা-দ্বারা সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণপ্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধ-পরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব; যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব; এবং যাঁহারা তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপর, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপযোগী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন।" ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রালোচনা দ্বারা জানা যায় যে, প্রথম মনুষ্য-সৃষ্টি, তৎপরে সমাজ-গঠন, পরিশেষে কর্ম্মবিভাগের সঙ্গে বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি শাস্ত্র বিশ্বাস না করিয়া ক্রমোন্নতিবাদ বিশ্বাস কর, তাহাহইলেও মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কিংবা সমাজের নিতান্ত শৈশবাবস্থায় বর্ণ-বিভেদ-নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব বলিয়া আদৌ প্রতীত হয় না; বরং মনুষ্যসমাজের প্রথম অবস্থায় সকলের এক বর্ণ বা জাতি থাকা এবং তাহাদিগের নিষ্পাদ্য কর্ম্ম শৃঙ্খলাবিরহিত থাকা সম্ভাবিত হয়। অনন্তর কালে সমাজের লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে সামাজিকগণের প্রয়োজন-বাহুল্যহেতু কার্য্যকলাপেরও বাহুল্য হইয়া উঠে। তখন সমাজ ও কর্ম্ম উভয়ের উন্নতির জন্য সমাজস্থ লোক-বিশেষের প্রবৃত্ত্যনুসারে কার্য্যবিশেষে প্রবৃত্তি ও নৈপুণ্য দেখিয়া বিজ্ঞ সমাজ-নেতৃ-কর্ত্তৃক তাহাদিগকে তত্তৎ কার্য্যে নিযুক্ত রাখা উচিত বিবেচিত হওয়া সম্ভাবিত। প্রাচীন হিন্দুসমাজে ঠিক এইরূপ অবস্থায় কর্ম্মবিভাগ ও তৎসঙ্গে বা তদনন্তর বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া উপলব্ধি হয়। তবে ইহা সত্য যে, তৎকালে ব্যক্তিগত গুণ সমধিক আদৃত হইত, সেজন্য একবর্ণের লোক অন্যবর্ণত্ব লাভ করিতে পারিত, এবং বর্ণবিশেষের অনুষেব্য নিয়মেরও তত বাঁধাবাঁধি ছিল না। পরবর্ত্তী কালে সমাজ অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট ও উন্নত হইলে সমাজনেতা প্রাচীন ঋষিগণ পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত কর্ম্মানুগত বর্ণবিভাগ-নিয়ম যাহাতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং ধারাবাহিকরূপে প্রচলিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে বর্ণচতুষ্টয়ের উপযোগী আশ্রমধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, এবং বিবাহাদির বিধান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পরন্তু সমাজস্থ লোকেরা শাস্ত্রোক্ত নিয়ম-সকল

অনেক স্থলে অব্যভিচারে পালন করিয়া আসিতে পারেন নাই। শাস্ত্রেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে প্রস্তাবের প্রয়োজনানুসারে শাস্ত্রোক্ত বিবাহ বা স্ত্রীপুংস-সংযোগ এবং তদানুষঙ্গিক বিষয়েরই সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

হিন্দু জাতির শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, বর্ণবিভাগ-প্রথা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও বহুকাল যাবৎ অসবর্ণে স্ত্রীপুংস-সংযোগ অল্প বিস্তর

অসবর্ণে স্ত্রীপুংস-সংযোগ।

প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। কলিতে বৃহন্নারদীয়াদি উপপুরাণে অসবর্ণবিবাহ-নিষেধক ব্যবস্থা প্রচারিত ও সমাজে তাহা অনুপালিত হইলে, ক্রমশঃ উক্ত প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। কথিত অসবর্ণবিবাহ বলিতে অনুলোমবিবাহই বোধ্য, কেননা পূর্ব্ব হইতে প্রতিলোমক্রমে স্ত্রীগ্রহণ নিষিদ্ধই ছিল, সুতরাং নিষেধের পুনর্নিষেধ সম্ভব হয় না। যাহা হউক, এই অসবর্ণ-স্ত্রীপুংস-সংযোগ পূর্ব্বে দ্বিবিধ উপায়ে নির্ব্বাহিত হইত। তন্মধ্যে

প্রতিলোম ও অনুলোম প্রথা।

নীচজাতীয় পুরুষকর্ত্তৃক উচ্চ জাতীয় স্ত্রীগ্রহণের নাম প্রতিলোমপ্রথা ও উচ্চজাতীয় পুরুষের নীচ-জাতীয় স্ত্রীগ্রহণের নাম অনুলোম প্রথা। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিলোমপ্রথা বিহিত হয় নাই। তথাপি উহা প্রাচীন সমাজে অপ্রচলিত ছিল না; কেননা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিলোমজ সন্তানগণকে দ্বিজসংস্কার ও পিতৃধন-ভাগ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াও উহাদিগের জাতিনির্দ্দেশ ও যথাসম্ভব বৃত্ত্যাদি বিধান করিয়াছেন। অপর, অনুলোমক্রমে যে স্ত্রীপুংস-সংযোগ, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে

প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বিবাহ।

বিধিবদ্ধ হইয়াছে। দেখা যায়, বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধান দ্বিবিধ,—এক প্রশস্ত বা উৎকৃষ্ট, দ্বিতীয় অপ্রশস্ত বা নিকৃষ্ট। বর্ণচতুষ্টয়ের সবর্ণে যে বিবাহ, তাহা প্রশস্ত বা প্রথম শ্রেণীর; এবং আপনাপেক্ষা নীচবর্ণে (অনুলোমক্রমে) যে বিবাহ, তাহা অপ্রশস্ত বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত। এক্ষণে প্রশস্ত বিবাহ কিরূপ, তাহা অগ্রে দেখা যাইতেছে।

মনু বলিয়াছেন,—

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ ৩ অঃ। ৪।

অর্থাৎ দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) বিদ্যাশিক্ষাসমাপনান্তে গুরু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যথাবিধি সমাবর্ত্তনান্তে সুলক্ষণযুক্তা সবর্ণা কন্যা বিবাহ করিবে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়ের যথাকালে উপনীত হইয়া গুরুগৃহে বাস করত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিবার নিয়ম ছিল। তাঁহারা যথা-নিয়মে অধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক দারপরিগ্রহণেচ্ছু হইয়া স্নানবিশেষ (সমাবর্ত্তন) সম্পাদনান্তে স্ব স্ব বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। তদনন্তর এই স্নাতক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ব স্ব বর্ণের লক্ষণযুক্ত কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতেন।

মনু পুনরায় বলিতেছেন,—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসপিণ্ডা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

৩ অঃ। ৫।

অর্থাৎ মাতার অসপিণ্ডা ও পিতার অসগোত্রের যে সবর্ণা কন্যা, তাহা দ্বিজাতিগণের দার ও দাম্পত্য কার্য্যে প্রশস্তা।

টীকাকারগণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, তাদৃশী সবর্ণা কন্যা পুত্রোৎপাদন, রতিক্রিয়া এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়ার জন্য প্রশংসার সহিত বিহিতা। অতএব এই নিয়ম দ্বারা দ্বিজাতির অসবর্ণে কন্যাগ্রহণ সাধারণতঃ নিবারিত হইয়াছে জানা যায়। পরন্তু স্থলবিশেষে দ্বিজ অসবর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, ইহাও শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে। মনু সেই বিশেষ স্থল যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে দেখা যাইতেছে; যথা,—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥

৩ অঃ। ১২।

সবর্ণা ও অসবর্ণা বিবাহের স্থল

অর্থাৎ দ্বিজাতিদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা ভার্য্যা প্রশস্তা (অর্থাৎ "শ্রেয়োহেতুঃ"—সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ); আর কামবশতঃ বিবাহ-প্রবৃত্তদিগের বক্ষ্যমাণ হীনবর্ণা ভার্য্যা ক্রমশঃ

অর্থাৎ অনুলোমক্রমে শ্রেষ্ঠা হইবে। তদনন্তর মনু, কথিত উভয়বিধ বিবাহে কোন্ বর্ণের কিয়তী ভার্য্যা হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা,—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

৩ অঃ। ১৩।

অর্থাৎ শূদ্রের এক শূদ্রা ভার্য্যা, বৈশ্যের সবর্ণা বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই, ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা ও শূদ্রা এই তিন, ও ব্রাহ্মণের সবর্ণা ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চারি ভার্য্যা হইবে।

ইহাতে জানা যায়, দ্বিজাতি প্রথমে সবর্ণ-দার গ্রহণ করিয়া, যদি তাহাতে প্রাত না হইয়া কামবশতঃ পুনরায় বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহার আপনাপেক্ষা নিকৃষ্টবর্ণে বিবাহ করিতে হইবে। পরন্তু দ্বিজাতির শূদ্রা ভার্য্যা-গ্রহণ ও তাহাতে সন্তান-উৎপাদন বিশেষ দোষাবহ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। *

উপরে যে দ্বিবিধ (প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত) বিবাহের উল্লেখ করা হইল, তাহাতে সবর্ণা এবং অনুলোমক্রমে অসবর্ণা ভার্য্যা গ্রহণ যে শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা জানা গেল। অপর, প্রতিলোমনিয়মে স্ত্রী-গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতেছে। † এক্ষণে শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ স্ত্রীপুংস-সংযোগের বিধান-সকল মনোনিবেশ-পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে শাস্ত্রকারদিগের কতিপয় হিতকর নিগূঢ় উদ্দেশ্য উহা-দিগের অন্তর্নিবিষ্ট আছে বলিয়া প্রতীত হইবে, আর উহা অবগত হইলে শাস্ত্র-কারদিগের বর্ণবিশেষের জন্য বৈবাহিক ব্যবস্থার বৈষম্যেরও কারণ উপলব্ধ হইবে। উল্লিখিত উদ্দেশ্য-নিচয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী এস্থলে উল্লেখ যোগ্য ;—

বৈবাহিক ব্যবস্থায় শাস্ত্রকারদিগের নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

* মনু ৩ অঃ। ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, শ্লোক।

† মনুর ১০ম অধ্যায়ের ১১শ্লোকের টীকায় কুল্লূক বলিয়াছেন, "এবম্ অনুলোমান্ উক্ত্বা প্রতিলোমান্ আহ ক্ষত্রিয়ানিতি। অত্র বিবাহাসম্ভবাৎ কন্যাগ্রহণং স্ত্রীমাত্রপ্রদর্শনার্থম্।" অতএব বলা বাহুল্য যে, প্রতিলোমক্রমে স্ত্রীগ্রহণ যখন বিবাহসম্পাদ্য নহে, তখন তাহা শাস্ত্র-সিদ্ধও নহে।

১। সমাজ যে চারিবর্ণে বিভক্ত, ঐ চারিবর্ণ অবিমিশ্র অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে চিরকাল সংরক্ষিত হয়।

২। বর্ণচতুষ্টয়ের অবলম্বিত ধর্ম্ম, কার্য্য এবং ব্যবহার পুরুষানুক্রমে অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকে।

৩। অবিমৃষ্যকারিতা বশতঃ বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে পরস্পর বিমিশ্রণ ঘটিলে যে অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহার নিবারণ ও সঙ্কোচ-সাধন।

প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সবর্ণবিবাহ দ্বারা সিদ্ধ হইবার যোগ্য, আর তৃতীয় উদ্দেশ্য প্রতিলোম নিয়মে স্ত্রী-সংগ্রহের নিষেধ এবং অনুলোম অসবর্ণা-বিবাহের বিধান ও তদানুষঙ্গিক নিয়মাবলী স্থাপন দ্বারা সংসিদ্ধ হওয়া সম্ভাবিত। এক্ষণে শাস্ত্রকারদিগের উল্লিখিত উদ্দেশ্য সকল কতদূর সারবান্ ও যুক্তিসঙ্গত, তাহা অনুধাবন করা যাইতেছে।

নারী ক্ষেত্র ও পুরুষ বীজ।

মহাজ্ঞানাপন্ন সুদূরদর্শী আর্য্য ঋষিগণ যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, তদনুসারে তাঁহারা বলিয়াছেন। যথা,—

ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥

মনুঃ। ৯ অঃ ৩৩।

অর্থাৎ নারী ক্ষেত্র ও পুরুষ বীজস্বরূপ; এই ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে তাবৎ প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। অপর, উৎপন্ন জীবে বীজলক্ষণ লক্ষিত হয় বলিয়া তাঁহারা ক্ষেত্র অপেক্ষা সাধারণতঃ বীজের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।* তদনুসারে যেমন ক্ষেত্র, তদনুরূপ বীজবপনের শ্রেয়স্কারিতা মনে করিয়া তাঁহারা মানবজাতির মধ্যে স্ত্রীপুংস-সংযোগের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। সেজন্য দেখা যায়, শাস্ত্রে সবর্ণে দার পরিগ্রহ করিয়া (অর্থাৎ যেমন ক্ষেত্র, তদুপযুক্ত বীজ বপন দ্বারা) সন্তানোৎপাদন প্রশংসিত বা প্রথম কল্প অবধারিত হইয়াছে।† আর প্রতিলোমে স্ত্রী-সংগ্রহ (অর্থাৎ

ক্ষেত্রানুসারে বীজ-বপন

ক্ষেত্রবীজন্যায়ে স্ত্রী-পুংস-সংযোগ।

* বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।
সর্ব্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা॥ মনু ৯ অঃ। ৩৫।

† "উভয়ন্তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে। মনু ৯ অঃ। ৩৪।

উৎকৃষ্টক্ষেত্রে অপকৃষ্ট বীজ-বপন) অশ্রেয়ঃ বিবেচনায় উহা এককালে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অপিচ অনুলোমক্রমে অসবর্ণে স্ত্রীগ্রহণ (অর্থাৎ নিকৃষ্টক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ-বপন) মন্দের ভাল মনে করিয়া অপ্রশস্ত ভাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। * তথাপি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ (যেমন শূদ্রা ভার্য্যায় দ্বিজাতির, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের, গর্ভাধান) বপন নিষিদ্ধ হইয়াছে। † সকলেই এই সত্য অবগত আছেন যে, যদি কোন বীজ-বংশ অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিতে হয়; তবে তদুৎপন্ন ক্ষেত্রে (ক্ষেত্রপক্ষে কর্ষণাদি দ্বারা উপযুক্ত করিয়া, মনুষ্যপক্ষে বিবাহসংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া) উহা বপন করিতে হয় এবং ঐরূপ বরাবর করা আবশ্যক হয়; তদ্বৎ বর্ণচতুষ্টয়-ভাব চিরকাল সমান রক্ষা করিতে হইলে উহাদিগের আপনাপন বর্ণে পুরুষ-পরম্পরায় বিবাহ করা যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ কি? এই যুক্তি-প্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রকারগণ সবর্ণ বিবাহকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর স্থির করিয়াছেন।

সবর্ণ বিবাহের শ্রেয়স্কারিতা —বীজরক্ষা।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন:—

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্ত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥

১ অ, ৯০।

অর্থাৎ সবর্ণ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে সজাতিই উৎপন্ন হয়, আর অনিন্দিত-বিবাহোৎপন্ন পুত্রদ্বারাই বংশবর্দ্ধন হইয়া থাকে। এরূপ পুত্র ভিন্ন কুল-

* সুবীজং চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি॥

মনু ১০ অ। ৬৯।

† ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥

মনু ৩ অঃ। ১৪-১৫।

পরাম্পরাগত ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার-ব্যবহার এবং বংশগৌরব আর কাহাদ্বারা রক্ষিত ও উন্নত হইতে পারে? ঐরূপ গৃহস্থের স্বকীয় বর্ণানুরূপ ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার প্রতিপালন, সবর্ণা স্ত্রী দ্বারা যেরূপ সংসাধিত হইতে পারে, অন্য স্ত্রী দ্বারা তদ্রূপ কদাচ সম্ভাবিত নহে। মনু বলিয়াছেন,—

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষস্ত্রী-নিবন্ধনম্॥
অপত্যং ধর্ম্মকর্ম্মাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

মনু ৯ অঃ। ২৭-২৮।

এ স্থলে স্ত্রী ও দার শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সবর্ণা ভার্য্যাই লক্ষিত হইয়াছে, কেননা অসবর্ণা স্ত্রী দ্বারা উল্লিখিত কার্য্য সমুদায় নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। *

উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট বীজ-বপন অবিহিত।

অপর, বীজের প্রাধান্য স্বীকার করিলে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট বীজ বিশেষতঃ অতি উৎকৃষ্ট-ক্ষেত্রে অতি নিকৃষ্ট বীজ (ঐরূপ অতি নিকৃষ্টক্ষেত্রে অতি উৎকৃষ্ট বীজ) বপন আদৌ শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয় নাই। সেই জন্য নীচ জাতীয় পুরুষ ও উচ্চ জাতীয় নারীর, বিশেষতঃ একান্ত নীচ জাতীয় পুরুষ ও উচ্চতম জাতীয় নারীর সংযোগ হইলে তদুৎপন্ন সন্তান নিকৃষ্ট হইবারই কথা। এরূপ সংযোগ প্রশ্রয় পাইলে অর্থাৎ অবাধে ক্রমাগত চলিলে, উৎকৃষ্ট বীজের ক্ষেত্র কালক্রমে বিরল হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। প্রতিলোমে স্ত্রীসংগ্রহ-প্রথা যদি শাস্ত্রে অবিহিত না হইত এবং প্রতিলোমজ সন্তানদিগের জন্য বিবিধ শাস্ত্রীয় ও সামাজিক কঠোর শাসনের বিধান না থাকিত, তাহা হইলে বহু পূর্ব্বে অসঙ্খ্য সঙ্কর ও বাহ্য জাতি সমুৎপন্ন হইয়া সমাজ পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। অপিচ বর্ত্তমান কালে প্রকৃত শূদ্রবর্ণের ন্যায় ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণও, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবর্ণ, যে একান্ত বিরল হইয়া পড়িত এবং সেই সঙ্গে আর্য্যত্ব ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও যে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব সুদূরদর্শী

* অসবর্ণা স্ত্রীর কথা উল্লেখের সময় ইহা স্ফুটীকৃত হইবে

শাস্ত্রকারগণ প্রতিলোমক্রমে স্ত্রীসংগ্রহের যে বিধান দেন নাই, এবং সেজন্য উহা যে বিবাহ-নিষ্পাদ্যই হয় নাই, তাহাতে শাস্ত্রকারদিগের যুক্তিমত্তারই বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

অনুলোমবিবাহের যৌক্তিকতা - সবর্ণবিবাহ অপেক্ষা অনুলোম-বিবাহ নিকৃষ্ট।

অতঃপর অনুলোম-বিবাহ বিধানের সারবত্তা ও যৌক্তিকতা কি, তাহা বিবেচ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট বীজ নিকৃষ্ট ক্ষেত্রে বপন করা হইলে বীজানুরূপ শস্য হয় না। সুতরাং তাদৃশ ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগের ন্যায় উৎকৃষ্ট বর্ণের পুরুষের সহিত অপেক্ষাকৃত হীনবর্ণের নারীর সংযোগ (অনুলোম-বিবাহ) সবর্ণবিবাহ অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রতিলোম-সংযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াই অনুমোদিত হইয়াছে। পরন্তু এই অনুমোদনের সহিত শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ এত সঙ্কোচ ও এত শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা উপলব্ধি হয়, তাঁহারা যেন অগত্যা অনুলোম বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিপ্লবাদি বশতঃ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি।

যাঁহারা হিন্দুজাতির মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য অবগত আছেন যে, প্রাচীন কালে সময়ে সময়ে ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লব, অরাজকতা ও ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তত্তৎকালে সমাজের পূর্ব্ব শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভাবিত। কথিত আছে, বেণ রাজার রাজ্যশাসন-সময়ে অরাজকতা নিবন্ধন সমাজে বহু সঙ্কর বর্ণের উদ্ভব হয়।* দেশ অরাজক হইলে তাদৃশ অবস্থায় সমাজের লোক সকল ধর্ম্মশাসন উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক যখন অন্যান্য শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন অসবর্ণে যথেচ্ছভাবে স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া বহুতর সঙ্কর জাতির যে উৎপাদন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? পরবর্ত্তী কালে যখন ধর্ম্মজ্ঞ রাজার শাসন (যেমন পৃথুর) পুনঃ সংস্থাপিত হয়, তখন পূর্ব্বতন অন্যান্য শাস্ত্রশাসনের সহিত বৈবাহিক শাসনের দৃঢ়তা পুনঃ স্থাপন এবং তাৎকালিক পরিবর্ত্তিত সামাজিক অবস্থার উপযোগী নূতন নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে ঐরূপ নৈমিত্তিক কারণেও বোধ হয় অতি অনিষ্টজনক প্রতিলোমে

* মনুসংহিতার ৯ম অধ্যায় ও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড দেখ।

স্ত্রীসংগ্রহ-প্রথা নিবারণ করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প অনিষ্টজনক অনুলোম বিবাহকে সমাজরক্ষকেরা যে শাস্ত্রবিহিত করিয়া লইয়া থাকিবেন, তাহা অসঙ্গত নহে। সমাজে পূর্ব্ব হইতে কোন আচার প্রচলিত থাকিলে উহা যদি সমাজ-সংস্কারক-দিগের বিবেচনায় দূষণীয় ও অহিতকর বোধ হয়, তথাপি তাঁহারা সমাজরক্ষার জন্য উহা সহসা নিবারণ করা উচিত মনে করেন না। প্রথমতঃ উহার সঙ্কোচক ও অপ্রশ্রায়ক ব্যবস্থা প্রণয়নেরই আবশ্যকতা বোধ করেন; কেননা তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে তাদৃশ আচার ক্রমে ক্রমে আপনা আপনি বা সামান্য শাসনে রহিত হইয়া যাওয়া সম্ভব হয়। * দেখা যায়, অনুলোম-বিবাহ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থায় শাস্ত্রকারদিগের কথিতরূপ উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। নিতান্ত প্রাসঙ্গিক বোধে তাদৃশী ২।৪ টী ব্যবস্থা এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

কোন প্রচলিত ব্যবহার অহিত-জনক বিবেচিত হইলেও প্রথমতঃ তাহার সঙ্কোচের ব্যবস্থা।

(ক) অনুলোম বিবাহের শাস্ত্রোক্ত সঙ্কোচক ব্যবস্থা।

প্রথমতঃ শাস্ত্রকর্ত্তারা অনুলোম বিবাহের যে সাধারণ বিধি দিয়াছেন, তদ্দ্বারা চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কেবল দ্বিজাতিরই এই অধিকার হইতেছে। তদনন্তর বিশেষ বিধি দ্বারা উহারা শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ করিতে নিবারিত হওয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-বর্ণকেই অনুলোম বিবাহে অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। † তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়- ও বৈশ্য-কন্যা এবং ক্ষত্রিয় কেবল বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারিতেছেন।

অনুলোম বিবাহের সাধারণ ও বিশেষ বিধি।

দ্বিতীয়তঃ, কামপ্রবৃত্ত দ্বিজাতি সবর্ণা-বিবাহের পরে পুনরায় বিবাহেচ্ছু হইলে তাহাদের জন্য এই অনুলোম বিবাহ বিহিত হইয়াছে। আর্য্য-শাস্ত্র-

* ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক মহম্মদের অভ্যুত্থান-কালে আরবদেশে পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণ-প্রথা অতীব প্রবল ছিল। মহম্মদ উহা এককালে নিবারণ না করিয়া এইরূপ সঙ্কোচক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; যথা, যে পুরুষ সকল স্ত্রীকে সর্ব্ব বিষয়ে সমভাবে দেখিতে পারিবে, সে একাদি চারি পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহাতে একদিকে যথেচ্ছসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের স্থলে চারিটিমাত্র সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল, অন্যদিকে ধর্ম্মজ্ঞানের উন্নতি হইলে অনেকের বা কাহারও পক্ষে চারি স্ত্রীকে সর্ব্ব বিষয়ে তুল্যভাবে দেখিতে পারা সম্ভব হইবে না, ইহাও হইল। সুতরাং এস্থলে বহু বিবাহের অনুমোদনের সহিত সঙ্কোচ-কল্পনা জানা যাইতেছে।

† মনু ৩য় অঃ। ১২, ১৩, ১৪, ১৫ শ্লোক।

আর্য্যশাস্ত্রে কাহারও জন্য কাম-প্রবৃত্তির প্রশ্রায়ক কোন ব্যবস্থা নাই।

কারেরা কোন বর্ণেরই কামপ্রবৃত্তির প্রশ্রয়দায়ক কোনও ব্যবস্থা দেন নাই, বরং উহা দমনের জন্য তাঁহারা বিবিধ উপায়ের বিধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বিজাতির প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য পালনের কঠোর নিয়ম সর্ব্বপ্রধান। তদ্ভিন্ন দেখা যায়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সাধারণ ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহা সকল বর্ণেরই অনুপালনীয়। * এমত অবস্থায় অনুলোম বিবাহে প্রকৃত অধিকারীর মধ্যেও অল্পসংখ্যক লোকই যে এই অপ্রশংসিত বিবাহে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আবার অনন্তর-বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে ক্ষত্রিয়া এবং ক্ষত্রিয়ের ঐরূপ বৈশ্যকন্যা গ্রহণ, একান্তর-বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা ও ক্ষত্রিয়ের শূদ্রকন্যা গ্রহণ অপেক্ষা প্রশংসিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা-বিবাহ তাদৃশ প্রশংসিত হয় নাই। ইহা দ্বারা প্রতীতি হয়, অনুলোম-বিবাহ শাস্ত্রবিহিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিশেষ বিধি দ্বারা তাহার স্থল যথেষ্ট সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কোচ করা হইয়াছে।

(খ) অনুলোম বিবাহে অপ্রশ্রায়ক ব্যবস্থা। অনুলোম বিবাহিতা অস-বর্ণা নারীর কর্ত্তব্য ও অবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে।

মনু বলিয়াছেন,—

ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকম্।
স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাম্ নাস্বজাতিঃ কথঞ্চন ॥

মনু ৯ অঃ। ৮৬।

কুল্লুকের ব্যাখ্যা—ভর্ত্তৃদেহপরিচর্য্যামন্নদানাদিরূপাং ধর্ম্মকার্য্যং চ ভিক্ষাদানা-তিথিপরিবেষণ-হোমীয়-দ্রব্যোপকল্পনাদি প্রাত্যহিকং সর্ব্বেষাং দ্বিজাতীনাং স্বজাতি-ভার্য্যৈব কুর্য্যাৎ ন তু কদাচিৎ বিজাতীয়া ইতি।

অপিচ,

* অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ ॥

মনু ১০ অঃ। ৬৩

অনুলোম-বিবাহিতা নারীর প্রতি শাস্ত্রীয়-শাসন।

যদি স্বাশ্চাপরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ।
তাসাং বর্ণক্রমেণ স্যাজ্জৈষ্ঠ্যং পূজা চ বেশ্ম চ ॥

মনু ৯ অঃ। ৮৫।

কুল্লূকের ব্যাখ্যা—যদি দ্বিজাতয়ঃ স্বজাতীয়াঃ বিজাতীয়াশ্চ উদ্বহেয়ুঃ তদা তাসাং দ্বিজাতিক্রমেণ বাক্‌সম্মানদায়বিভাগোৎকর্ষার্থং জ্যেষ্ঠত্বং পূজা চ বস্ত্রালঙ্কারাদিদানেন গৃহং চ প্রধানং স্যাৎ।

অর্থাৎ ভর্ত্তার দেহপরিচর্য্যা, ধর্ম্মকর্ম্ম এবং অতিথিসেবাদি নিত্যকার্য্য, সবর্ণা স্ত্রীই করিবে, অসবর্ণা স্ত্রী কদাচ করিবে না। আর দ্বিজাতির সবর্ণা অসবর্ণা বহু স্ত্রী থাকিলে উহারা স্ব স্ব বর্ণানুক্রমে গৃহ, সম্মান ও বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইবে। * পাঠকগণ, কথিত-অবস্থা-বিশিষ্টা অনুলোম-বিবাহিতা স্ত্রীকে কি স্ত্রী বলিয়া বোধ হয়? যে ভার্য্যা স্বামীর শরীরশুশ্রূষা, ভর্ত্তাকে অন্নাদি-দান ও তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা করিতে, এমন কি, গৃহে অতিথি আসিলে একমুষ্টি অন্ন দিতেও পারিত না, সে কিরূপে ভার্য্যাপদ-বাচ্য হইতে পারিত? শাস্ত্রে—"সা ভার্য্যা যা বহেদগ্নিং সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা" (শঙ্খস্মৃতি), "ভার্য্যা মূলং গৃহস্থস্য" ইত্যাদি যে নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে কি অসবর্ণা ভার্য্যা লক্ষিত হইয়াছে? কথনই নহে। বাস্তবিক ঈদৃশী স্ত্রী স্বামীর ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার সহায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। এজন্য শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে—

প্রথমা ধর্ম্মপত্নী চ দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী।
দৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপজায়তে ॥

দক্ষস্মৃতি।

অনুলোম-বিবাহিতা স্ত্রী কামপত্নী—ধর্ম্মপত্নী নহে।

অর্থাৎ প্রথমা (সবর্ণা স্ত্রী) ধর্ম্মপত্নী আর দ্বিতীয়া (অসবর্ণা স্ত্রী) রতিবর্দ্ধিনী। † এই দ্বিতীয়া অসবর্ণা স্ত্রীতে দৃষ্ট ফল ভিন্ন অদৃষ্ট ফল (স্বর্গাদি) জন্মে না।

* মহাভারতে অসবর্ণা স্ত্রীর পক্ষে অধিকতর কঠোর শাসন দৃষ্ট হয়।
পরিশিষ্ট দেখ।

† সবর্ণা যস্য যা ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী হি সা স্মৃতা।
অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা ॥

মৎস্যসূক্ত। একত্রিংশ পটল

এতদ্ব্যতীত অনুলোম বিবাহপ্রণালী (form) এবং তদুৎপন্ন পুত্রগণের জাত্যভিধান, দায়ক্রম, বৃত্তিকল্পনা ও সামাজিক অবস্থা শাস্ত্রে যেরূপ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে (যাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে), তাহাতে শাস্ত্রকারগণ অনুলোম বিবাহকে বিহিত গণ্য করিলেও যে আদৌ প্রশ্রয় দেন নাই, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, শাস্ত্রকারেরা বহু সঙ্কোচক ও অপ্রশ্রায়ক ব্যবস্থা সহ অসবর্ণ (অনুলোম) বিবাহ যে অনুমোদন করিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ যুক্তি ও সারবত্তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অতঃপর অনুলোম-বিবাহজাত সন্তানদিগের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। অম্বষ্ঠ তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। শাস্ত্রে অনুলোমজের বিশেষতঃ অম্বষ্ঠের জাত্যভিধান, আচার, ধর্ম্ম, বৃত্তিকল্পনা ও সামাজিক অবস্থা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

১। অনুলোমজাতদিগের, বিশেষতঃ অম্বষ্ঠের, জাত্যভিধান।—

(ক) প্রথমে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

মনু বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

৯ অঃ ৪ শ্লোক।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি; ইহাদের মাতা হইতে প্রথম জন্ম এবং উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয়জন্ম লাভ হয়। শূদ্র চতুর্থবর্ণ—একজাতি। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লূক ভট্ট বলিয়াছেন, এই বর্ণচতুষ্টয়ের পরস্পর-সংমিশ্রণে পিতৃমাতৃব্যতিরিক্ত অশ্বতরের ন্যায় যে জাত্যন্তর উদ্ভূত হয় তাহার বর্ণত্ব নাই।* অতএব অনুলোম (প্রতিলোম ক্রমেও) যে সঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়, তাহারা বহির্বর্ণ; তবে শাস্ত্র-ব্যবহারে তাহাদিগকে জাতি-বিশেষ বলা হয়।

জাতি নির্ণয়; মনুর অভিমত।

মনু অনুলোম-জাতদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

* সঙ্কীর্ণজাতীনাস্ত্বশ্বতরবন্মাতৃপিতৃজাতিব্যতিরিক্তজাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বম্।

স্ত্রীম্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥

১০ অঃ। ৬।

এই শ্লোকের কুল্লূকৃত ব্যাখ্যা-মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অনুলোম দ্বারা অব্যবহিতবর্ণা (যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয় বৈশ্যা ও বৈশ্য শূদ্রা) স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, তাহারা মাতার হীনজাতি-দোষ বশতঃ নিন্দিত অর্থাৎ পিতৃসদৃশ জাতি হয়, মন্বাদি বলেন। পিতৃসদৃশ বলায় মাতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিবে। *

অনন্তরা-জাত পিতৃসদৃশ।

অনন্তর মনু বলিয়াছেন—

অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্ ॥

১০ অঃ। ৭।

অর্থাৎ অনন্তরা † স্ত্রীতে জাত সন্তানদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিধিই সনাতন। আর একান্তরা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যা এবং ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রা) জাত-দিগের পক্ষে বক্ষ্যমাণ বিধি ধর্ম্ম্য (ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতম্) অর্থাৎ ধর্ম্মবহির্ভূত নহে। মনুস্মৃতিতে এই অনন্তরাজাত তিন জাতির নাম ও বৃত্তি উল্লিখিত হয় নাই, সে জন্য টীকাকারগণ যাজ্ঞবল্ক্যাদি প্রমাণ সহায়ে ইহাদিগকে ক্রমান্বয়ে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য ও করণ নাম এবং তাহাদের বৃত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারাই মনুর পূর্ব্বোক্তিমতে আপনাপন পিতৃসদৃশ, অর্থাৎ ইহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জাতির ভাব প্রাপ্ত হইবে, ইহাই সনাতন বিধি। সুতরাং একান্তরাজাত ও দ্ব্যন্তরাজাত সন্তানেরা যে পিতৃসদৃশ হইবে না, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে।

* ইহার অপর একটী প্রমাণ স্কন্দ পুরাণ হইতে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

ক্ষত্রায়াং বিপ্রসংযোগাজ্জাতো মূর্দ্ধাভিষিক্তকঃ।
রাজন্যক্ষত্রধর্ম্মেণ অধিকঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।

সহ্যাদ্রি খণ্ড।

† মনু যাহাকে অনন্তর বলিয়াছেন, অন্য স্মার্ত্তেরা তাহাকে একান্তর এবং তিনি যাহাকে একান্তর বলিয়াছেন অন্যে তাহাকে দ্ব্যন্তর, আর মনু যাহাকে দ্ব্যন্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন অন্যে তাহাকে ত্র্যন্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তবে তাহারা কিরূপ ভাবাপন্ন হইবে, তাহা বক্ষ্যমাণ পৃথক্ জাত্যভিধান ও বৃত্ত্যাদি বিধান দ্বারাই মনুর অভিমত যে অভিব্যঞ্জিত হইবে, ইহাই উপরি উক্ত শ্লোকার্থের মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। বৃত্ত্যাদি বিধান সম্বন্ধে আলোচনা যথাস্থানে হইবেক। এস্থলে কথিত ব্রাহ্মণের একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা-জাত পুত্রের জাত্যভিধান মনু যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥

১০ অঃ। ৮।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে একান্তরা বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ নামক পুত্র, আর দ্ব্যন্তরা শূদ্রকন্যাতে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে পারশব বা নিষাদ বলে। ভাষ্যকার মেধাতিথি এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন "একান্তরা ব্রাহ্মণস্য বৈশ্যা তত্র জাতোঽম্বষ্ঠঃ। স্মৃত্যন্তরে ভৃজ্জকণ্টক ইত্যুক্তঃ। ** কন্যাগ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণার্থম্ ইতি ব্যাচক্ষতে—বৈশ্যস্ত্রিয়াম্ ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যম্।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যস্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রকে মনু অম্বষ্ঠ বলেন। স্মৃত্যন্তরে উহাকে ভৃজ্জকণ্টক বলিয়া থাকে। আর কন্যা বলিতে বিবাহিতা কন্যা না বুঝাইয়া স্ত্রীমাত্র অর্থাৎ বৈশ্যা-স্ত্রী বুঝাইবেক। এইরূপ সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য। পরন্তু কুল্লূক ভট্ট ব্যাখ্যা করেন—"কন্যাগ্রহণাদত্রোঢ়ায়াম্ ইত্যধ্যাহার্য্যম্। বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাৎ। ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামূঢ়ায়াম্ অম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে।" অর্থাৎ কুল্লূক যাজ্ঞবল্ক্য প্রমাণে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যা হইতে অম্বষ্ঠ উৎপন্ন হয় বলিয়াছেন। বাস্তবিক টীকাকার অপেক্ষা ভাষ্যকারের উক্তিতে অধিকতর আস্থা ও সম্মান প্রদর্শন করিলে, মনুক্ত জাতিনির্দ্দেশ-কালে বিবাহসংস্কারব্যতীত বৈশ্যনারীর গর্ভে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হইত, অবধারিত হয়। অপর, মনুকর্ত্তৃক দ্বিজাতির নিন্দিতবৃত্তি (যাহা পশ্চাৎ প্রদর্শয়িতব্য) অম্বষ্ঠের জন্য অবধারিত হওয়ায় ভাষ্যকারের উক্তিই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে উভয় স্মৃতির বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিতে হইলে এইরূপ স্থির করিতে হয় যে, প্রাচীনতম ঋষি মনুর ধর্ম্মশাসন-

অম্বষ্ঠ জাতি।

মনূক্ত অম্বষ্ঠ জাতি মেধাতিথির মতে বিবাহ-সম্ভূত নহে, কুল্লূক ভট্টের মতে বিবাহ-সম্ভূত।

প্রচার-কালে ব্রাহ্মণ বৈশ্যা নারীতে বিবাহ-সংস্কার-ব্যতীত যে সকল সন্তান উৎপাদন করিতেন, তাহারা অম্বষ্ঠ জাতিতে আখ্যাত হইত। পরবর্ত্তী কালে ও দেশভেদে (মৈথিলীদেশে) প্রচারিত যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মশাসনে ব্রাহ্মণের সেই অম্বষ্ঠপুত্র উৎপাদনার্থ বৈশ্যকন্যা বিবাহ করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর ইহাও অসম্ভব নহে যে, মনূক্ত অম্বষ্ঠজাতি আর যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতি উভয়েই, জাতিত্বে এক হইলেও, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কোন কোন স্মৃতিতে অনুলোমজ (এবং প্রতিলোমজ)-দিগের জাত্যভিধান বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হয়। এমন কি, কেহ অনুলোম অনন্তরাজাতকে সবর্ণ, কেহ বা মাতৃবর্ণ, আবার একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা-জাতদিগের মধ্যে কোন কোন জাতিকে (যেমন নিষাদ) প্রতিলোমোৎপন্ন বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন (বিষ্ণু গৌতম প্রভৃতি সংহিতা দেখ)। পরন্তু অধিকাংশ ধর্ম্মসংহিতায়, অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনুর অনুরূপ নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। কেবল বৌধায়নের মত সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার। মনুর প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন টীকাকার গোবিন্দরাজ অম্বষ্ঠের বৃত্তি-নির্ব্বাচক মনুর ১০ অ, ৪৭ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"অম্বষ্ঠশ্চাত্রাবদ্যায়াম্ শূদ্রজাতৌ বৌধায়নদর্শনাৎ বিজ্ঞেয়ঃ।" ইহাতে প্রতীত হয়, বৌধায়ন চিকিৎসাবৃত্ত্যবলম্বী অম্বষ্ঠকে শূদ্রজাতি-বিশেষ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহা মন্বর্থের বিপরীত কি না তাহা বিচার্য্য বিষয় বটে।

ব্রাহ্মণের একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা জাত (অম্বষ্ঠ)-দিগের সম্বন্ধে অন্যান্য স্মৃতির মত।

বৌধায়ন-মতে অম্বষ্ঠ শূদ্রজাতি।

(খ) ইহার পর অনুলোমজদিগের জাতি সম্বন্ধে মহাভারতীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে; যেহেতু স্মার্ত্তিক কালের অবসানে এবং পৌরাণিক কালের পূর্ব্বে হিন্দুজাতির সামাজিক অবস্থার পরিচয় দিতে পুরাণ অপেক্ষা মহাভারতই অধিকতর পারগ হইতে পারে। অনুশাসন পর্ব্বের অষ্টাচত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে প্রশ্ন করিতেছেন, যথা—

"অর্থাল্লোভাদ্বা কামাদ্বা বর্ণানাং চাপ্যনিশ্চয়াৎ।
অজ্ঞানাদ্বাপি বর্ণানাং জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ১
তেষামেতেন বিধিনা জাতানাং বর্ণসঙ্করে।
কো ধর্ম্মঃ কানি কর্ম্মাণি তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ২॥

প্রতাপ রায়ের অনুবাদ—

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—পিতামহ, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষগণ কাম, অর্থ-লাভেচ্ছা, বর্ণের অনভিজ্ঞতা বশতঃ পরস্পর সংসর্গে প্রবৃত্ত হওয়াতে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। এক্ষণে আপনি সেই বর্ণসঙ্করদিগের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সকল কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাভারতের মতে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির কারণ।

ভীষ্ম উবাচ—

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্থ কর্ম্মাণি চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ কেবলম্।
অসৃজৎ স হি যজ্ঞার্থে পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ ॥৩॥
ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্থ দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্বাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ ॥৪॥

অত্র নীলকণ্ঠকৃতা টীকা, যথা—

তত্র প্রথমং চত্বার এব বর্ণা যজ্ঞার্থং সৃষ্টাস্তত্র শূদ্রাণাং সেবাদ্বারা যজ্ঞার্থত্বং ন তু সাক্ষাৎ। তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবকৢপ্ত ইতি শ্রুতিঃ। ৩। আত্মা ব্রাহ্মণ এব ক্ষত্রিয়ায়ামপি জায়ত ইত্যর্থঃ। স চ কিঞ্চিৎ নীচঃ। যদাহ মনুঃ "স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষ-বিগর্হিতান্॥" ইতি॥ মাতৃজাত্যৌ বৈশ্যায়াং বৈশ্যোঽম্বষ্ঠো নাম শূদ্রায়াং শূদ্রো-নিষাদো নাম পারশবাখ্যো ভবতি মনুঃ—"ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম জায়তে। নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥" ইতি॥ ৪।

এই স্থলে প্রতাপ রায়ের অনুবাদ সর্ব্বত্র যথাযথ বোধ না হওয়ায় নীল-কণ্ঠের টীকা-সাহায্যে উপরি উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় মাত্র সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগেরই কার্য্য সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্র শূদ্রকে যজ্ঞে অধি-কার দেন নাই, তাহার পক্ষে দ্বিজাতির সেবাই যজ্ঞ জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যার মধ্যে দুই ভার্য্যাতে (ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়াতে) আত্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুত্ররূপে জন্মে। কিন্তু এই ক্ষত্রিয়াজাত পুত্র ব্রাহ্মণীপুত্র

অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নীচ। আর আনুপূর্ব্বক্রমে দুই হীনবর্ণা (বৈশ্যা ও শূদ্রা) হইতে জাত সন্তান পিতৃসদৃশ না হইয়া আপনা-পন মাতৃজাতিতে জন্মে অর্থাৎ বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্রকে বৈশ্য-অম্বষ্ঠ আর শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে শূদ্র-নিষাদ বা পারশব বলে।

মহাভারতের মতে অম্বষ্ঠ জাতি বৈশ্য-অম্বষ্ঠ।

দেখা যায়, উল্লিখিত মহাভারতীয় প্রমাণে অনুলোম অনন্তরাজাত-দিগের জাতি-নির্দ্দেশ নাই। টীকাকার মনুর অনুসরণে অনন্তরা-জাতদিগের পৃথক্ জাতির কোন উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু ব্রাহ্মণের একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা-জাত পুত্রদ্বয়ের জাতিরই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূলে কিন্তু এই একান্তরা-জাত পুত্রেরও নাম ও তদীয় বৃত্তি বা কর্ম্ম স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই।

অনুলোমজদিগের জাতি-নির্দ্দেশ পুরাণে যেরূপ আছে, অতঃপর নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনায় তাহার উল্লেখে বিরত হইলাম। কেবল অম্বষ্ঠের উৎপত্তি ও তদীয় জাত্যাদি সম্বন্ধে পুরাণে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্কন্দ পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"গালব ঋষি তীর্থ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। একবার পথিমধ্যে তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসা পায়। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন জনৈক যুবতী কন্যা কলসী পূরিয়া জল আনি-তেছে। গালব কাতর হইয়া তাহার কাছে জল পান করিতে চাহিলেন, কন্যা জল দিলেন। মহর্ষি তৃপ্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বাছা! তুমি পুত্রবতী হও।

স্কন্দপুরাণে অম্বষ্ঠোৎপত্তি।

বালিকার নাম বীরভদ্রা। তিনি বৈশ্যকন্যা। যৌবন কাল হইয়াছে, তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই, তাই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,— 'দেব! আজও আমি কুমারী; আপনি পুত্রবতী হইতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ইহার উপায় কি?'

বীরভদ্রার পিতা এই কথা শুনিয়া মহর্ষির সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে চাহিলেন। কিন্তু গালবের সে ইচ্ছা নয়। তিনি উত্তর করিলেন,— 'পিপাসায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, কন্যা সে সময়ে জল দিয়া আমার জীবন রক্ষা করেন, অতএব তিনি জননীস্বরূপা, আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারি না।'

গালবের বাক্য মিথ্যা হইবার নয়, কাজেই অন্যান্য ঋষিরা মন্ত্রণা করিয়া একটি

কুশের পুতুল নির্ম্মাণ করিলেন। পরে বেদমন্ত্র দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইল। সেই কুশনির্ম্মিত কুমারকে বীরভদ্রার কোলে দিলেন। ইনি অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি। তাঁর পিতা নাই, পিতৃকুলও নাই। মাতাই তাঁহার সব। জন্মাবধি অম্বা অর্থাৎ মাতৃকুলে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া লোকে "অম্বষ্ঠ" কহে। এবং বেদমন্ত্র দ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল বলিয়া তিনি "বৈদ্য" নামেও প্রসিদ্ধ হন।' *

এই আখ্যায়িকা-প্রোক্ত ধন্বন্তরি আর বিষ্ণুর অংশাবতার-বিশেষ, দেববৈদ্য এবং মর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদ-প্রচারক ধন্বন্তরি কদাচ এক ব্যক্তি নহেন। তবে এই ধন্বন্তরি আদি অম্বষ্ঠ হইলে হইতে পারেন। যাহাহউক ইনি যদি বংশ-বিস্তার দ্বারা কোন অম্বষ্ঠ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, এমত হয়, তবে সেই অম্বষ্ঠ সম্প্রদায় মনুর ধর্ম্মশাসনপ্রচারের পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দু সমাজে বিদ্যমান ছিল এবং মনূক্ত অম্বষ্ঠ জাতি উক্ত ধন্বন্তরি-প্রবর্ত্তিত অম্বষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাওয়াই সম্ভাবিত হয়। স্কন্দপুরাণোক্ত ধন্বন্তরির পিতা কোন্ বর্ণের ছিলেন, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি ব্রাহ্মণ বর্ণের বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও উদ্ধৃত প্রমাণের বীরভদ্রা যে বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃত হন নাই, তাহা নিশ্চয়। এমত অবস্থায় উঁহার গর্ভজাত বা ক্রোড়ে শায়িত অম্বষ্ঠনামা পুত্রের ও মেধাতিথিভাবিত মনু-নির্দ্দিষ্ট অম্বষ্ঠের মধ্যে পরস্পর জাতিগত কোন পার্থক্যই থাকিতেছে না।

অপর, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে † বর্ণসঙ্কর গোপনাপিতাদিজাতি নির্দ্দেশকালে উক্ত হইয়াছে,—

"শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ।"

অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্রা-সংযোগে করণ এবং ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা-সংযোগে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি। ইহারা বিবাহোৎপন্ন কি না তাহা টীকার অভাবে নিশ্চয় করা যায় না।

পরিশেষে, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ একখানি

---

* বিশ্বকোষ হইতে উপরিবর্ণিত অংশ উদ্ধৃত হইল। উহাতে সংস্কৃত মূল প্রদত্ত হয় নাই। সম্পূর্ণ সংস্কৃত স্কন্দপুরাণ এতদ্দেশে অতীব বিরল, সে জন্য প্রস্তাব-লেখক এ স্থলে প্রয়োজনীয় মূল উদ্ধৃত করিতে অপারগ হইলেন। যদি অনুসন্ধানে শীঘ্র পাওয়া যায়, তবে তাহা পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইবে।

† ব্রহ্মখণ্ড, ১০ অধ্যায়।

উপপুরাণ হওয়া সম্ভব, কেননা ইহার নাম মৎস্য-কূর্ম্মাদি-পুরাণোক্ত পুরাণ ও উপপুরাণের তালিকার অন্তর্নিবিষ্ট নহে। ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অল্প দিন হইল ইহা সানুবাদ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও বিজ্ঞাপনে ইহা পুরাণ কি উপপুরাণ, তাহা বলেন নাই। অষ্টাদশ সংখ্যক উপপুরাণ প্রচারের পরে সুতরাং নিতান্ত অপ্রাচীন কালে বিরচিত বলিয়া গণ্য হইলেও ইহা পুরাণ-লক্ষণ-সমন্বিত বটে। ইহাতে প্রাচীন সমাজে বেণ রাজার রাজ্যশাসন-কালে সঙ্করোৎপত্তি যে রূপে ঘটিয়াছিল, পরে যেরূপে সঙ্করগণের জাতি, ধর্ম্ম ও বৃত্ত্যাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। এস্থলে সঙ্করের উৎপত্তি, তদনন্তর অম্বষ্ঠের জাত্যাদি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ইহাতে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহাই উদ্ধৃত ও প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্যাস উবাচ— * * * *

বলাৎকারেণ ব্রাহ্মণ্যাং সংগমষ্য তু ক্ষত্রিয়ম্।
পুত্রমুৎপাদয়ামাস বেণো নাস্তিকসত্তমঃ॥ ২৯
দ্বিজং ক্ষত্রিয়পত্ন্যাঞ্চ বৈশ্যপত্ন্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ম্।
দ্বিজং বৈশ্যস্ত্রিয়াঞ্চাপি ব্রাহ্মণ্যাং বৈশ্যমপ্যুত॥ ৩০
এবমন্যং তথান্যস্যাং সংগময্য স ভূপতিঃ।
পুত্রান্ বৈ জনয়ামাস বর্ণসঙ্করকারকঃ॥ ৩১
সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সঙ্কীর্ণং সংগময্য ততো নৃপঃ।
চকার সঙ্করানন্যান্ দৌরাত্ম্যেন স ভূপতিঃ॥ ৩২
শূদ্রায়াং বৈ বৈশ্যজাতঃ করণো বর্ণসঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো গন্ধিকো বণিক্॥ ৩৩
কংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ।
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রাদ্বভূবতুঃ॥ ৩৪

উত্তর খণ্ড, ১৩শ অঃ।

"নাস্তিকশ্রেষ্ঠ বেণ বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ক্ষত্রিয়কে সঙ্গত করিয়া

পুত্রোৎপাদন করিল এবং ক্ষত্রিয়পত্নীর সহিত ব্রাহ্মণকে, ব্রাহ্মণপত্নীর সহিত বৈশ্যকে সঙ্গত করিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিল। এইরূপ অন্যজাতীয় পুরুষের সহিত অন্য জাতির স্ত্রীকে সঙ্গত করিয়া বর্ণসঙ্করকারক রাজা বিবিধ বর্ণসঙ্কর প্রজার উৎপত্তি করিল। সঙ্কীর্ণ জাতির সহিত অন্য সঙ্কীর্ণ জাতিকে সঙ্গত করিয়া, রাজা দৌরাত্ম্য পূর্ব্বক, অন্য সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিল। শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হইল, তাহার নাম করণ; বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠের জন্ম। গন্ধবণিক্, কাংস্যবণিক্ ও শঙ্খবণিক্ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্মে।" ইত্যাদি।

সঙ্করের উৎপত্তি।

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।—

ষট্‌ত্রিংশজ্জাতয়ঃ শূদ্রা যূয়ং ভূতাস্তু সঙ্করাঃ।
কঃ কিং করিষ্যতে কর্ম্ম স তদ্‌ব্রূতাং স্বশক্তিতঃ।
কর্ম্মানুরূপনামানো যূয়ং সর্ব্বে ভবিষ্যথ ॥ ২৬

১৪শ অধ্যায়।

সঙ্করগণকে সম্বোধন করিয়া ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, "তোমরা ষটত্রিংশৎ প্রকার শূদ্র জাতি হইয়াছ,* এক্ষণে তোমরা নিজ শক্তি অনুসারে কে কোন্ কার্য্য করিবে তাহা বল? তাহাতে তোমরা সকলে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ নামে খ্যাত হইবে।"

পৃথু রাজার সময়ে সঙ্করের জাত্যাদি নির্দ্দেশ।

ব্রাহ্মণা ঊচু।—

অয়মন্যঃ সঙ্করো হি বেণস্য বশগঃ পুরা।
বৈশ্যাং সমুপসংগম্য চক্রেঽন্যমপি সঙ্করম্ ॥ ৩৮
তস্মাদম্বষ্ঠনামা তু সঙ্করোঽয়ং ধরাপতে।
অস্মাভিরস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ।
যেনাসৌ সংস্কৃতো ভূত্বা পুনর্জ্জাত ইবাস্তু চ ॥ ৩৯

ব্যাস উবাচ।—

ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজগণাঃ স্মৃত্বা নাসত্যদস্রকৌ।
তয়োরনুগ্রহাদ্বিপ্র দয়াবন্তো দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪০

* স্মৃত্যুক্ত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মাহিষ্য এই দুটী সঙ্কীর্ণ জাতি ইহার অন্তর্ভূত হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদং দদৌ তস্মৈ বৈদ্যনাম্নে চ পুষ্কলম্।
তেনাসৌ পাপশূন্যোঽভূদম্বষ্ঠঃ খ্যাতিসংযুতঃ॥ ৪১

* * * *

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।—

অস্মাভির্যানি শাস্ত্রাণি কৃতানি সঙ্করোত্তম।
তানি তুভ্যঞ্চ দত্তানি ন প্রমাদ্যেঃ কদাচন॥ ৪৩
চিকিৎসাকুশলো ভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে।
শূদ্রধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যসি॥ ৪৪

ব্যাস উবাচ।—

আয়ুর্বেদস্তু যো দত্তস্তুভ্যমম্বষ্ঠ ভূসুরৈঃ।
তেন প্রসক্তো নৈবান্যৎ পুরাণাদি বদিষ্যসি॥ ৪৫
আয়ুর্বেদাৎ পরং নান্যৎ যুষ্মাকং বাক্যমর্হতি।
বৈশ্যবৃত্ত্যা ভেষজানি কৃত্বা দাস্যসি সর্ব্বতঃ॥ ৪৬

* * * *

ত্বজ্জাতের্বৃত্তিরেষৈব বংশে বংশে ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্তৈস্তৈস্তদাম্বষ্ঠস্তথেতি কৃতবানভূৎ॥ ৪৮

উত্তর খণ্ড, ১৪শ অঃ।

প্রথমেই করণের জাত্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া তদনন্তর "ব্রাহ্মণেরা রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—এই ব্যক্তি অপর এক সঙ্কর পূর্ব্বে বেণ-রাজের বশ্য ছিল, বৈশ্যাতে উপগত হইয়া অন্য এক সঙ্করের উৎপাদন করিয়াছে। হে মহারাজ! এই জন্য ইহার অম্বষ্ঠ নাম হইয়াছে। আমরা এই ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন অম্বষ্ঠের সংস্কার করিব, যাহাতে সংস্কৃত হইয়া পুনরুৎ-পন্নের ন্যায় হউক। ব্যাস কহিলেন,—হে দ্বিজবর! কৃপালু ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিয়া স্বর্ব্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিলেন ও তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই বৈদ্যকে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন, তাহাতে অম্বষ্ঠ নিষ্পাপ হইয়া সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিল * * * *। তখন ব্রাহ্মণেরা তাহাকে কহিলেন,—হে সঙ্করশ্রেষ্ঠ! আমরা যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি, তাহা তোমাকে

প্রদান করিতেছি, তুমি কদাচ প্রমত্ত হইও না এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে নিপুণ হইয়া সংসারে কুশলে অবস্থান কর ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বৈদিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিবে। ব্যাস কহিলেন,—হে অম্বষ্ঠ! ব্রাহ্মণেরা তোমাকে যে আয়ুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন, তুমি তাহাতেই আসক্ত থাকিবে; অন্য পুরাণাদি পাঠ করিও না, কারণ আয়ুর্ব্বেদাতিরিক্ত বাক্য তোমাদের উপযুক্ত নহে, বৈশ্যাচারে ঔষধাদি নিষ্পাদন করিয়া সকলকে প্রদান করিও, ত্বদীয় (?) জাতির বংশানুক্রমে এই বৃত্তিই নির্দ্ধারিত রহিল। * * * * ব্যাসাদি দ্বিজগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া অম্বষ্ঠ তাহাই করিতে লাগিল।" ইত্যাদি।

দেখা গেল, স্কন্দপুরাণোক্ত অম্বষ্ঠোৎপত্তি-রহস্য অপেক্ষা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্ত রহস্য অধিকতর সঙ্গত; কেননা ইহাতে অম্বষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে অনৈসর্গিক ঘটনার অবতারণা নাই এবং অম্বষ্ঠজাতি সম্বন্ধে মেধাতিথি-ভাষিত মনু-বাক্যের ও অন্য পুরাণাদির সহিত ইহার তাদৃশ কোন মতভেদ নাই। অতঃপর দেখা যাউক, অম্বষ্ঠপরিচিত বঙ্গীয় (বা অন্যদেশীয়) বৈদ্যজাতি বাস্তবিক অম্বষ্ঠ-জাতি কি না?

যতদূর শাস্ত্রালোচনা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মন্বাদি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ত্তমান বৈদ্যজাতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন বৈদ্যজাতি যে অম্বষ্ঠ জাতির নামান্তর, এরূপ নিদর্শনও কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। আর এ যাবৎ বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে পুস্তকাদি যাহা প্রচারিত হইয়াছে এবং যতদূর দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতেও অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যজাতি যে একই জাতি এরূপ সন্তোষজনক ও বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণই প্রদর্শিত দৃষ্ট হয় নাই। বরং নিম্নোদ্ধৃত ও পূর্ব্বপ্রদর্শিত ভারতীয় ও পৌরাণিক প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, অম্বষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বৈদ্য নামে একটী চিকিৎসোপজীবী স্বতন্ত্র জাতি আধুনিক কালে হিন্দুসমাজে অভ্যুদিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ। বৈদ্যের জাত্যভিধান।—

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে অপসদ ও অপধ্বংসজ পুত্রদিগের সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে ভীষ্ম যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—

ভীষ্ম উবাচ।—

ত্রিষু বর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির।
বর্ণয়োশ্চ দ্বয়োঃ স্যাতাং যৌ রাজন্যস্য ভারত॥ ৭
একো বিড়্বর্ণ এবাথ তথাঽত্রৈবোপলক্ষিতঃ।
ষড়পধ্বংসজাস্তে হি তথৈবাপসদাঃ শৃণু॥ ৮
চণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥ ৯
মাগধো বাসকশ্চৈব দ্বৌ বৈশ্যস্যোপলক্ষিতৌ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ ক্ষত্রিয়স্যৈক এব তু॥ ১০
ব্রাহ্মণ্যাং লক্ষ্যতে সূত ইত্যেতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ।
পুত্রা হ্যেতে ন শক্যন্তে মিথ্যাকর্ত্তুং নরাধিপ॥ ১১

অর্থাৎ ভীষ্ম কহিলেন,—যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের স্ত্রীতে তিন পুত্র, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাদি দুই বর্ণের স্ত্রীতে দুই পুত্র এবং বৈশ্যের শূদ্রা স্ত্রীতে এক পুত্র—এই ছয় অপধ্বংসজ পুত্র জন্মে। ঐরূপ ছয় অপসদ পুত্রের কথা শ্রবণ কর। শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে ব্রাত্য এবং বৈশ্যাতে বৈদ্যঃএই তিন, বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে মাগধ ও ক্ষত্রিয়াতে বাসক এই দুই, এবং ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে সূত নামক এই এক—সর্ব্বশুদ্ধ ছয় অপসদ পুত্র জন্মে। হে নরাধিপ! ইহারা সকলেই পুত্র, তাহা কেহ মিথ্যা করিতে পারে না।

দেখা যায়, এস্থলে ভীষ্মদেব, অপধ্বংসজ ও অপসদ শব্দ ব্যবহারে স্বত্যুক্ত পরিভাবার বিপর্য্যয় করিয়াছেন; ফলতঃ তাহাতে প্রকৃত বিষয় বুঝিবার কোনও ব্যত্যয় ঘটে নাই। শূদ্র হইতে বৈশ্যা নারীতে যে বৈদ্যের উৎপত্তি, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এমত কি, নীলকণ্ঠ এস্থানের কোন টীকা করার আবশ্যকতাই মনে করেন নাই। অতএব মহাভারতের মতে বৈদ্যজাতি শূদ্রের ঔরসে প্রতিলোম-ক্রমে বৈশ্যাগর্ভে উদ্ভূত।

মহাভারতের মতে বৈদ্যজাতি শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যানারীর গর্ভে উদ্ভূত।

দ্বিতীয়তঃ। বৈদ্য জাতির উৎপত্তি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা—

বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্ব্বহবো জনাঃ ॥
তে চ গ্রামগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি ॥

শৌনক উবাচ।—

কথং ব্রাহ্মণপত্ন্যান্তু সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনীসুতঃ।
অহো কেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকার সঃ ॥

সৌতিরুবাচ।—

গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং রবিনন্দনঃ।
দদর্শ কামুকীং কান্তঃ পুষ্পোদ্যানে মনোহরে ॥
তয়া নিবারিতো যত্নাৎ বলেন বলবান্ সুরঃ।
অতীব সুন্দরীং দৃষ্ট্বা গর্ভাধানং চকার সঃ।
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোরমে।
সদ্যো বভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ ॥
সপুত্রা স্বামিনো গেহং জগাম ব্রীড়িতা তদা।
স্বামিনং কথয়ামাস যস্মাদ্দেবাদিসঙ্কটম্।
বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীম্।
সরিদ্ বভূব যোগেন সা চ গোদাবরী স্মৃতা ॥
পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ।
নানা শিল্পঞ্চ শস্ত্রঞ্চ স্বয়ঞ্চ রবিনন্দনঃ ॥

ব্রহ্ম খণ্ড, ১০ অধ্যায়। *

* পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতিকৃত বাচস্পত্যাভিধান এবং রাজা রাধাকান্ত দেবকৃত শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত।

অর্থাৎ বৈদ্য অশ্বিনী-কুমার (স্বর্বৈদ্য) দ্বারা বিপ্রযোষাতে উৎপন্ন। সেই বৈদ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে গ্রামগুণজ্ঞ ও মন্ত্রৌষধিপরায়ণ বহুসন্তান হইয়াছিল। ইহাদের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে ব্যালগ্রাহী (সাপুড়ে) জাতি জন্মে। কিরূপ বিপাকে ব্রাহ্মণ-পত্নীতে অশ্বিনী-কুমারের দ্বারা পুত্র উৎপাদিত হইয়াছিল, শৌনক ঋষি এই প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে সৌতি বলিয়াছেন,—একদা কোন ব্রাহ্মণপত্নী তীর্থযাত্রায় যাইতেছিলেন, কোন মনোহর পুষ্পোদ্যানে অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে অতীব সুন্দরী ও কামুকী দেখিয়া তৎকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও তাহাতে গর্ভাধান করেন। তৎক্ষণাৎ তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ এক পুত্র জন্মে। তদনন্তর ঐ পুত্র লইয়া সেই ব্রাহ্মণী লজ্জান্বিতা অবস্থায় যখন স্বামি-সমীপে উপস্থিত হইয়া দৈবদুর্ব্বিপাকের কথা বলিলেন, তখন তাঁহার স্বামী পুত্রসহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর ঐ নারী যোগ দ্বারা গোদাবরী নদী হইয়া গেলেন, পুত্রটীকে অশ্বিনীকুমার স্বয়ং যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা-বিদ্যা এবং নানা শিল্প ও শস্ত্র-শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বৈদ্যোৎপত্তি।

উপরি উদ্ধৃত মহাভারতীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৈদ্যজাতি শূদ্রের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন, সুতরাং বৈদ্যকে অপকৃষ্ট শূদ্রজাতি-বিশেষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক। আর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে আদি-বৈদ্য ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইলেও তিনি জারজ এবং তৎকর্ত্তৃক শূদ্রা হইতে সমুদ্ভূত যে "মন্ত্রৌষধিপরায়ণ" বৈদ্যসম্প্রদায়, তাহাকেও অবশ্য হীন শূদ্রজাতি-বিশেষ বুঝিতে হইবেক। এই উভয় সম্প্রদায়েরই বৈদ্যগণ পূর্ব্বোল্লিখিত স্মৃতি, পুরাণ ও মহাভারত-নির্ব্বাচিত অম্বষ্ঠজাতি হইতে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না।

বৈদ্যজাতি শাস্ত্রপ্রমাণে অম্বষ্ঠ জাতি নহে, শূদ্র বিশেষ জাতি।

এক্ষণে বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি আপনাদিগকে যে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং সমাজের কেহ কেহ যে তাহা বিশ্বাসও করিয়া আসিতেছেন, তৎপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণের কোনও ভিত্তি দেখা যায় না। অতঃপর উপযুক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাবে, পক্ষান্তরে পঞ্চম-বেদ-মহাভারত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহা-পুরাণের অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমানে কোন্ বিবেচক ব্যক্তি বৈদ্যজাতিকে আর অম্বষ্ঠ-জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন?

যদি বল, শাস্ত্রীয় প্রমাণে বৈদ্যগণ যদি অম্বষ্ঠ না হইল, পরন্তু উহারা যে পুরুষানুক্রমে আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, এবং সামাজিকদিগের মধ্যে অনেকের যে বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহার কি অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না ? প্রস্তাব-লেখকের মতে পূর্ব্ব হইতে অম্বষ্ঠ জাতির সহিত বৈদ্যজাতির সংমিশ্রণই উহার একমাত্র কারণ হইতে পারে। আরও যদি বল, শাস্ত্রপ্রমাণে বৈদ্যজাতি যদি এত হীন শূদ্র-জাতিই বটে, তবে বর্ত্তমান সমাজে অনেক বৈদ্যকে আকার-প্রকারে ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে এবং সামাজিক অবস্থায় যে এত উন্নত দেখা যায়, (ঈদৃশ মত বিদেশীয় লোকেরাই অধিক পোষণ করেন) তাহা কিপ্রকারে সম্ভব হইয়াছে ? এরূপ প্রশ্নের অনেকবিধ উত্তর হইতে পারে, তন্মধ্যে বৈদ্যজাতির সহিত অন্যান্য উচ্চ-জাতীয় লোকের পূর্ব্বাবধি সংমিশ্রণ হওয়া অন্যতম হইতে পারে।

বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে, প্রতীত হয় যে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি (যাহারা রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বঙ্গজ এবং পঞ্চকোটী, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত আছেন) অম্বষ্ঠাদি বহুজাতি সমবায়ে সংগঠিত হইয়াছে। প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১৩, ১৫ পৃষ্ঠা দেখ), ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে দ্বিজাতির অনুলোমে, বিশেষতঃ একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা, স্ত্রীগ্রহণ ও তাহাতে সন্তানোৎপাদন প্রশ্রয়িত হয় নাই। সেজন্য মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি ছয় প্রকার অপসদ পুত্রের সংখ্যা অল্পই হইত, ব্রাহ্মণের অম্বষ্ঠ ও পারশব পুত্রের সংখ্যা আরও কম হওয়া সম্ভব ছিল। পরে সমাজে অসবর্ণ-বিবাহপ্রথা রহিত হইলে উল্লিখিত সঙ্কী ষড়্জাতিরই পুষ্টিবর্দ্ধন হইতে পায় নাই ; এজন্য দেখা যায়, বহুকাল হইতে আর্য্যসমাজে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির অস্তিত্ব এককালেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার কতক-সংখ্যক ক্ষত্রিয়বর্ণের সহিত ও কিয়দংশ বা ব্রাহ্মণবর্ণে মিশ্রিত হইয়া থাকিবে ; অবশিষ্ট কিয়দংশ জাত্যন্তরে পরিণত বা নির্ব্বংশ হইয়া গিয়া থাকিবে। মাহিষ্যজাতিও ঐরূপে বিরল হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম-দেশে যোগীগণকে মাহিষ্য বলে ; ইহা যদি ঠিক হয়, তবে তথায় কিয়ৎপরিমাণে মাহিষ্যজাতি এখনও বিদ্যমান আছে স্বীকার করিতে হইবে। বঙ্গে মাহিষ্য বলিয়া কোন জাতি দেখা যায় না। অপর, অম্বষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণের একান্তরাজাত

বলিয়া যেমন বহুসংখ্যক উদ্ভূত হইতে পায় নাই, তেমনি ইহাদের আভি-জাত্যের তাদৃশ গৌরব না থাকায় ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের সহিত মিলিত হই-বার তত সম্ভাবনা ছিল না। পরন্তু কথিত অল্পসংখ্যক অম্বষ্ঠের পক্ষে বহুকাল স্বজাতিতে আবদ্ধ থাকিয়া বংশবিস্তার করিয়া আসিতে পারা সুকঠিন হইয়া থাকিবে। কেননা, স্মৃত্যুক্ত বিশেষতঃ যাজ্ঞবল্ক্য-নির্দ্দেশিত অম্বষ্ঠগণ স্ব স্ব সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত থাকিতে ২ এবং প্রাচীন সামাজিক প্রথা-নুসারে অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে অম্বষ্ঠা কন্যার বর্ণান্তরে বা জাত্যন্তরে পরিণত হওয়ায় অম্বষ্ঠকুলের বিবাহার্থ স্বজাতীয়া কন্যার অসদ্ভাব অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। এমত অবস্থায় সেই অল্পসংখ্যক অম্বষ্ঠবংশ বংশ-বর্দ্ধনের জন্য বাধ্য হইয়া পুরাণোক্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্প নিকৃষ্ট অম্বষ্ঠ-সম্প্রদায়ের সহিত যে মিলিত হইয়া ছিলেন, তাহা কিছুতেই অসম্ভাবিত নহে। তদনন্তর, উহারাও আবার পূর্ব্বোক্ত রূপে স্বসম্প্রদায়ে বহুকাল সম্বদ্ধ থাকিতে না পারিয়া আপনদের অপেক্ষা স্বল্প উচ্চনীচ জাতির সহিত যে মিলিত হইয়া থাকিবেন, ইহাও বিচিত্র নহে। তন্মধ্যে বৈদ্যজাতির সহিত উহা-দিগের সম্মিলন সমবৃত্তি প্রভৃতি কতকগুলি অনুকূল কারণে অধিকমাত্রায় সংঘটিত হওয়া বিবেচিত হয়। এই সকল কারণ-পরম্পরায় হিন্দুসমাজে অম্বষ্ঠজাতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, উপলব্ধি হয়। দেখাও যাইতেছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অম্বষ্ঠ জাতির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। * বঙ্গদেশেও উহার অস্তিত্ব লক্ষিত হইতেছে না। এমন কি, এখানে এমত একটীও অম্বষ্ঠ-পরিবার নাই, যাহাকে প্রাচীন অম্বষ্ঠ-বংশ বলা যাইতে পারে। অনেকেই অবগত আছেন, বর্ত্তমান বৈদ্যজাতির মধ্যে কতকগুলি পরিবার ধন্বন্তরি-গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত। †

---

* উত্তর পশ্চিম ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বৈদ্যক-ব্যবসায়ীকে জাতি-নির্ব্বিশেষে "বৈদ্" (বৈদ্য) বলে, ইহা জাতিবাচক সংজ্ঞা নহে। বৈদ্যদিগের মধ্যে শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ-কায়স্থ সম্প্রদায় বৈদ্যক-ব্যবসায়ী আছেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতির সহিত অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য বা তদুভয়ের মিশ্রণ কোন জাতিও কদাচিৎ থাকিতে পারে।

† গোত্রকারক কোন ঋষি বা পুরোহিতের নাম যে ধন্বন্তরি ছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, বৈদ্যগণ যদৃচ্ছাক্রমে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য সম্প্রদায়-বিশেষের প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরিকে তাঁহাদের একজন গোত্রকারক বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের মধ্যে একটী রত্নের নামও ধন্বন্তরি ছিল।

তন্মধ্যে কোন কোন বংশ কৌলীন্য-মর্য্যাদায়ও ভূষিত। এই ধন্বন্তরি-গোত্রজ-দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ হয় স্কন্দ পুরাণোক্ত ধন্বন্তরি-প্রবর্ত্তিত অম্বষ্ঠ, নতুবা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত অমৃতাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বৈদ্য সম্প্রদায় বা শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে কালবশে যে ধন্বন্তরি-গোত্রীয়েরা (বোধ হয়, স্কন্দপুরাণীয়) বৈদ্যজাতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই কৌলীন্যমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, অনুমিত হয়। যাহা হউক, এইরূপে অম্বষ্ঠগণ পূর্ব্বে বৈদ্য-সম্প্রদায়ের সহিত আদান প্রদানে মিলিত হইয়া আসায় ইদানীং বৈদ্য-সাধারণ্যে আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ-জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন ; উহা ভিন্ন বৈদ্যের অম্বষ্ঠ জাতি বলার আর কোনও কারণ পাওয়া যায় না।

ঐরূপ, অন্যান্য জাতীয় লোক (যেমন মাহিষ্য, করণ, পারশব, ব্রাত্য ও শূদ্র প্রভৃতি) প্রথমে অম্বষ্ঠ সম্প্রদায় বিশেষে, পরে বৈদ্যজাতিতে, অথবা প্রথম হইতেই বৈদ্যজাতিতে যে মিশ্রিত হইয়াছিলেন, তৎপোষকে দুই একটী প্রসঙ্গের উল্লেখ এস্থলে করিতেছি।

পূর্ব্বে শাস্ত্রচর্চ্চার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মাহিষ্য জাতির সহিত অম্বষ্ঠের এবং মহাভারতোক্ত বৈদ্যের অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পূর্ব্বাপর বিদ্যমান ছিল। ইহারা পরস্পর মাতৃষ্বস্রেয় অর্থাৎ মাস্‌তুতো ভাই। কেননা ইহাদিগের মাতামহ-বংশ একই (বৈশ্য)। তন্মধ্যে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যের একত্রে মাতৃকুলে বসবাস করা যথেষ্ট সম্ভব ছিল ; মাহিষ্য ও অম্বষ্ঠ উভয়েরই একবিধ সংস্কারাদি ধর্ম্ম (মাতৃকুলের) অনুপালনীয় ছিল। আবার ইচ্ছা করিলে মাহিষ্যের অম্বষ্ঠবৃত্তি (ঐরূপ অম্বষ্ঠের মাহিষ্যবৃত্তি) অবলম্বন করাও দুরূহ ছিল না। আর, অম্বষ্ঠের সহিত বৈদ্যের সংস্কারাদিতে কোন মিল না থাকিলেও বৃত্তিতে সম্পূর্ণ মিল ছিল। এমত অবস্থায় উক্ত জাতিত্রয়ের পরস্পর ভক্ষ্য ভোজ্যে ত কথাই নাই, আদান প্রদানে সম্মিলন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, বোধ হয়।

পাঠক ! একথা যে কেবল আমার কল্পনা-প্রসূত, তাহা মনে করিবেন না। এ বিষয়ে অন্য বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল লোকেরও সপ্রমাণ-সিদ্ধান্ত বিদ্যমান আছে। কিছুকাল গত হইল, ৺ মহিমাচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত ও রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে আদিশূর ও বল্লালসেনের জাতিনির্ণয়-প্রসঙ্গে বৈদ্যজাতির কথা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতেছে।—

"সেনবংশীয় রাজগণ বৈদ্যও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন, অম্বষ্ঠও নহেন, তবে তাঁহারা কোন্ জাতি এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, তাঁহাদের জন্ম সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়-সংস্রব থাকাতে তাঁহাদিগকে অম্বষ্ঠ কি বৈদ্য বলা কঠিন হয়। অথচ পৌরাণিক প্রমাণ এবং দানসাগরের ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের বিশেষণ দৃষ্টে ক্ষত্রিয়ও বলা যায় না। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত; ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান অম্বষ্ঠ; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান মাহিষ্য; এই তিন বর্ণ সঙ্কর, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ সমুদয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্য এই ছয় জাতি দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী। অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য ইহারা উভয়েই মাতৃ-ধর্ম্ম-পালক। উভয়ের আচারগত কোন প্রভেদ নাই। যখন মাহিষ্যজাতি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, তখন ইহারা অশ্বপতি গজপতি-নরপতি ছত্রপতি এই ৪ শাখাতে বিভক্ত হন এবং পিতৃপক্ষ স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে চন্দ্রবংশজাত বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাতেই সেনবংশের সভাপণ্ডিতেরা তাম্রশাসনাদিতে সেনবংশকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ স্পষ্টাক্ষরে ক্ষত্রিয় বলিতে সাহসী হন নাই। মাহিষ্য জাতীয় গজপতি বংশোদ্ভব গাঙ্গবংশীয় চুরঙ্গ দেব কর্ণাট হইতে আসিয়া, ১০৫৪ শকাব্দে উড়িষ্যা অধিকার করেন; তাঁহার বংশীয় অনঙ্গভীম রাজা যিনি জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তিনি আপনাকে "ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতু" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। * * * *

লঘুভারত-কর্ত্তা বিদ্যাভূষণ মাহিষ্য জাতিকেও বৈদ্য কহেন। এবং সেন-বংশের আদি ব্যক্তি বীরসেনকে মাহিষ্য বলিয়াছেন। (১) বল্লাল সেনের পিতা বিজয়সেন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গৌড় অধিকার করেন। (২)

---

(১) আসীদশ্বপতের্বংশে চন্দ্রকেতুর্মহীপতিঃ।
প্রাচীন-বৈদ্যবংশানাং বিখ্যাতঃ পূর্ব্বপুরুষঃ॥
তদ্বংশ্যাশ্চন্দ্রবংশীয়া বৈদ্যমাহিষ্যজাতয়ঃ।
তদ্বংশ্যো বীরসেনশ্চ দাক্ষিণাত্যে মহীপতিঃ॥
লঘুভারত, ২য় খণ্ড

(২) প্রস্তর-ফলক-লিপি, ২০ শ্লোক।

ক্রমে সেনবংশীয় মাহিষ্য-নৃপতিগণ অম্বষ্ঠের সহিত মিলিত হন। অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যেরা মাতৃধর্ম্মাবলম্বী হেতু মাহিষ্য নৃপতিগণের অম্বষ্ঠ-দলে প্রবেশ করা কঠিন কর্ম্ম ছিল না। কিন্তু অম্বষ্ঠ হইতে মাহিষ্য অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বর্ণ-সঙ্কর হেতু, বল্লালসেন নিকৃষ্ট বৈদ্য বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন। অদ্যাপি কোন কোন বংশীয় লোক আপনাদিগকে বল্লালসেনের বংশজাত বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু তাঁহারা নিকৃষ্ট বৈদ্য বলিয়া গণ্য। বৈদ্যকুলে সেন-বংশীয় বল্লালসেনের বংশধর বিদ্যমান থাকাতে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য পরস্পর মিলিত হইয়াছে, এ কথা দৃঢ়তর হইয়া উঠে। মূর্দ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, ইহারা পরস্পর মিলিত হইবার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য পরস্পর মিলিত হইয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে। কিছুদিন হইল কান্যকুব্জ দেশীয় সংগ্রাম নামা জনৈক বাদসাহের কর্ম্মচারী বাঙ্গালার বৈদ্যকুলে বিবাহ করাতে তাঁহার সন্তানেরা হাম-বৈদ্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। চন্দনা নদীতীরে হাম-বৈদ্যের নিবাস। অতএব যে সকল ঘটক স্ব স্ব প্রণীত কুলগ্রন্থে শূর এবং সেন-বংশীয়দিগকে বৈদ্য বলিয়াছেন, তাহা মাহিষ্য বৈদ্য বলিয়া বোধ করিতে হইবে এবং তাম্রশাসনাদিতে যাঁহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা মাহিষ্যের পিতৃপক্ষ স্মরণ করিয়া চন্দ্রবংশ লিখিয়াছেন, অনুমান করা যাইতে পারে।”

২৩৭—২৩৯ পৃঃ

বল্লাল সেন মাহিষ্য-বংশীয়।

বল্লাল সেনকে কেহ কায়স্থ, কেহ বৈদ্য বলিয়াছেন; পরন্তু উপরি উদ্ধৃত বহুগবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত দ্বারা বল্লাল প্রভৃতি সেনবংশীয় নরপতিগণকে মাহিষ্য-জাতীয় বলিয়াই অবধারণ করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। অতএব বঙ্গীয় বৈদ্য-সমাজে যে সকল সেন-পরিবার বল্লাল সেনের বংশজ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মাহিষ্য ছিলেন, বুঝিতে হইতেছে। মাহিষ্যের একটী উপাধি সেন, ইহা বল্লাল হইতেই জানা যাইতেছে; এজন্য অন্যান্য সেনবংশীয় বৈদ্যেরাও মাহিষ্যের বংশধর বা মাহিষ্য-সংসৃষ্ট হইতে পারেন। অপর, গুপ্ত উপাধি বৈশ্যের, ইহা বৈশ্য-ব্রাত্য ও বৈশ্যাজাত অপমদ এবং অম্বষ্ঠ জাতিতেও সঞ্চারিত হওয়া সম্ভাবিত। অতএব যে বৈদ্য-বংশ ইহাঁদের সহিত সংসৃষ্ট, তদ্বংশে গুপ্তোপাধি হওয়াই সম্ভব হইয়াছে। আর

বৈদ্য-জাতি মধ্যে যাঁহাদিগের যুগ্ম উপাধি, যেমন সেন-গুপ্ত ও দাস-গুপ্ত, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ মাহিষ্য বা অম্বষ্ঠ এবং শূদ্র সংসৃষ্ট। দেখা যায়, শাস্ত্রে গুপ্ত ও দাস উপাধি বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। * পরন্তু উক্ত উভয় উপাধি বৈদ্য জাতিতে দেখিয়া উহা যে মূল বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ হইতে অনুক্রামিত হইয়াছে, ইহা মনে করা ঠিক না হইতে পারে; কেননা দ্বিজাতির পারশবাদি শৌদ্র অপসদ ও ব্রাত্য পুত্রগণের † এবং শূদ্র সাধারণের উক্ত উভয় উপাধিই পিতৃমাতৃকুল হইতে লাভ করা সহজ ছিল। এদিকে উহাদের সহিত অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য জাতির সম্মিলন কিছু অসম্ভব ছিল না; সুতরাং দাস, গুপ্ত প্রভৃতি একোপাধিও পূর্ব্বোক্ত রূপে মিশ্রবৎ বৈদ্য জাতিতে সংক্রামিত হওয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বৈদ্যজাতির একোপাধি সকল, যেমন দাস, গুপ্ত, কর, দেব, রক্ষিত, সেন, দত্ত, রাজ, নন্দি, ধর, কুণ্ডু প্রভৃতি রাঢ়ীয় মৌলিক ও বঙ্গজ কায়স্থ এবং নবশাখ জাতিতে বিদ্যমান দেখা যায়। এই সকল উপাধি কোথা হইতে কিরূপে বৈদ্য (ও অন্যান্য) জাতিতে আসিয়াছে, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুরূহ। যাহা হউক, মহাভারত-নির্দ্দিষ্ট বৈদ্যজাতি এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত বৈদ্য সম্প্রদায় যখন হীন শূদ্রজাতি-বিশেষ, তখন তাঁহাদের দাসাত্মক নাম হওয়াই স্বাভাবিক হইতেছে। তদ্ভিন্ন কর প্রভৃতি উপাধি-গুলি ঠিক শূদ্রোপাধি কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বৈদ্যজাতি-মধ্যে বরাট, মজুমদার, রায়, মল্লিক প্রভৃতি যে কতকগুলি উপনাম দৃষ্ট হয়, অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষে দাস, সেন, গুপ্ত বা উল্লিখিত কোন যুগ্মোপাধির বিদ্যমানতা প্রতীত হইবে।

বৈদ্যের অনেক উপাধিই মৌলিক কায়স্থ ও নবশাখের তুল্য।

---

* গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।

অগ্নিপুরাণ ১৫৩ অ; বিষ্ণুপুরাণ ৩ অ, ১০ অ।

† ইদানীং পারশব জাতি বিলুপ্ত; করণ মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার কিয়দংশে অল্প সংখ্যক বিদ্যমান আছে; আর, উগ্র জাতিও বিরল ও অন্যান্য জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকিবে। ব্রাত্য বলিয়া কোন জাতি আর দৃষ্ট হয় না; বোধ হয়, ইহারা অনেকে আধুনিক বৈষ্ণবাদি জাতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

উপরে বৈদ্যজাতির জাতিত্ব সম্বন্ধে যতদূর আলোচনা করা হইল, তাহাতে নিঃসংশয়ে জানা যাইতেছে যে, বৈদ্য জাতি ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণেরই অন্তর্ভূত নহে; ইহা বহু-জাতিসঙ্কর একটী অপ্রাচীন শূদ্র জাতি-বিশেষ। পর পরিচ্ছেদে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য জাতির সামাজিক অবস্থা—আচারাদি ধর্ম্ম এবং বৃত্ত্যাদির আলোচনায় উহা আরও স্পষ্টীকৃত হইবে। যদিও সকল বৈদ্যই জাতিত্বে এক, তথাপি উহাদের বংশ-গৌরবের তারতম্য, বিভিন্ন দেশে বাস এবং আচার-ব্যবহারের পার্থক্য নিবন্ধন উহাদের মধ্যে অন্তঃশ্রেণী ও সমাজ বিভাগ, এবং ঐ সমাজ মধ্যে আবার কুলীন মৌলিকাদি বহুভেদ বিদ্যমান আছে; এস্থলে তাহার উল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

সম্প্রতি বৈদ্যকুলের কতকগুলি কৃতী বৈদ্যজাতিকে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্ভূত ও দ্বিজাতি বলিয়া পরিগণিত করিবার যে প্রয়াস পাইতেছেন, তদ্বিষয়ের আলোচনা পরিশিষ্টে করা হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদ্য জাতির সামাজিক অবস্থা—আচারাদি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

প্রথম পরিচ্ছেদে যদিও বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈদ্য জাতি একটী বর্ণসঙ্কর এবং হীন শূদ্র জাতি-বিশেষ, পরন্তু উহার সহিত অম্বষ্ঠ প্রভৃতি বহু জাতি সম্মিলিত হওয়ায় বর্ত্তমানে উহা যেরূপ পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে উহাকে অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্ভব। কেবল সম্ভব কেন? সমাজের কতকগুলি অজ্ঞ লোকের ঐরূপ সংস্কারও হইয়া পড়িয়াছে, এদিকে বৈদ্যগণ ত আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ-জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত আছেন। এমত অবস্থায় কেবল বৈদ্যজাতির সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিলে পাঠকগণ পরিতৃপ্ত না হইতে পারেন; সেজন্য তৎসঙ্গে প্রাচীন হিন্দু-সমাজে অম্বষ্ঠ জাতির সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহারও কিছু কিছু আভাস দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে।

কোন জাতির সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাইতে হইলে তদীয় অনুষ্ঠিত আচারাদি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে উহার অবলম্বিত বৃত্তির বিষয় অনুধাবন করা আবশ্যক হয়। দেখা যায়, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি মূল বর্ণচতুষ্টয়ের আচারাদি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ও তন্মধ্যে কোন্ কোন্ কর্ম্ম কোন্ কোন্ বর্ণের জীবিকোপায়, তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু বহির্বর্ণের অর্থাৎ সঙ্কর জাতির জন্য সেরূপ পৃথক্ বিধান শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। তবে ঐ সকল জাতির উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠেয় আচারাদি ধর্ম্ম কোন্ বর্ণের অনুরূপ হইবে এবং কোন্ কার্য্য দ্বারা উহাদের জীবিকা অর্জ্জিত হইবে, সমাজ-রক্ষক শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহার নিয়ম বন্ধন করিয়া দিয়াছেন। এস্থলে সুবিধার জন্য অম্বষ্ঠ-জাতির আচারাদি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, এবং ইদানীং অম্বষ্ঠ-নামধারী বৈদ্য জাতি উহা কিরূপ অনুপালন করিতেছেন, তাহার অনুধাবন করা যাইতেছে। বৃত্তি-বিষয়ক আলোচনা পরপরিচ্ছেদে করিব।

ক। বৈদ্যজাতির আচারাদি ধর্ম্ম ;—উপনয়ন।

মনু বলিয়াছেন,—

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥

১০ অ, ৪১ শ্লোঃ।

কুল্লূকের টীকা—দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু জাতাঃ তথানুলোমেনোৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামেবং ষট্ পুত্রা দ্বিজধর্ম্মিণঃ উপনেয়াঃ। তাননন্তরনাম্ন ইতি যদুক্তং তৎ তজ্জাতিব্যপদেশার্থং ন সংস্কারার্থমিতি কস্যচিদ্ ভ্রমঃ স্যাৎ অত এষাং দ্বিজাতিসংস্কারার্থমিদং বচনম্। যে পুনরন্যে দ্বিজাত্যুৎপন্না অপি সূতাদয়ঃ প্রতিলোমজাস্তে শূদ্রধর্ম্মাণো নৈষামুনয়নমস্তি ॥ ৪১

অনুবাদ—"ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের স্বজাতিপত্নী-সম্ভূত সন্তানত্রয় এবং অনুলোম-ক্রমে ব্রাহ্মণৌরসজাত তনয়দ্বয় ও ক্ষত্রিয়ৌরসজাত বৈশ্যার সন্তান; এই ষড়্বিধ সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী এবং ইহারা উপনয়নাদি দ্বিজসংস্কার-যোগ্য; কিন্তু এই দ্বিজত্রয়ের প্রতিলোমজ তনয়েরা শূদ্রধর্ম্মী হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহাদের উপনয়-নাদি কোন সংস্কারই নাই।"

ইহাতে জানা যায়, ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ-জাতি বৈশ্যাচারে উপনয়নাদি সংস্কারের অধিকারী। পরন্তু প্রাচীন সমাজে সকল সম্প্রদায়ের অম্বষ্ঠ, বিবাহিতা বৈশ্যকন্যার ও বৈশ্যাস্ত্রীর গর্ভজাত, বৈশ্যোচিত সকল প্রকার সংস্কারাচার-পালনে যে তৎপর ছিলেন, তাহা সম্ভব না হইতে পারে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে প্রকাশ, প্রাচীনকালে রাজা পৃথুর অনুজ্ঞা লইয়া ব্রাহ্মণেরা সঙ্করজাতি অম্বষ্ঠগণের উপনয়ন সংস্কার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকর্ত্তৃক অম্বষ্ঠগণ তদবধি শূদ্রদিগের ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বৈদিক কার্য্য সকল এবং বৈশ্যাচারে ঔষধাদি নিষ্পাদন করিতে অনুজ্ঞাত হইয়াছিলেন। * ইহাতে প্রতীত হয়, প্রাচীন কালে অম্বষ্ঠ সম্প্রদায়-বিশেষের উপনয়নাদি-সংস্কার আদৌ ছিল না, পরে উহারা উপনীত হইলেও বৈশ্যাচারে ঔষধাদি প্রস্তুত ব্যতীত আর আর সমুদায় কার্য্য শূদ্রধর্ম্মানুসারে নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছিল।

অপর, বৈদ্যজাতির কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত না হইলেও তৎশাস্ত্রের ইঙ্গিত অনুসারে উহাদিগের আচার-ধর্ম্ম নির্ণয় অনায়াসে হইতে পারে; কেননা, মহাভারতোক্ত বৈদ্য ঠিক মন্বাদি-কথিত আয়োগব-স্থানীয় হইতেছে। আয়োগব জাতি যেমন শূদ্রের ঔরসে এবং বৈশ্যার গর্ভে প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন, † বৈদ্যজাতিও ঠিক ঐরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। ‡ যখন এতদুভয়ের উৎপত্তি একবিধ হইল, তখন উহাদিগের অনুষ্ঠেয় আচার ধর্ম্মও সুতরাং শাস্ত্রানুসারে (শূদ্রবৎ) অভিন্ন হইবে। গৌতমও বলিয়াছেন—প্রতিলোমজ সকল জাতিই ধর্ম্মহীন; § এমন কি, যখন সূত, মাগধ, বৈদেহ এই তিন উচ্চ জাতি আর্য্যনারীতে আর্য্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইলেও আর্য্যধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে এবং সে জন্য উহাদিগের আর্য্যোচিত উপনয়নাদি সংস্কারে অধিকার হয় নাই, তখন শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত আয়োগব এবং তৎস্থানীয় বৈদ্যজাতি (ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বৈদ্যের ত কথাই নাই) যে আর্য্যজাতির

---

* এই পুস্তকের ২৩—২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

† শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥
মনু ১০ অ, ১২।

‡ এই গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠা দেখ। § প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ।
গৌতম-স্মৃতি, ৪ অ।

বৈদ্যজাতির উপনয়ন পূর্ব্বে কখন ছিল না।

আচার ধর্ম্মে অধিকারী হইবে, ইহা কদাচই সম্ভবপর নহে। অতএব বৈদ্যজাতির অম্বষ্ঠবিশেষের ন্যায় বৈশ্যানুকৃত আচারে উপনয়নাদি সংস্কার প্রাচীন হিন্দুসমাজে যে কখনও প্রচলিত ছিল, ইহা বোধ হয় না। তবে বৈশ্যসম্প্রদায়বিশেষে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যজাতি প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের সংমিশ্রণে যে যে বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সেই বংশে প্রকৃত উপনয়ন সংস্কারের অনুষ্ঠান না হউক, পৈতা লইবার রীতি চলিত থাকা সম্ভব হইতে পারে। এইহেতু রাঢ় দেশের শ্রীখণ্ড সমাজের বৈদ্যবংশীয়েরা হয় ত বৈশ্য-সমাজে গৌরবান্বিত হইয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক, বৈদ্যজাতির মধ্যে প্রবাদ আছে, রাজা বল্লাল সেন কোন নীচজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। সেই সূত্রে লক্ষ্মণ সেনের ইচ্ছাক্রমে বৈশ্যগণ ধর্ম্মলোপের ভয়ে পৈতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরন্তু এরূপ কারণে রাজ্যের তাবৎ বৈদ্যের চিরানুষ্ঠিত পৈতাগ্রহণ-আচার পরিত্যক্ত হওয়া কি সম্ভব? যদিই উক্ত প্রবাদ সত্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বল্লাল সেনের রাজত্বকাল, সম্ভবতঃ ১১১৯—৭০ খৃষ্টাব্দ, হইতে সাত শতাধিক বৎসর কাল বৈশ্যগণ অনুপবীত থাকিবার পরে, প্রায় শত বর্ষ গত হইল, ঐ বৈশ্যবংশেব পুনরায় পৈতা দিবার জন্য বঙ্গের বৈশ্যসমাজপতি রাজা রাজবল্লভ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, জানা যায়। পরন্তু ঈদৃশ প্রবাদবাক্যের সত্যতা অপেক্ষা বরং রাজা রাজবল্লভের কথিত উদ্যম রাঢ়ের কোন কোন বৈদ্যকুলের উপবীত ধারণ দৃষ্টান্তে বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর বৈদ্যমধ্যেও উপনয়ন প্রবর্ত্তনার জন্যই হইয়াছিল, ইহা অধিক সঙ্গত বোধ হয়। মহামতি ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, রাজা রাজবল্লভ, যিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের দেওয়ান (ষ্টুয়ার্ড) ছিলেন, বৈদ্য জাতির পৈতা ধারণের ব্যবস্থা প্রথমে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে ব্রাহ্মণগণকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ পুত্রের উপনয়ন দিবার জন্য তাঁহাদিগকে সম্মত করেন। তদবধি অনেক বৈদ্য পৈতা ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। * বর্ত্তমান বৈদ্যসমাজে কাহার কাহার পৈতাগ্রহণ দেখিয়া ওয়ার্ড সাহেবের কথাই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়।

---

* Rajbollav, a person of the (Baidya) class, Steward to the Nawab of Murshidabad, about a hundrad years ago first procured for Baidyas

বৈদ্য জাতির পবিত্রধারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রোক্তরূপে রাঢ়, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ সমাজের অনেকে উহা ধারণ করিতেছেন, অনেকে পূর্ব্ববৎ অনুপবীতই আছেন। যাঁহাদের পৈতা আছে ও যাঁহাদের পৈতা নাই, তাঁহারা এক সমাজভুক্ত হইলে পরস্পরের মধ্যে ভক্ষ্য-ভোজ্যান্নতা ও আদান প্রদান অবাধে চলিয়া থাকে। যদি বল, অনুপবীতী বৈদ্য অম্বষ্ঠ-ব্রাত্য, তাঁহার সহিত উপবীতী বৈদ্যের আচার ব্যবহারে দোষ কি? তর্কের অনুরোধে পৈতাহীন বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ-ব্রাত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহাদের শূদ্রত্ব বহু-পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে। যখন দ্বিজাতির ব্রাত্য প্রতিলোমজবৎ আর্য্যধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত, * তখন দ্বিজধর্ম্মী অম্বষ্ঠের ব্রাত্য সন্তানেরা হীন শূদ্র-বিশেষ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

আমরা বাল্যকালে শুনিতাম, "ঢাকের বাঁয়া ও বৈদ্যের পৈতা উভয়ই সমান" অর্থাৎ উভয়ই কোন কার্য্যকর নহে। তখন দেখিতাম, কোন কোন বৈদ্য কটিদেশে পৈতা ধারণ করিতেন, তাহার কারণ পাছে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বোধে কেহ প্রণাম করে। ইদানীং দেখিতেছি, তাঁহাদিগেরই বংশধরেরা কটিদেশ হইতে গলদেশে পৈতা রক্ষা করিতেছেন। আর যাঁহারা পুরুষানুক্রমে কখন পৈতা স্পর্শও করেন নাই, তাঁহারাও পৈতা লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদ্য জাতির উপনয়নও এক প্রকার কৌতুকাবহ ব্যাপার বলিতে হয়। সমাজের কায়স্থ ও নবশাখযাজী ব্রাহ্মণই বৈদ্যের পুরোহিত। এই পুরোহিতগণ, গৃহ্যোক্ত কোন্ পদ্ধতি অনুসারে যে বৈশ্য জাতির উপনয়ন হইয়া থাকে, তাহাই অবগত নহেন; কেননা এদেশে বহুকাল হইল বৈশ্যের ত অস্তিত্ব নাই, আবার বৈশ্যের অনুকরণে অম্বষ্ঠের, পুনরায় অম্বষ্ঠের অনুকরণে বৈদ্যের উপনয়ন কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। এক দিন

the honor of wearing the Paita; he invited the Brahmins to a feast, and persuaded them to invest his son; from which time many Baidyas wear this badge of distinction." Quoted by H. H. Risley in his work on the Tribes and Castes of Bengal. Vol. 1, Page 48. (1891)

* অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥ মনু ২ অ, ৩৯।

জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে গঙ্গাস্নান কালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—মহাশয়! আপনি কি কখন কোন বৈদ্যের পৈতা দিয়াছিলেন, যদি দিয়া থাকেন, তবে সে কি প্রণালীতে? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, "বাপু! যজমান রক্ষার জন্য কি করি, উপনয়নের কতক কতক অনুষ্ঠান করাইয়া পৈতা পরাইয়া দি, বৈদ্যের ত যজ্ঞও নাই ব্রহ্মচর্য্যও নাই, যেন তেন প্রকারেণ একটা পৈতা দেওয়ান হয়" ইত্যাদি। পাঠক! বৈদ্যজাতি মধ্যে যে স্থলে পৈতা হয়, সেখানে প্রোক্তরূপ বিধিহীন, পদ্ধতিহীন নামমাত্র উপনয়নের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আরও কৌতুকের বিষয় এই, অনেক স্থলে বৈদ্যগণ বিবাহ কালে কেবল হরিদ্রাক্ত ত্রিগ্রন্থী সূত্র পৈতা রূপে পরিধান করেন এবং বিবাহান্তে তাহা ত্যাগ করেন। অনেকে সেই পৈতা ঘরে তুলিয়াও রাখেন, কোথায় নিমন্ত্রিত হইলে তখন উহা ব্যবহার করেন। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, অস্মৎসমাজে যোগী, অধিকারী-বৈষ্ণব প্রভৃতি জাতি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বহু সঙ্করজাতি এবং পুরী, কটক ও মেদিনীপুর অঞ্চলের করণ রাজু প্রভৃতি শূদ্র-বিশেষ জাতির পৈতা লওয়া যেরূপ অনর্থক, বঙ্গীয় বৈদ্য জাতির মধ্যে যে কেহ কেহ পৈতা লইয়া থাকেন তাহাও সেইরূপ নিরর্থক। বাস্তবিক দ্বিজাতির বেদগ্রহণ ও ব্রতাচরণ-জন্য উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা; যেখানে বেদ স্পর্শ ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন আদৌ লক্ষণীয় নহে, সেখানে উপনয়ন নিরর্থক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? * যদি বল, বৈদ্য জাতির কথা কিছু স্বতন্ত্র; কেননা যখন ইহাদের আয়ুর্ব্বেদে অধিকার আছে, তখন উপনয়নেরও অধিকার থাকিতে পারে। এ কথার অকিঞ্চিৎকারিত্ব স্থানান্তরে পুনঃ প্রদর্শিত হইবে।

খ। বৈদ্য জাতির অশৌচ গ্রহণ।—

অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য জাতির বৈশ্যানুকরণে ১৫ দিন পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করা নিয়ম ছিল। কিন্তু অম্বষ্ঠপরিচিত বঙ্গীয় বৈদ্য জাতির মধ্যে পূর্ণাশৌচ গ্রহণ রীতি সর্ব্বত্র সমান দেখা যায় না। কেহ কেহ এক মাস, কেহ কেহ ১৫ দিন অশৌচ পালন করেন। পূর্ব্ববঙ্গের মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশের

---

* এরূপ দ্বিজ-চিহ্নধারী শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন, মনু বলিয়াছেন, যথা—

তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥ ৯ অ, ২২৪।

কুল্লুকের ব্যাখ্যা—যজ্ঞোপবীতাদি-দ্বিজচিহ্নধারিণঃ শূদ্রান্ হন্যাৎ।

মধ্যে অনেকের পৈতা নাই, কাহারও কাহারও পৈতা আছে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এক মাস পূর্ণাশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য বৈদ্যশ্রেণীর মধ্যে অশৌচ-গ্রহণের প্রথা ভিন্নরূপ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কোথায় ১৫ দিন, কোথায় ১ মাস। যাঁহারা ১৫ দিন অশৌচ পালন করেন তাঁহারা, হয় অম্বষ্ঠ পরিচয়ার্থ অম্বষ্ঠোচিত পৈতা গ্রহণের সঙ্গে অশৌচ-নিয়মও গ্রহণ করিয়াছেন, * নতুবা তাঁহাদিগের বংশে পূর্ব্ব হইতে অম্বষ্ঠ বা মাহিষ্যের সংস্রব বিধায় ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ এক্ষণে কৌলিক আচার রূপে চলিয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, এই ১৫ দিন অশৌচ পালন দেখিয়াই এরূপ মনে হওয়া উচিত নহে যে, উক্ত আচার নিয়ত বৈশ্যানুসৃত; কেননা শাস্ত্রে শূদ্র-সাধারণের এক মাস এবং দ্বিজাতির সেবা-নিরত শূদ্রের ১৫ দিন অশৌচ পালনেরও বিধান দৃষ্ট হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥ ৩ অঃ। ২২।

অপর দেখাও যাইতেছে, বঙ্গের কোন কোন শূদ্র-জাতিতে ১০।১২ দিন অশৌচ পালনের ব্যবহার প্রচলিত আছে। উড়িষ্যা অঞ্চলে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতির মধ্যে সাধারণতঃ ১০ দিন অশৌচ অনুপালিত হয়। স্থল বিশেষে কোন কোন শূদ্র এক মাসও অশৌচ লইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ১০।১২।১৩।১৫।৩০ দিন অশৌচ গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। অতএব বৈদ্যজাতির মধ্যে কোথায় ২ যে ১৫ দিন অশৌচ-পালনের নিয়ম প্রচলিত, তাহা শূদ্রোচিত বলিয়াই কেন না ধরা যাইতে পারিবে?

গ। বৈদ্য জাতির বৈবাহিকাচার।—

অম্বষ্ঠ জাতির বৈবাহিক আচারের প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে স্থির করা সুকঠিন; তবে ইহা অনুমেয় যে, যে অম্বষ্ঠ সম্প্রদায় বৈশ্যাচারী ছিলেন,

---

* পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত স্বীয় "বিধবাবিবাহ" পুস্তকের উপসংহারে এক স্থানে লিখিয়াছেন—"দেখুন, রাজা রাজবল্লভের সময় অবধি, বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে, বৈদ্যজাতি একমাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন, ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না; এবং, অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব্ব আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন।"

তাঁহারা বৈশ্যানুকরণে এবং যে সম্প্রদায় শূদ্রাচারী, তাঁহারা শূদ্রানুকরণে বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিতেন। অপর, বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি মধ্যে প্রচলিত বৈবাহিক্রিয়া-চার কায়স্থ ও নবশাখ জাতির অনুষ্ঠিত বৈবাহিকাচার হইতে কোনও অংশে বিশিষ্ট পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিজাতির (বঙ্গে ব্রাহ্মণের) বিবাহসংস্কারের অঙ্গীভূত যে কুশণ্ডিকাকৃত্য, তাহা নববধূ গৃহে আসিলে চতুর্থ দিনে বা তাহার অব্যবহিত পরে গৃহোক্ত হোমাদি অনুষ্ঠান দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বৈদ্যগণ অন্যান্য জাতির ন্যায় বিবাহ-রাত্রিতেই বা তৎপর-দিনে কুশণ্ডিকার অনুরূপ আচার-বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন কলিতে (অন্ততঃ এতদ্দেশে) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অত্যন্তাভাব স্থির করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহার ঈদৃশ অবধারণ সম্যক্ ঠিক না হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, রঘুনন্দনের কালে (৪০০ বৎসর পূর্ব্বে) অন্ততঃ বঙ্গদেশে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কদাচিৎ বিদ্যমানতা থাকিলেও উহাদের মধ্যে সংস্কারাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নতুবা তিনি স্বকৃত নিবন্ধে এরূপ লিখিতে পারিতেন না। যথা,—

"অম্বষ্ঠাদীনাম্ উপনয়নসংস্কারসত্ত্বেঽপি ইদানীন্তনানাম্ সংস্কারলোপেন শূদ্রত্বম্। অতএব ইদানীং ক্ষত্রিয়াদীনাং শূদ্রত্বমেবম্ অম্বষ্ঠাদীনামপি ইতি রঘুঃ।"

(বাচস্পত্য অভিধানে অম্বষ্ঠ শব্দ দ্রষ্টব্য)।

অতএব যখন কালবশে অম্বষ্ঠ জাতির সংস্কার তিরোহিত হইবার কথা জানা যায়, তখন অম্বষ্ঠ-পরিচিত শূদ্র-বিশেষ বৈদ্যজাতির বিবাহাদি সংস্কার শূদ্রাচারে যে নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি হইতে পারে? এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে সকল বৈদ্যেরা বাস করেন, তাঁহারা তথাকার হীন বঙ্গজ-কায়স্থ শ্রেণীর (যাঁহারা শৌণ্ডিক-কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন) সহিত কন্যা-আদান-প্রদান-কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন। ইহা নিকৃষ্ট শূদ্রাচারের পরিচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? তবে এই বৈদ্যশ্রেণীর সহিত অন্যান্য বৈদ্য সম্প্রদায়ের আহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। যাহা হউক, বৈদ্যজাতির মধ্যে সম্প্রদায়-বিশেষের লোক-সংখ্যা প্রচুর না থাকায়, সম্প্রতি এক সম্প্রদায়ের লোককে অন্য সম্প্রদায়ের সহিত, অর্থাৎ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ বৈদ্য-মধ্যে পরস্পর, বৈবাহিক সম্বন্ধে মিলিত হইতে দেখা যায়।

ঘ। বৈদ্যজাতির শ্রাদ্ধাচার।—

অম্বষ্ঠ জাতির মধ্যে যাঁহারা বৈশ্যাচারে উপনয়নাদি সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা অবশ্য পিত্রাদির শ্রাদ্ধকার্য্যও বৈশ্যাচারে সম্পাদন করিতেন; আর যাঁহারা শূদ্রাচারে সকল কার্য্য করিতেন, তাঁহারা এই শ্রাদ্ধকার্য্যও শূদ্রাচারে নিষ্পাদন করিতেন, মনে করিতে হয়। দেখা যায়, অম্বষ্ঠ-পরিচিত বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণেতর কায়স্থাদির ন্যায় পিত্রাদির শ্রাদ্ধ (আদ্য ও পার্ব্বণ) শূদ্রাচারেই নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বিশেষের মধ্যে এই, যে বৈদ্যবংশে ১৫ দিন অশৌচ-পালনের নিয়ম, তথায় অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ষোড়শ দিবসে এবং যে বংশে এক মাস অশৌচ-গ্রহণের প্রথা, তথায় ৩১ দিনে শ্রাদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরন্তু উভয় স্থলে অনুষ্ঠান অঙ্গের কোন প্রভেদ নাই।

এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতিতে শ্রাদ্ধে পক্কান্ন (পাক করা অন্ন—ভাত) ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। বৈদ্যজাতির মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ-পরিচয়ে ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ এবং পৈতা ধারণ করেন, তাঁহারাও শ্রাদ্ধে অন্য জাতির ন্যায় আমান্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ সম্প্রতি কোন কোন সম্ভ্রান্ত বৈদ্য, অবৈধ হইলেও, দ্বিজাতির অনুকরণে উপ-নয়নাদির ন্যায় শ্রাদ্ধে সিদ্ধান্নের ব্যবহারও প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় আছেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কৃপা করিলে ঈদৃশ আচারও, উপনয়নের ন্যায়, বৈদ্যজাতির মধ্যে ভবিষ্যতে চলিত হওয়া অসম্ভব নহে।

ঙ। বৈদ্য জাতির সহিত সমাজের অন্য জাতির ভোজ্যান্নতা ও স্পর্শার্হতা।

স্মার্ত্তিক কালে আর্য্যসমাজে শৌচাচারের আদর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বোধ হয়, সেই কারণে শাস্ত্রকারেরা চিকিৎসা কার্য্যকে শৌচাচারের বিঘ্নকর এবং বেদাধ্যয়নের অন্তরায় বিবেচনায় উহা দ্বিজাতির পক্ষে হেয় কার্য্য অবধারণ করত অম্বষ্ঠ জাতির জন্য বৃত্তি রূপে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। * দেখা যায়, শাস্ত্রশাসনে চিকিৎসক, ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি হব্য কব্য হইতে বর্জ্জিত হইতেন, অর্থাৎ তাঁহাকে দৈব ও পিত্র্য কার্য্যে ভোজন করাইতে

* পরপরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

নাই। * আর চিকিৎসক মাত্রের অন্ন (অদনীয় দ্রব্য) অভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ; † ভক্ষণ করিলে পূয-ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। ‡ ইহাতে বুঝিতে হইবে, প্রাচীন সমাজে অম্বষ্ঠ জাতির অন্ন কেহই ভক্ষণ করিত না (কেননা যাহা অভক্ষ্য তাহা শূদ্রেরও ভক্ষণ নিষেধ দেখা যায় §) এবং তাহাকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেও ভোজন করাইত না। তবে অম্বষ্ঠ জাতি সমাজের অন্য জাতির সহিত কিরূপে সংস্রবে আসিতে পারিতেন ?

চিকিৎসকের অন্ন-ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

মনু বলিয়াছেন,—

একান্তরে ত্বানুলোম্যাদ্ অম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি॥

১০ অ, ১৩।

কুল্লূকের টীকা,—

একান্তরেঽপি বর্ণে ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়ামুগ্রঃ এতাবানুলোম্যেন যথা স্পর্শাদ্যর্হৌ তদ্বৎ একান্তরে প্রতিলোমজননেঽপি শূদ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়াম্ ক্ষত্তা বৈশ্যাৎ ব্রাহ্মণ্যাং বৈদেহঃ এতাবপি স্পর্শাদিযোগ্যৌ বিজ্ঞেয়ৌ। একান্তরোৎপন্নয়োঃ স্পর্শাদ্যভ্যনুজ্ঞানাৎ অর্থাৎ অনন্তরোৎপন্নানাং সূতমাগধায়োগবানাং স্পর্শাদিযোগ্যত্বং সিদ্ধং ভবতি। অতশ্চাণ্ডাল এবৈকঃ প্রতিলোমজঃ স্পর্শাদৌ নিরস্যতে।

অর্থাৎ অনুলোম ক্রমে একান্তরাজাত (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা ও শূদ্রা-

* যাজয়ন্তি চ যে পূগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ।
চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥
মনু ৩ অ, ১৫১-১৫২।

† মনু ৪ অ, ২১২।

‡ পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নম্ * * *।
মনু ৪ অ, ২২০।

§ অবিক্রেয়ং মদ্যমাংসমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণম্।
অগম্যাগমনঞ্চৈব শূদ্রোঽপি নরকং ব্রজেৎ॥
পরাশর, ১ অ। ৬৩।

গর্ভে উৎপন্ন) অম্বষ্ঠ ও উগ্র যেরূপ স্পর্শাদির যোগ্য, সেইরূপ প্রতিলোমক্রমে একান্তরজাত (অর্থাৎ শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভে এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে উৎ-পন্ন) ক্ষত্তা ও বৈদেহও স্পর্শাদির যোগ্য। যখন একান্তর প্রতিলোমজ স্পর্শাদির যোগ্য হইল, তখন অনন্তরজাত (ক্ষত্রিয় হইতে) সূত, (বৈশ্য হইতে) মাগধ এবং (শূদ্র হইতে) আয়োগবও সুতরাং স্পর্শাদি-যোগ্য হইতেছে। কেবল প্রতিলোমজাত চণ্ডালই স্পর্শাদির যোগ্য নহে।

ইহাতে জানা যায়, অনুলোমজ অম্বষ্ঠ ও উগ্র জাতির ন্যায় প্রতিলোমজ চণ্ডাল ব্যতীত আর আর সকল জাতিই স্পর্শাদির যোগ্য, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিমত। স্পর্শাদির যোগ্য অর্থে যাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় না এবং যাহার সহিত সম্ভাষণে দোষ নাই।

অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যজাতি কেবল স্পর্শাদির যোগ্য।

অপর, বৈদ্যজাতি যখন আয়োগব-স্থানীয় প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন ইহারা অম্বষ্ঠবৎ স্পর্শাদির যোগ্য মাত্র স্থির হইতেছে। যখন অম্বষ্ঠেরই অন্ন-ভোজন আর্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল না, তখন বৈদ্য জাতির অন্ন কদাচ ভক্ষণীয় হইতে পারে না। পরন্তু ইদানীন্তন হিন্দু সমাজে বৈদ্য সম্প্রদায়বিশেষ ভোজ্যান্নতা বিষয়ে অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে। বোধ হয়, সে উন্নতির সূত্রপাত হয়ত বৈদ্য রাজার সময় হইতেই হইয়া থাকিবে; রাজা রাজবল্লভের বাটীতে ব্রাহ্মণদিগের ভোজনের সংবাদ জানা যাইতেছে। পরন্তু দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা কেহই বৈদ্যজাতির অন্ন (ভাত) কখনই গ্রহণ করেন নাই। কেবল ব্রাহ্মণ কেন, কায়স্থ ও নবশাখ জাতিও এপর্য্যন্ত বৈদ্যের ভাত খান নাই। ফলতঃ, ইহাতেই বৈদ্যজাতি যে উহাদের অপেক্ষা জাতিত্বে নিকৃষ্ট, তাহা স্থির হয় না, কেননা বৈদ্যও কখন উক্ত জাতি সকলের অন্ন গ্রহণ করেন না। অনেকে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়-বংশজ এবং সৎগোপাদিকে বৈশ্যবংশ-সম্ভূত বিবেচনা করেন; যদি ইহা ঠিক হয়, তবে ইহা মনে করিতে পারা যায় যে, সম্ভবতঃ, উহাঁরা বৈদ্য জাতিকে অম্বষ্ঠ-সম্ভূত অনুমান করিয়া চিরপ্রথানুসারে উহাদের অন্ন-ভক্ষণে এতাবৎ কাল বিরত আছেন। তবে, যে সকল ব্রাহ্মণেরা কায়স্থ সৎগোপাদি জাতির বাটীতে ঘৃত-পক্কান্ন (লুচি, মিষ্টান্ন) ভক্ষণ করেন তাঁহারা, বিশেষতঃ তন্মধ্যে যাঁহারা বৈদ্যযাজী, বৈদ্যের বাটীতেও উহা ভক্ষণে প্রবৃত্ত

আছেন। কায়স্থাদি জাতিও উঁহাদের অনুকরণে বৈদ্য-বাটীতে লুচি-আদি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অপর, সমাজের যে সকল ব্রাহ্মণেরা এখনও শূদ্র-প্রতিগ্রাহী আছেন, তাঁহারা বৈদ্যের বাটীতে কোনরূপ অন্ন গ্রহণের কথা দূরে থাকুক, উহাদের কোন দানও গ্রহণ করেন না। প্রত্যুত, তাঁহারা বৈদ্যজাতির সহিত শূদ্রবৎই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর, সমাজের অন্ত্যজ জাতিরা যেরূপ কায়স্থ ও সৎশূদ্রের বাটীতে অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, বৈদ্যের বাটীতেও উহা-দিগকে অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখা যায়। যাহা হউক, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, অম্বষ্ঠজাতি প্রাচীন আর্য্যসমাজে দ্বিজধর্ম্মী হইয়াও ভোজ্যান্নতা হইতে বর্জ্জিত ছিলেন, এক্ষণে সেই অম্বষ্ঠপরিচিত বৈদ্যগণ জাতিত্বে অপেক্ষাকৃত অনেক নীচ এবং সম্পূর্ণ শূদ্রধর্ম্মী হইয়াও ইদানীং বঙ্গ সমাজে ভোজ্যান্নতা (এবং অন্য অন্য) বিষয়ে অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন।

চ। বৈদ্যজাতির কর্ম্ম।—

দেখা যায়, শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য ষড়্বিধ কর্ম্মের বিধান আছে; যথা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও সৎ-প্রতিগ্রহ। ইহার মধ্যে অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ এই তিনটী কর্ম্ম উহার উপজীবিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কেবল অধ্যয়ন, দান এবং যজ্ঞ করিতে অনুজ্ঞাত। প্রজাগণের রক্ষা বিধানার্থ অস্ত্র-শস্ত্রাদি-ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, আর পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য কর্ম্ম বৈশ্যের উপজীবিকারূপে নির্দ্ধারিত আছে। * অপর, শূদ্রের দ্বিজাতির সেবা একমাত্র কার্য্য, ও তাহাই উপজী-বিকা; পরন্তু কেবল দ্বিজসেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে দ্বিজাতির উপকারার্থ শিল্পাদি কার্য্যও করিতে শূদ্র অনুজ্ঞাত হইয়াছে। †

অম্বষ্ঠের বৈশ্যোচিত বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই।

পূর্ব্বে সঙ্কর জাতির আচারাদি ধর্ম্মের আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, অম্বষ্ঠ জাতি বৈশ্যের অনুকরণে উপনয়নাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ইহা দ্বারা বৈশ্যের কর্ত্তব্য উপরি-উক্ত অধ্যয়নাদি কার্য্য যে অম্বষ্ঠের কর্ত্তব্য গণ্য হইবে, ইহা শাস্ত্রাভিপ্রেত নহে। অম্বষ্ঠের উপজীবিকার জন্য যখন পৃথক্ কার্য্য (চিকিৎসা) শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝিতে হইবে যে, বৈশ্যের জীবিকোপায়

* মনু, ১০ম অধ্যায়।
† মনু ১০ অ, ৯৯।

পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য * কার্য্যে অম্বষ্ঠের অধিকার নাই। অবশিষ্ট বৈশ্য-কর্ত্তব্য—অধ্যয়ন, দান ও যজ্ঞ এই তিন কর্ম্ম অম্বষ্ঠের করণীয় ছিল কি না, তাহাই বিচার্য্য হইতেছে। দ্বিজাতির অধ্যয়ন বলিতে সাঙ্গ বেদের অধ্যয়ন বুঝিতে হইবে। আবার, বেদ বলিলে পূর্ব্বে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদই বোধ্য ছিল। † অথর্ব্ব-বেদ বেদ-মধ্যে পরিগণিত হইত না। এদিকে চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ—বেদ নহে, কেননা উহা শিষ্টজনের উপেক্ষিত কথিত অথর্ব্ব-বেদের একটী উপাঙ্গ মাত্র। সে জন্য ইহা বিদ্যাবিশেষ মাত্র। ‡ অতএব, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভের জন্য ব্যাকরণাদি সামান্য শাস্ত্র পাঠ ব্যতীত অম্বষ্ঠ জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার থাকা সম্ভবপর নহে। ইতঃপূর্ব্বে বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের প্রমাণ দ্বারাও জানা গিয়াছে (২৪ পৃষ্ঠা দেখ), অম্বষ্ঠকে আয়ুর্ব্বেদাতি-রিক্ত কোন শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকার দেওয়া হয় নাই। ঐরূপ দান ও যাগ কার্য্যে শূদ্রবৃত্তি (চিকিৎসা)-সেবী অম্বষ্ঠের বৈশ্যোচিত অধিকার থাকাও সম্ভব বোধ হয় না।

অতঃপর অম্বষ্ঠপরিচিত বৈদ্য জাতির কর্ম্মের বিষয় আলোচনা করা বাহুল্য বোধ হইতেছে। যখন বৈদ্যজাতি শাস্ত্রানুসারে শূদ্রবিশেষ, তখন দ্বিজাতির সেবা ভিন্ন উক্ত জাতির আর কোন্ কর্ম্ম প্রশস্ত হইতে পারে? যখন বৈদ্যবৃত্তি (চিকিৎসা) দ্বারাই সেই দ্বিজাতির সেবাকার্য্যের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে, তখন অম্বষ্ঠের ন্যায় বৈদ্যেরও চিকিৎসা কার্য্যই কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণনীয়। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে শূদ্রের অধিকার না থাকিলেও, ধর্ম্মজ্ঞ সদ্বৃত্তিশালী শূদ্রের পক্ষে পাক-যজ্ঞ (ক্ষুদ্র যজ্ঞ-বিশেষ) ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের এবং পূর্ণপাত্র দানের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। § পরন্তু হীন শূদ্র বৈদ্যের পক্ষে উহা অনুষ্ঠেয় হইতে পারে কি না, তাহা পণ্ডিত-মণ্ডলীর বিচার্য্য বিষয়। এদিকে দেখা যায়,

* চিকিৎসাকার্য্যে ঔষধাদি ক্রয়বিক্রয় রূপ যে সামান্য বণিক্-কর্ম্ম আছে, তাহা বাণিজ্য মধ্যে পরিগণিত না হইতেও পারে।

† মনু ২ অ, ৭৬।৭৭।

‡ "বিদ্যা—বেদবিদ্যাব্যতিরিক্তা বৈদ্যতর্কবিষাপনয়নাদিবিদ্যা সর্ব্বেষামাপদি জীবনার্থং ন দুষ্যন্তি।"—মনু ১০ অ, ১১৬ কুল্লূকের টিকা।

§ মনু ১০ম অ, ১২৭ ও মহাভারতে রাজধর্ম্ম।

বর্ত্তমান সমাজে বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণেতর উচ্চ জাতির সহিত তুল্যরূপে যাগ ও দান কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আছেন। অপর, পুরুষানুক্রমিক চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা বৈদ্যজাতির যখন অম্বষ্ঠের ন্যায় কেবল আয়ুর্ব্বেদে অধিকার থাকা প্রতীত হইতেছে, তখন উহাদের আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষোপযোগী বিদ্যালাভ করাও সুতরাং কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। এক্ষণে দেখা যাউক, বৈদ্য জাতি কিরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বৈদ্যজাতি শূদ্র বলিয়া তাহার বেদে অধিকার নাই কিন্তু আয়ুর্ব্বিদ্যায় অধিকার আছে।

পূর্ব্বে বৈদ্যজাতি মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা কতদূর প্রচলিত ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ব্যক্তি বিশেষের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া জাতিসাধারণের বিদ্যানুরাগিতা স্থির হইতে পারে না। যখন এদেশে স্কুল কলেজ স্থাপিত হয় নাই, তখন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সকলকেই প্রথমে সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া ও শুভঙ্করী শিক্ষা করিতে হইত। অনেকের এইখানেই লেখা পড়া শেষও হইত। অবশিষ্টের মধ্যে ব্রাহ্মণ-বালকগণের কিয়দংশ টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি পাঠ করিতে যাইতেন; আর বৈদ্য সন্তানদিগের মধ্যে যাঁহাদের পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য থাকিত, তাঁহারাও টোলে ব্যাকরণ ও অমরকোষ, বিশেষতঃ বনৌষধি বর্গ, অধ্যয়ন করিতেন। তৎপরে নিদানাদি বৈদ্যক সংগ্রহগ্রন্থ সেই টোলে বা কোন বৈদ্যের নিকট পাঠ করিতেন; অধিকাংশের এইরূপে বিদ্যানুশীলন সমাপ্ত হইত। পরন্তু কোন ২ বিদ্যানুরাগী বৈদ্য-ছাত্র বৈদ্যক-গ্রন্থ পড়িবার পূর্ব্বে কাব্য অলঙ্কার শাস্ত্রেও যথাসম্ভব শ্রম করিতেন; এবং ইহাঁরাই বোধ হয় কবিভূষণ, কবিরঞ্জন ইত্যাকার সামান্য উপাধি লাভে সন্তুষ্ট হইয়া বৈদ্যক শাস্ত্র পাঠে ও ব্যবসায়-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতেন। এতদ্দেশে স্কুল কলেজ স্থাপিত হইবার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত এবং অনেক স্থলে এখনও বৈদ্য সন্তানেরা ঐরূপ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইদানীং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের আস্থা বৃদ্ধি দেখিয়া অথবা সংস্কৃত ভাষার গৌরব অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎ-শিক্ষা-প্রচারের অভিপ্রায়ে আমাদের গভর্ণমেণ্ট যাবতীয় স্কুল কলেজে ইংরাজী বিদ্যার সহিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

বৈদ্যজাতির বিদ্যানুশীলন।

তদ্ভিন্ন এ দেশের টোলে যেরূপ সংস্কৃত শিক্ষা দিবার নিয়ম পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল, তাহারও উৎকর্ষ সাধনের জন্য টোলের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং প্রতিবৎসর ছাত্রদিগের পরীক্ষা ও তদনন্তর বিভিন্ন উপাধি দানেরও বিধান করিয়াছেন। অপিচ, অত্রত্য সংস্কৃত-কলেজে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ছাত্রগণের প্রতি যে কঠোর নিয়ম ছিল, যদ্দ্বারা ঐ সকল ছাত্র বেদ স্মৃতি দর্শনাদি শাস্ত্র পাঠে বঞ্চিত ছিল, ইদানীং তাহার শৈথিল্য বিধান করিয়া দেওয়ায় কায়স্থ, নবশাখ ও বৈদ্য জাতীয় ছাত্রগণ গভর্ণমেণ্টের উদারতায় অনধিকৃত-পূর্ব্ব শাস্ত্রে এক্ষণে অনায়াসে অধিকারী হইয়া ব্রাহ্মণ ছাত্রের সহিত তুল্য ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তত্তৎ শাস্ত্রীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপযুক্ত উপাধি লাভে সমর্থ হইতেছেন। এইরূপে বৈদ্য ছাত্রগণ পূর্ব্বোক্ত টোল এবং সংস্কৃত-কলেজ হইতে পরীক্ষা দিয়া এক্ষণে কবিরত্ন, কাব্যবিশারদ, কাব্যতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ, সাংখ্যরত্ন, বেদান্ততীর্থ, ন্যায়তীর্থ, শাস্ত্রী, সরস্বতী প্রভৃতি বহুতর উপাধিতে ভূষিত হইতেছেন। বলা বাহুল্য, এতন্মধ্যে উচ্চ অঙ্গের উপাধিগুলি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতিতে লক্ষিত হইত না। পরিতাপের বিষয়, কোন কোন কৃতবিদ্য বৈদ্য-ছাত্র উল্লিখিত উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার যেরূপ অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পক্ষান্তরে, সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া অনেক বৈদ্যসন্তান যেরূপ বৈদ্যক-শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা উহাঁদিগের বৃত্তি পর্য্যালোচনা কালে বিবৃত হইবে।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হইতেছে যে, যে সকল বৈদ্যসন্তানদিগের জাতীয়-ব্যবসায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি (অন্ততঃ প্রথম হইতে) থাকে নাই, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের সহিত অন্যবিধ জীবিকা অর্জ্জনের অভিপ্রায়ে ইদানীন্তন স্কুল কলেজে অধ্যাপিত-বিদ্যা অনুশীলনে প্রবৃত্ত আছেন।

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে বৈদ্য জাতির আচারাদি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা গেল, বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ-পরিচয়ে কোন কোন স্থলে বৈশ্যাচারের ছায়া লইয়া আচার-বিশেষ (উপনয়ন, অশৌচ গ্রহণ) প্রতিপালনে প্রবৃত্ত আছেন; আবার ইহারা অম্বষ্ঠাপেক্ষা জাতিত্বে অনেক হীন হইয়াও বর্ত্তমান সমাজের উচ্চ জাতির সহিত ভোজ্যান্নতা বিষয়ে যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ করিয়াছেন; অপিচ, কায়স্থ

ও নবশাখ জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আপনাদিগের যাজকতা কার্য্যেও ব্রতী করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহাতে প্রতীতি হয়, প্রাচীন আর্য্য সমাজে অম্বষ্ঠের এবং পরবর্ত্তী কালে বৈদ্য-জাতির সামাজিক অবস্থা যেরূপ হীন ছিল, বৈদ্য-জাতিসাধারণ না হউক, বৈদ্য-সম্প্রদায়-বিশেষ তাহা অপেক্ষা এক্ষণে অনেক উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হইয়াছেন, বলিতে হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে বৈদ্য-সম্প্রদায় মধ্যে কিরূপে যে ঈদৃশ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন বা উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে যে কারণ-পরম্পরা মনে উদিত হয়, নিম্নে তাহাদের উল্লেখ মাত্র করিতেছি।

১। বহুদিন যাবৎ ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আর্য্য রাজশাসনের অভাব।

২। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বহুদিন হইতে শাস্ত্রচর্চ্চার হ্রাস এবং শাস্ত্রানুশাসনের প্রতি উপেক্ষা।

৩। হিন্দু-জাতি-তত্ত্বে অনেকের অনবধানতা।

৪। আধুনিক কালে সমাজ শাসনের উত্তরোত্তর শৈথিল্য-ভাব।

৫। এতদ্দেশে অধুনা রোগের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত উচ্চ জাতির সহিত বৈদ্যের অপেক্ষাকৃত বাধ্যবাধকতার বৃদ্ধি।

৭। স্বীয় সামাজিক অবস্থার উন্নতি কল্পে বৈদ্যগণের বহুদিন হইতে স্বতঃ পরতঃ সমবেত চেষ্টা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(১) বৈদ্য-জাতির বৃত্তি—চিকিৎসা,—(২) চিকিৎসা উপলক্ষে সমাজের সহিত বৈদ্যের সম্বন্ধ ও পূর্ব্বাপর ব্যবহার,—(৩) প্রকৃতিপুঞ্জ ও বৈদ্যের প্রতি রাজার (গভর্ণমেণ্টের) কর্ত্তব্য কিরূপ হওয়া প্রার্থনীয়।

১। বৈদ্য জাতির বৃত্তি—চিকিৎসা।

প্রস্তাবারম্ভে বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে চিকিৎসক মাত্রকে বৈদ্য বুঝাইত; তখন ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের লোক বৈদ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। অমৃতাচার্য্য দ্বিজাতি এবং স্থল বিশেষে শূদ্রকেও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার উল্লেখ করিয়াছেন। * ইহাতে বোধ হয়, সুশ্রুত গ্রন্থ প্রচার কালে অম্বষ্ঠ জাতি হয়ত সমাজে উদিত হয় নাই, অথবা উদিত হইয়া থাকিলেও উহারা বৈশ্য অথবা শূদ্র জাতিতে পরিগণিত হইত। কাল সহকারে যখন ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের অনুপাল্য কর্ম্ম ও বৃত্তি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইল, যখন বেদ অধ্যয়নে † অবহেলা করিয়া "অন্যত্র"—অন্য

---

* সুশ্রুত ২ অধ্যায়।

† "পূর্ব্বকাল হইতে ব্রাহ্মণেরা ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদই ভক্তি পূর্ব্বক পাঠ করিতেন, এবং বেদ তিন খানি বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। তজ্জন্য বেদের আর একটী নাম ত্রয়ী হইয়াছে। মনু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ঋগাদি ৩ খানি বেদেরই আদর দেখা যায়।" (১) মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন,—"অথর্ব্ববেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্তঃ শান্তিপৌষ্টিকাভিচারাদি-কর্ম্মপ্রতিপাদকত্বেন অত্যন্তবিলক্ষণ এব।" অর্থাৎ অথর্ব্ব বেদ যাগাদির অনুপযুক্ত; কেবল শান্তি, পৌষ্টিক ও আভিচারাদি কর্ম্মের প্রতিপাদকত্ব হেতু ইহা অন্যান্য বেদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই অথর্ব্ব বেদকে "ব্রাত্যবেদ"ও বলে, কেননা ইহাতে দ্বিজাতির সাবিত্রীভ্রষ্ট অর্থাৎ ব্রাত্যগণের বহু প্রশংসা আছে, "সমস্ত অথর্ব্ব বেদের ১৫শ কাণ্ডটী ব্রাত্যের প্রশংসায়

(•১) মনু ১ অ, ২৩, ৭৬, ৭৭। ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজূংষি সামানি।—শতপথ ব্রাহ্মণ। ৪।৬।৭।১।

শাস্ত্রে অতিশয় যত্ন করা দ্বিজাতির পক্ষে দূষণীয় এবং শূদ্রত্বের হেতু বলিয়া নিন্দাশ্রুতি প্রচারিত হইল,* তখন আয়ুর্ব্বেদোদিত চিকিৎসা কার্য্য দ্বিজাতির অকর্ত্তব্য স্থির হইয়া তাৎকালিক সমাজে অভ্যুদিত অম্বষ্ঠ নামক সঙ্কর জাতির উপযুক্ত বৃত্তিরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল। তদবধি চিকিৎসাবৃত্তি শূদ্রবৃত্তি রূপে আর্য্য সমাজে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে।

মনু বলিয়াছেন,—

যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥

১০ অ, ৪৬।

অর্থাৎ দ্বিজাতির যে সমুদায় অপসদ (অনুলোমজ) এবং অপধ্বংসজ (প্রতিলোমজ) পুত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারা দ্বিজাতির নিন্দিত বক্ষ্যমাণ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে। এস্থলে দ্বিজাতির অপসদ ও অপধ্বংসজ বলিতে মনু কাহাকে কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং দ্বিজাতির নিন্দিত কর্ম্ম বলিতে কিরূপ কর্ম্ম বুঝাইবে, টীকাকারগণ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। যথা—নন্দনঃ—"অপসদাঃ চৌরজাতাঃ অনুলোমজাঃ অভিষিক্তাদয়ঃ। অপধ্বংসজাঃ প্রতিলোমজাঃ সূতাদয়ঃ। অনুলোমজেষনন্তরাপুত্রব্যতিরিক্তাঃ অম্বষ্ঠাদয়শ্চ, সজাতীয়েষ্বপি কুণ্ডগোলকাদয়শ্চ দ্বিজানামেব কর্ম্মভির্দ্বিজার্থৈরেব কর্ম্মভিঃ চিকিৎসাশ্বসারথ্যাদিভিঃ বর্ত্তয়েয়ুর্জীবেয়ুঃ।"

অর্থাৎ অপসদ বলিতে অনুলোমজ—মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি এবং অপধ্বংসজ বলিতে প্রতিলোমজ—সূতাদি সঙ্কীর্ণজাতি। এস্থলে অনুলোমজের মধ্যে অনন্তরাজাত

পরিপূর্ণ।" (২) এদিকে এই ব্রাত্যদিগকে মন্বাদি প্রাচীন ঋষিরা দ্বিজাতির অধ্যয়ন, আচার ও ধর্ম্মাদি হইতে বহির্ভূত গণ্য করিয়াছেন। (৩) অতএব মনুপ্রমাণে যে "অন্যত্র" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ অথর্ব্ববেদ (সুতরাং তৎপ্রত্যঙ্গীভূত আয়ুর্ব্বেদও) এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত অপরাপর শাস্ত্র লক্ষিত, ইহা বুঝিতে হইবেক।

* যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ মনু ২ অ, ১৬৮।

(২) বিশ্বকোষে অথর্ব্ব-বেদ শব্দ দেখ।

(৩) মনু ২ অ, ৩৯।৪০।

(মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মাহিষ্য) পুত্র ব্যতীত অম্বষ্ঠাদি এবং সজাতীয় পুত্র মধ্যেও কুণ্ড গোলক পুত্রাদি, ইহারা দ্বিজাতিদেরই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা অশ্বসারথ্যাদি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই স্থলে টীকাকার নন্দন শ্লোকোক্ত "নিন্দিত" শব্দের অর্থ তাদৃশ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই জন্য মনুর অন্যান্য টীকাকারগণের কৃত অর্থ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।—

মেধাতিথি	'নিন্দিত' বলিতে	"প্রেষ্যকর্ম্ম"
সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ	ঐ	"ভৃত্যতা"
কুল্লূক	ঐ	"দ্বিজাতির উপকারক বক্ষ্যমাণ কর্ম্ম"
রামানন্দ	ঐ	"দ্বিজাতির প্রতিষিদ্ধ—উপেক্ষণীয় কার্য্য"
রামচন্দ্র	ঐ	"দ্বিজাতির উপযোগী—সেবাদি কার্য্য" বলিয়াছেন।

এক্ষণে সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, অনুলোমজ অম্বষ্ঠাদি অপসদ এবং প্রতিলোমজ সূতাদি অপধ্বংসজেরা দ্বিজাতির অকরণীয় বক্ষ্যমাণ বিশেষ বিশেষ সেবা কার্য্য দ্বারা দ্বিজাতির আজ্ঞাবহরূপে আপনাদিগের জীবিকা অর্জ্জন করিবে, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত।

ইহার পরেই মনু ইহাদের কার্য্যের কথা বলিতেছেন ; যথা,—

সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্‌পথঃ॥ ১০ অ।৪৭।

কুল্লূকের টীকা—সূতানাম্ অশ্বদমনযোজনাদিরথসারথ্যং জীবনার্থম্। অম্বষ্ঠানাং রোগশান্ত্যাদি চিকিৎসা। বৈদেহকানাং অন্তঃপুররক্ষণম্, মাগধানাং স্থলপথ-বণিজ্যা।

রামচন্দ্রের টীকা—অম্বষ্ঠানাং শূদ্রাদম্বষ্ঠা জাতাঃ। চিকিৎসকং শাস্ত্রং বৈদ্যকম্।

গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা—অম্বষ্ঠানাং কায়শল্যাদিচিকিৎসা। ** অম্বষ্ঠশ্চাত্রা-বদ্যায়াং শূদ্রজাতৌ বৌধায়নদর্শনাৎ বিজ্ঞেয়ো ন তু ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়া জাত এতচ্ছাস্ত্রোক্তো "যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুঃ" ইতি প্রস্তুতত্বাৎ।

এই স্থলে রামচন্দ্র ও গোবিন্দরাজ অম্বষ্ঠকে শূদ্রজাত বলিয়াছেন। গোবিন্দরাজ শেষোক্ত নীচবৃত্তির উপযোগিতার জন্য অম্বষ্ঠকে মনূক্ত ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত মনে না করিয়া বৌধায়ন প্রমাণ সাহায্যে শূদ্র বলিয়াই অবধারণ করেন। পরন্তু এস্থলে অম্বষ্ঠকে সাক্ষাৎ শূদ্র বলিয়া স্বীকার না করিলেও মহর্ষি মনু অম্বষ্ঠের জন্য কোন ন্যায্য কারণেই দ্বিজাতির সেবা অর্থাৎ শূদ্রবৃত্তি যে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত মনে করিবার কোনও কারণ নাই। সেইরূপ ন্যায্য কারণ নিতান্ত দুর্ব্বোধ্যও নহে। মনু যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অনন্তরজ অপসদকে অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মাহিষ্যকে পিতৃসদৃশ বলিয়াছেন, আর একান্তরজ অম্বষ্ঠকে বোধ হয় অধিকতর মাতৃদোষ বশতঃ সেরূপ বলেন নাই, এবং শাস্ত্রান্তরেও অম্বষ্ঠ মাতৃসদৃশ অর্থাৎ বৈশ্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন মনু উহাদিগকে বৈশ্য বলিয়াও যে মনে করেন নাই, তাহা উপলব্ধ হয়। অপর, মেধাতিথির অভিমতে অম্বষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রীমাত্রে (বিবাহসংস্কার ব্যতিরেকে) উৎপাদিত, জানা যায়; অতএব মনুর সময়ে ইহারা বৈশ্যাপেক্ষাও যে নিকৃষ্টস্থানীয় সুতরাং শূদ্রবিশেষ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমত অবস্থায় মনু ইহাদিগকে অন্যান্য দ্বিজাতির প্রতিলোমজ সূতাদি শূদ্র জাতির সহিত দ্বিজাতির হেয় প্রেষ্যকার্য্যে যে নিযুক্ত করিবেন, তাহা অযুক্ত বলিয়াই বা কেন বিবেচিত হইবে? যাহা হউক, প্রাচীনকালে সমাজে জাতি ও জাতিবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রাক্কালে, এবং হয়ত কিছুকাল পরেও, দ্বিজাতিগণ অবশ্য আয়ুর্ব্বেদানুশীলন ও চিকিৎসা কার্য্য করিতেন; পরন্তু যখন উক্ত উভয় কার্য্যই তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বা বৃত্তির অন্তর্ভূত ছিল না, তখন তাঁহারা কেবল বিজ্ঞানোন্নতি, তৎসঙ্গে সমাজের হিতের জন্যই চিকিৎসা করিতেন, উপলব্ধি হয়। পরবর্ত্তী কালে, সম্ভবতঃ যখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয়-বর্ণনির্দ্দিষ্ট বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্ম ও বৃত্তি উপেক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে অধিকতর নিবিষ্ট হইলেন এবং তদ্দ্বারা সমাজের সকল জাতির নিকট হইতে ধনোপার্জ্জনও করিতে লাগিলেন, তখন শাস্ত্রকারেরা চিকিৎসা কার্য্য দ্বিজাতির অকরণীয় স্থির করিয়া অম্বষ্ঠ জাতির বৃত্তিরূপে অবধারণ করিয়া দিয়া থাকিবেন, ইহা অসঙ্গত নহে। আর ইহাও অননুমেয় নহে যে, স্মার্ত্তিককালে যখন হিন্দুসমাজে শৌচাচার পালন বড় প্রবল হইয়া উঠে, তখন অশুচি জনক চিকিৎসা কার্য্যে (যেমন অস্পর্শ্য

ব্যক্তি ও বস্তু স্পর্শ, জীবহিংসা ইত্যাদি) নিয়ত লিপ্ত থাকা শৌচাচার-নিরত দ্বিজাতির (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের) পক্ষে কিছুতেই কর্ত্তব্য বোধ হয় নাই। যাহা হউক, আর্য্য-সমাজ-রক্ষক শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ অবশ্য তাঁহাদের বিবেচনায় উপযুক্ত জ্ঞানে চিকিৎসা কার্য্য অম্বষ্ঠ জাতিরই বৃত্তিরূপে স্থির করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহা বিশ্বাসযোগ্য যে, প্রাচীন সমাজে অম্বষ্ঠ জাতি শাস্ত্রশাসনে বংশানুক্রমে উক্ত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। যখন সমাজের চিকিৎসা কার্য্যের ভার অম্বষ্ঠ জাতির উপরে বিশিষ্টভাবে ন্যস্ত ছিল, অপিচ যখন প্রজা-কুলের অনুপাল্য ধর্ম্ম ও বৃত্তি পরিদেবনা করা রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল, তখন ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজে (অন্ততঃ আর্য্য রাজশাসনের শেষ কাল পর্য্যন্ত) সামাজিকগণের সর্ব্ববিধ রোগের চিকিৎসা প্রধানতঃ অম্বষ্ঠগণই করিতেন। কালসহকারে সমাজে অম্বষ্ঠকুল ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিলে বৈদ্যকুল অভ্যুদিত হইয়া চিকিৎসা-ক্ষেত্র অধিকার করেন, ইহা উপলব্ধ হয়। পরন্তু তৎকালে আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা যে কিরূপ বিদ্যমান ছিল এবং বৈদ্যজাতি যে তাহা কত আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ফলতঃ ইহা অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন-কাল-প্রচলিত সমগ্র আয়ুর্ব্বেদোদিত চিকিৎসা-বিদ্যা নবোদিত বৈদ্যকুল লাভ করেন নাই; কেননা তাহা হইলে বর্ত্তমান বৈদ্যজাতিকে পুরুষানুক্রমে কেবল ঔষধ-সাধ্য রোগের চিকিৎসায় নিরত থাকিতে দেখা যাইত না। যাহা হউক, এক্ষণে বর্ত্তমান বৈদ্যজাতি কিরূপ আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা করত কিরূপ চিকিৎসাকুশল হইয়া জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত আছেন, তাহা অনুধাবন করা যাইতেছে।

বৈদ্যজাতির আয়ুর্ব্বেদচর্চ্চা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ কি, এবং আয়ুর্ব্বেদের বিষয় ও প্রয়োজন কি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাঠক-গণকে দেওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদ বেদ-পদবাচ্য নহে। ভগবান ধন্বন্তরি বলিয়াছেন,—

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গম্ অথর্ব্ববেদস্য। *

অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ; উপাঙ্গ বলিতে অঙ্গের অঙ্গ,—প্রত্যঙ্গ

* সুশ্রুত ১ অ।

বুঝায়। চরক ঋষিও বলিয়াছেন, অন্যান্য বেদ অপেক্ষা অথর্ব্ব বেদ অবলম্বনেই চিকিৎসা-তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। * আচার্য্য ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ সূত্র করিয়াছেন। যথা—

"আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতেঽনেন বা আয়ুর্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ। †

আয়ুর্ব্বেদের সূত্র।

অর্থাৎ যাহাতে আয়ুর বিষয় আছে বা যাহা দ্বারা উহা জানা যায় কিম্বা যাহা দ্বারা আয়ু লাভ করা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বহুবিস্তৃত হইলেও শিক্ষা-সৌকর্য্যের জন্য উহা পূর্ব্বে সংক্ষেপে যে আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহাই ধন্বন্তরি সুশ্রুত প্রভৃতি শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। উহার এক একটী ভাগকে এক একটী তন্ত্র বলে; যথা—শল্যতন্ত্র, শালক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ভূতবিদ্যাতন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়ন-তন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, শল্যতন্ত্রে যন্ত্রশস্ত্রাদি-সাধ্য যাবতীয় রোগ ও তাহার চিকিৎসা, শালক্যতন্ত্রে কর্ণ নয়ন নাসিকা মুখ জিহ্বা তালু প্রভৃতি উর্দ্ধস্কন্ধ দেশীয় যাবতীয় রোগের চিকিৎসা, কায়-চিকিৎসা-তন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত অর্থাৎ জ্বর অতিসার কুষ্ঠ মেহ প্রভৃতি রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা, ভূত-বিদ্যা-তন্ত্রে দেব পিশাচাদি কর্ত্তৃক চিত্ত আবিষ্ট হওয়ায় যে সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ ও চিকিৎসার উপায়, কৌমারভৃত্য-তন্ত্রে সদ্যোজাত শিশুর পালন ও শিশুপীড়ার উপশমের বিধানাদি, অগদতন্ত্রে স্থাবর জঙ্গমাদি বিবিধ বিষের চিকিৎসাদি, রসায়নতন্ত্রে পরমায়ু বল মেধাদি বৃদ্ধি করিবার এবং দেহ নীরোগ রাখিবার উপায়, এবং বাজীকরণ-তন্ত্রে বিবিধ শুক্রদোষের চিকিৎসা এবং ক্ষীণ শরীরে বলবৃদ্ধি ও চিত্তের আনন্দবিধানের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ধন্বন্তরি এই সকল তন্ত্রের মধ্যে শল্যতন্ত্রকে আশুক্রিয়াকারিতা, ও যন্ত্র শস্ত্র ক্ষার ও অগ্নির প্রয়োগকারিতা হেতু, এবং তন্ত্রান্তরের সহিত অন্য বিষয়ের সমতা প্রযুক্তও অপরাপর সকল তন্ত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ‡ তাঁহার মতে রোগাক্রান্তদিগকে রোগ হইতে

আয়ুর্ব্বেদের অষ্টতন্ত্র ও তদ্বর্ণিত বিষয়।

* চরক, সূত্রস্থান, ৩০ অধ্যায়। † সুশ্রুত ১ অ।

‡ অষ্টাস্বপি চায়ুর্ব্বেদতন্ত্রেষেতদেবাধিকমভিমতমাশুক্রিয়াকরণাদ্ যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানাৎ সর্ব্বতন্ত্রসামান্যাচ্চ। সুশ্রুত, ১ অ।

মুক্ত করা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা করা আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন অর্থাৎ উদ্দেশ্য। * অতএব বুঝা যাইতেছে, আয়ুর্ব্বেদের কথিত অষ্টাঙ্গ বা অষ্টতন্ত্রের সাহায্যেই তাবৎ রোগের প্রতীকার ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইবার কথা। আবার যখন জানা যাইতেছে যে, উক্ত অষ্ট তন্ত্রের মধ্যে শল্যতন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং কার্য্যকারী, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, শল্যতন্ত্র ব্যতীত আর আর সকল তন্ত্রোক্ত উপায় দ্বারাও অনেক উৎকট ও আশুপ্রতীকার্য্য রোগের চিকিৎসা নিষ্পন্ন হইবার নহে। যাহা হউক, দেখা যায়, যাবতীয় রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা যদিও উক্ত অষ্টতন্ত্রের মধ্যে বিনিবেশিত, পরন্তু চিকিৎসার প্রণালী অনুসারে রোগ সমুদয়কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন, রোগ দ্বিবিধ, এক শস্ত্রসাধ্য, দ্বিতীয় স্নেহাদি-ক্রিয়াসাধ্য। † পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিধানেও বহুকাল হইতে রোগ সকল দ্বিভাবে বিভক্ত (Surgical and medical) হইয়া আসিয়াছিল, এখনও সামান্যতঃ তাহাই আছে। বাস্তবিক রোগের এরূপ বিভাগ সর্ব্বত্র সমীচীন না হইতে পারে ; কেননা স্থলবিশেষে মিশ্র-চিকিৎস্য রোগেরও বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন মেহ রোগ ঔষধসাধ্য বটে, কিন্তু উক্ত রোগে ব্রণাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে তজ্জন্য শস্ত্রচিকিৎসারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐরূপ শস্ত্রসাধ্য স্ফোটক রোগে ঔষধসাধ্য উদরাময় উপস্থিত হইতে পারে, ইত্যাদি। অতএব রোগ প্রশমনের জন্য চিকিৎসকের উভয়বিধ চিকিৎসা-প্রণালীতেই পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের আদিগুরু ধন্বন্তরি যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, যথা—"যে বৈদ্য শস্ত্রক্রিয়া এবং স্নেহাদিক্রিয়া না জানেন, তিনি লোভ বশতঃ রোগীকে বিনাশ করেন। রাজার অমনোযোগ বশতই এরূপ কুবৈদ্য হইয়া থাকে। রথ যেরূপ দুইখানি চক্র-বিশিষ্ট হইলে যুদ্ধকার্য্য

রোগ মোচন ও স্বাস্থ্যরক্ষা করা আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন।

বৈদ্যের উভয়বিধ (শস্ত্রসাধ্য ও স্নেহাদিসাধ্য) রোগের চিকিৎসা জানা আবশ্যক।

* ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বস্থস্য রক্ষণঞ্চ।
সুশ্রুত, সূত্র স্থান, ১ অ।

† দ্বিবিধা ব্যাধয়ঃ শস্ত্রসাধ্যাঃ স্নেহাদিক্রিয়াসাধ্যাশ্চ। সুশ্রুত, সূত্র স্থান, ২৪ অ।

নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ বৈদ্য ঐ দুইপ্রকার কার্য্য জানিলে চিকিৎসা কার্য্যে পারগ হয়েন।" *

অতঃপর প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। অর্থাৎ এক্ষণে বৈদ্যজাতি কিরূপ আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা করত কিরূপ চিকিৎসা-কুশল হইয়া জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত আছেন?

বোধ হয় ইহা সকলেই অবগত আছেন, আমাদের বৈদ্যগণ পূর্ব্বোক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় অষ্টতন্ত্রের মধ্যে প্রধানতম যে শল্যতন্ত্র তাহা এবং অন্যান্য অপ্রধান তন্ত্রও স্পর্শ না করিয়া, প্রধানতঃ কায়চিকিৎসা-তন্ত্রকে অবলম্বন করত চিকিৎসা কার্য্যে নিরত আছেন। অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদের যে ভাগে শস্ত্রক্রিয়ার উপদেশ আছে, তাহার অনুশীলন পরিহার করিয়া, কেবল যে ভাগে স্নেহাদিক্রিয়ার উপদেশ আছে, তাহাই যথাসাধ্য চর্চ্চা ও অবলম্বনে কতকগুলি রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত আছেন। সুতরাং ইহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, আয়ুর্ব্বেদের প্রধানতম ও অন্যান্য তন্ত্রোক্ত অথবা শস্ত্রসাধ্য যাবতীয় রোগের তত্ত্ব ও তাহার চিকিৎসা বিষয়ে বর্ত্তমান বৈদ্যকুল নিতান্ত অনভিজ্ঞ আছেন। ভারতের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ কত কাল হইতে বৈদ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ বা পূর্ব্বাধিকারী অম্বষ্ঠগণ আয়ুর্ব্বেদের এরূপ ক্ষুদ্রাংশ অবলম্বন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের ঘোরতর ব্যাঘাত ঘটাইয়া আসিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। ইহা অবশ্য উপলব্ধ হয়, যদবধি প্রকৃত হিন্দু রাজশাসন এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে কাল হইতে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির প্রজাকুলকে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব ধর্ম্ম ও বৃত্তিতে রক্ষা করা রাজকর্ত্তব্যের বহির্ভূত হইয়াছে, তদবধি অন্যান্য জাতির সহিত অম্বষ্ঠ, তদনন্তর বৈদ্য জাতিরও শাস্ত্রবিহিত চিকিৎসা কার্য্য সম্যক্ বা অসম্যক্ সম্পাদন অথবা এককালে উহা পরিত্যাগ করা

* ছেদ্যাদিষনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যো নৃপদোষতঃ॥ ১৭
যস্তূভয়জ্ঞো মতিমান্ স সমর্থোঽর্থসাধনে।
আহবে কর্ম্ম নির্ব্বোঢ়ুং দ্বিচক্রঃ স্যন্দনো যথা॥ ১৮
সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৩ অঃ

তাঁহাদের ইচ্ছার অধীন হইয়া থাকিবে; সম্ভবতঃ সেই অবধি আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের ও তদুদিত চিকিৎসারও একদেশ গ্রহণের সূত্রপাত হইয়াছে। যাহা হউক, পরবর্ত্তী কালে বৈদ্যজাতি আয়ুর্ব্বেদের কয়টী অঙ্গ অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতেন, তাহা বলা যায় না। * পরন্তু উহাঁদের বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্র দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, বৈদ্যগণ বহুকাল হইতে প্রধানতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় কায়তন্ত্র অবলম্বনেই অথবা অন্য কথায় ঔষধসাধ্য রোগেরই চিকিৎসায় ব্রতী আছেন। সুতরাং ঐ সঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, অস্মদ্দেশে যন্ত্রশস্ত্রাদি-সাধ্য বহুবিধ রোগের চিকিৎসা-প্রণালী বৈদ্যগণ অনেক দিন হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইয়াছে, হিন্দু সমাজে বৈদ্যোপেক্ষিত অনেক রোগের চিকিৎসা আদৌ হইতে পায় নাই, অপর কতকগুলি রোগের যথা-সম্ভব চিকিৎসা সমাজস্থ অতি নীচ জাতীয় নিরক্ষর সুতরাং নিতান্ত অনুপযুক্ত লোক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে হিন্দু সমাজের নাপিত জাতি শস্ত্রাদিসাধ্য ব্রণ বা ক্ষতাদি রোগের, মালজাতি বা মালবৈদ্য চক্ষুরাদি রোগের এবং উহাদের স্ত্রীলোকেরা বালরোগের, হাড়ি মুচি জাতীয় স্ত্রীলোকেরা প্রসব কার্য্যের, গুর্ব্বিণীরা (ইহারা নানাজাতীয়) আঁতুড়ে রোগী ও সদ্যোজাত-শিশু-পীড়ার, রোজাগণ (ইহাদের জাতির ঠিক নাই, চণ্ডাল ও মুসলমানও রোজা হয়) ভৌতিকাদি রোগের, † সাপুড়েগণ (ইহাদিগেরও জাতির ঠিক

* মহাভারত প্রচার কালে চতুর্বিধ বৈদ্যের অস্তিত্ব ছিল জানা যায়, যথা ১ রোগহর, ২ বিষহর, ৩ শল্যহর, ৪ কৃত্যাহর। (১) বোধ হয়, যাঁহারা ঔষধসাধ্য রোগের চিকিৎসক তাঁহারা রোগহর, যাঁহারা বিবিধ বিষের চিকিৎসক তাঁহারা বিষহর, যাঁহারা শল্যতন্ত্রানুযায়ী চিকিৎসক তাঁহারা শল্যহর, এবং যাঁহারা ভূতাদি ও অভিচার-জাত রোগের জন্য গ্রহশান্তি কার্য্য ও ঔষধাদি ধারণ করাইয়া চিকিৎসা করিতেন তাঁহারা কৃত্যাহর, এইরূপ সংজ্ঞিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে শালক্যাদি অন্যান্য তন্ত্রের চিকিৎসা বিলুপ্ত হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না।

† প্রসব-ক্ষেত্রে প্রসূতি ও শিশুর কতকগুলি রোগ হয়, যাহাকে অজ্ঞ লোকেরা ভূতে পাওয়া, ডাইনে খাওয়া, পেঁচো পাওয়া ইত্যাদি বলে; রোজারা ঐ সকল রোগ মন্ত্রাদি দ্বারা "ঝাড় ফুঁক" করিয়া এবং ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করে।

(১) শব্দকল্পদ্রুম, বৈদ্য শব্দ দেখ।

নাই, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ-মতে সাপুড়ে জাতি বৈদ্যের সঙ্কর সন্তান-বিশেষ, এবং ইহারা বৈদ্যগণের প্রয়োজনীয় সর্পবিষ সংগ্রহ করিয়া থাকে) কেবল সর্পাদি-দংশন-বিষের, আর বেদিয়াগণ (বোধ হয় বৈদ্য শব্দের অপভ্রংশে বেদিয়া শব্দ জন্মিয়াছে, ইহাদিগকেও একপ্রকার বৈদ্যবিশেষ বলিতে হয়, ইহারা হাড়ি সদৃশ নীচজাতি, বৈদ্যদিগকে ঔষধার্থ নানাবিধ গাছগাছড়া আহরণ করিয়া দেয়) বাতাদি রোগের এবং ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও বাত ও শিশু-পীড়ার চিকিৎসা করিয়া আসিতেছে। এইরূপে একাল পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামে এবং (সামান্য ভাবে) নগরীতেও কথিত শ্রেণীর হাতুড়ে চিকিৎসকগণ নানাবিধ বৈদ্য-ত্যক্ত রোগের যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত আছে, দেখা যায়। ভারতের সৌভাগ্য বশতঃ যদি ইংরাজরাজ-শাসনের সহিত য়ুরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালী এতদ্দেশে উদিত এবং ক্রমশঃ প্রচলিত না হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় কত শত রোগী যে, বিনা চিকিৎসায় এবং কথিত হাতুড়ের হাতে কুচিকিৎসায় প্রাণ হারাইত, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? এখনও যে, সেরূপ অনেকে প্রাণ হারাইতেছে না, তাহা কে বলিবে? কেননা রাজ্যের সর্ব্বত্র ত য়ুরোপীয় চিকিৎসা প্রচলিত ও সম্যক্ গৃহীত হয় নাই। * যাহা হউক, এক্ষণে বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান কালে বৈদ্যজাতি বা বৈদ্যক-চিকিৎসা-ব্যবসায়ী অন্য কোন জাতির মধ্যে এমন কাহাকেও দেখা যায় না, যিনি আর্য্যজাতির সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনায় বা অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন; সেরূপ থাকাই যে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় কি বলিব, বৈদ্যকুলের মধ্যে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত এবং তদুদিত চিকিৎসা কার্য্যে সম্যক্ কুশল এমন একটী লোক দৃষ্ট না হইলেও, ইদানীং অমুক কবিরাজ (কবিরাজ শব্দ এক্ষণে বৈদ্যবাচী হইয়াছে) আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক, অমুক বৈদ্যের আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়, কাহারও বা আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়, ইত্যাকার আয়ুর্ব্বেদ-চর্চ্চা-পরিচায়ক বহুতর বিজ্ঞাপনে দেশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। পাঠক! যেস্থানে শিক্ষক-বৈদ্যের অবসর ক্রমে ২।৫ জন ছাত্রকে পরিভাষা ও নিদানাদি সামান্য সংগ্রহ গ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়, যথায় উক্ত ছাত্রগণ

---

* রাজ্যের সর্ব্বত্র যে য়ুরোপীয় চিকিৎসা এখন প্রচলিত বা সুখপ্রাপ্য হয় নাই, তদ্বিষয়ের অভিযোগ অন্যত্র করা হইবে।

ঐ শিক্ষক-বৈদ্যের তত্ত্বাবধানে যথাকথঞ্চিৎ ঔষধাদি প্রস্তুত কার্য্য শিখে, এবং চিকিৎসার্থ উপস্থিত স্বল্পসংখ্যক ঔষধসাধ্য রোগগ্রস্ত (কেন না অন্য রোগগ্রস্ত লোক ত আর প্রায় বৈদ্যের নিকট যায় না) রোগীর নিমিত্ত প্রদত্ত ব্যবস্থা ও ঔষধ বিতরণ করা দেখে, তাহাও কি আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় নামের যোগ্য? না, ঐ শিক্ষক-বৈদ্যকে আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক বলা যাইতে পারে? অথবা ঐরূপ ছাত্রকে আয়ুর্ব্বেদের ছাত্র বলা সঙ্গত হয়? অথচ কালে এই ছাত্র-গণই কবিরাজ হইয়া ক্রমশঃ "আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক" সাজিয়া বসিবেন। অপর, হয় ত অনেকে অবগত থাকিতে পারেন, ইতঃপূর্ব্বে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-চর্চ্চা এ দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল; এমন কি, কাহারও গৃহে সুশ্রুত চরকাদি পুঁথি পর্য্যন্ত ছিল না। তখন কেবল কয়েকখানি আয়ুর্ব্বেদের সংগ্রহ-গ্রন্থ (যেমন মাধবনিদান, চক্রদত্ত, ভৈষজ্য-রত্নাবলী, পরিভাষা, দ্রব্যাভিধান (উত্তর-পশ্চিমা-ঞ্চলে ভাবপ্রকাশ) ইত্যাদি শিক্ষার বিষয় ছিল। আবার, সকল বৈদ্যছাত্র যে ঐ সমস্ত গ্রন্থে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাও নহে; যেহেতু অনেকের সংস্কৃত লেখা পড়ায় এত অল্প অধিকার থাকিত যে, তাঁহারা উপরি উক্ত গ্রন্থের অর্থপরিগ্রহে অসমর্থ হইয়া কেবল উহার কতক কতক অংশ অভ্যাস করিয়া রাখিতেন এবং ঔষধাদির ব্যবহার (অর্থাৎ যে রোগাধি-কারে যে ঔষধ দিতে হয়) শিক্ষক-বৈদ্য বা পিত্রাদির নিকট যথাসম্ভব শিখিয়াই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতেন। এখনও এরূপ বৈদ্যের অভাব নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিদানাদি সংগ্রহ পাঠ করিয়াই চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; অপর কেহ কেহ হয়ত ততদূরও শ্রম স্বীকার না করিয়া নিদানের কিয়দংশ এবং পরিভাষার কতক শিক্ষা করিয়াই পৈতৃক ব্যবসায়ে রত হন। একদা একটী প্রাচীন জাতি-বৈদ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—মহাশয়! আয়ুর্ব্বেদ কি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছি-লেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—আমি নিদানের জ্বরাধিকার পর্য্যন্ত পড়িয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—কবিরাজ মহাশয়! নিদান ত বড় পুঁথি নহে এবং তাহাতে চিকিৎসার ত কোন কথা নাই; তবে আপনি উহার জ্বরাধিকার পর্য্যন্ত পড়িয়াই কিরূপে চিকিৎসা করিতে পারিলেন? তদুত্তরে

তিনি বলিয়াছিলেন,—শুন বাবু! আমরা বৈদ্যের ছেলে, পেট থেকে পড়িয়া অবধি রোগের চিকিৎসা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, আমাদের কি সকল রোগের কথা পড়িতে হয়? না, ঔষধ তৈল প্রস্তুত করিতে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়? উহা ত ঘরের পেঁতে দেখিয়া চিরকাল প্রস্তুত করি এবং সেই সকল ঔষধ দ্বারা সকল রোগের চিকিৎসাও করিয়া আসিতেছি। যাহা হউক, একটু অনুসন্ধান করিলে অনেক বৈদ্যের আয়ুর্ব্বেদে বা বৈদ্যগ্রন্থে দখল এইরূপ জানা যাইবে।

এস্থলে কথিত পেঁতের কথা কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। অনুমান ২।৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশে (কেহ কেহ বলেন পূর্ব্ববঙ্গে) কয়েকখানি তন্ত্র গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ঐ সকল তন্ত্রে পারদাদি ধাতু-ঘটিত কতকগুলি ঔষধ প্রস্তুতের অভিনব প্রণালী (যাহা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হয় নাই) তৎপ্রণালীলব্ধ ঔষধ দ্বারা রোগবিশেষের চিকিৎসার উপদেশ লিপিবদ্ধ থাকে। * ঐ সকল তন্ত্র অবলম্বনে, কোন্ সময়ে ঠিক বলা যায় না, এক সময়েও না হইতে পারে, কয়েকখানি সংগ্রহগ্রন্থ (বোধ হয় ইহাদেরই নাম রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসেন্দ্র-সারসংগ্রহ, রসেন্দ্রকৌমুদী ইত্যাদি হইবে) সংরচিত হইয়া প্রচারিত হইয়া-ছিল। বর্ত্তমান বৈদ্যগণের ঊর্দ্ধতন, সম্ভবতঃ পঞ্চম ষষ্ঠ পুরুষেরা ঐ সকল

* একে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের অনেক মূলগ্রন্থ বহুকাল হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এবং প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদিক সংগ্রহগ্রন্থে যে সমস্ত ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশই উদ্ভিদ্ দ্রব্যজাত অর্থাৎ গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত সাধ্য; তাহাতে বহুকাল যাবৎ ঐ সকল গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা না থাকায় তদুদিত অনেক ঔষধ ও ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। এমন কি, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদোক্ত অনেক গাছগাছড়া উপযুক্ত যত্নের অভাবে পরবর্ত্তী কালে দুষ্প্রাপ্য ও বৈদ্যগণের অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্য দেখা যায়, তাদৃশ উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের অভাবে বহু অনুকল্প দ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারেন, অনুকল্প দ্রব্য (Substitutes) কখনই মুখ্যদ্রব্যের (Principle এর) সর্ব্বাংশে তুল্য গুণকারী নহে; সুতরাং অনেক স্থলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ যথাযথ প্রস্তুত হওয়া অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই এমন অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসাধ্য রোগের চিকিৎসার যে বিশেষ অবনতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। বোধ হয়, এই সময়েই ধাতুঘটিত ঔষধাদি উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে, কেননা প্রয়োজনই আবিষ্কারের জনক কথিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থোক্ত নূতন প্রণালীতে কতকগুলি ধাতু ঘটিত ঔষধ প্রস্তুত পূর্ব্বক তদ্দ্বারা কতকগুলি গুরুতর কায়রোগের চিকিৎসায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তদবধি তন্ত্র নির্দ্দিষ্ট ঐ সকল ঔষধের ব্যবহার প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। বাস্তবিক, কথিত তন্ত্রোপদিষ্ট প্রণালী-সম্ভূত ঔষধগুলি যদি পূর্ব্ব হইতে আবিষ্কৃত ও চিকিৎসার্থ প্রযুক্ত হইয়া না আসিত, তাহা হইলে এতদিনে বৈদ্যক-চিকিৎসার যে কি অধোগতি হইত তাহা বলা যায় না; পক্ষান্তরে, ইদানীং স্থলবিশেষে বৈদ্যক-চিকিৎসার যে সুফল প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা কখনই দেখিতে পাওয়া যাইত না। যাহা হউক, কথিত তন্ত্রোক্ত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী দেশভেদে ও বিভিন্ন লোকের হস্তে কিছু কিছু ভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে; সে জন্য দেখা যায়, বর্ত্তমান বৈদ্যগণের বিভিন্ন বংশে উল্লিখিত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর বিভিন্ন বিভিন্ন হস্তলিপি চলিয়া আসিয়াছে। ইহাকেই সচরাচর পাঁতি বা পেঁতে বলে। যে বংশে যে প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত এবং ঔষধবিশেষের যে উপাদান দ্রব্যের অভাবে যে দ্রব্য অনুকরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, অপিচ প্রস্তুত ঔষধের ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উহার উপাদান দ্রব্যেরও মাত্রার যেরূপ সময়ে সময়ে ন্যূনাধিক্য করা আবশ্যক হইয়াছে, তত্তাবৎ উহাতে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। এই পেঁতে বংশের অধস্তন পুরুষ কর্ত্তৃক সমধিক অনুসৃত ও আদৃত হইয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, কথিত পেঁতে বংশবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি। হয়ত অনেকে অবগত থাকিতে পারেন যে, যে সকল বৈদ্যের গৃহে ঐরূপ পেঁতে আছে, তাঁহারা শিক্ষক হইলে স্ব স্ব ছাত্রদিগকে সাধারণ পুস্তকের নিয়মানুসারেই ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী ও অনুকল্পাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। পরন্তু স্বীয় বংশ-রক্ষিত ও নিজ-ব্যবহৃত পেঁতের গুহ্য বিষয়গুলি কিছুতেই উহাদিগকে জানিতে দেন না। উহা কেবল স্বীয় বংশধরদিগকেই জানাইবার জন্য তাঁহারা গোপন রাখিয়া থাকেন। বৈদ্যগণের ঈদৃশ কৃপণতা ও কপটতা প্রসিদ্ধই আছে, গ্রাম্য ভাষায় এইরূপ ব্যবহারকে "কাবিরাজী" বলিয়া থাকে। যাহা হউক, ইহাতে ছাত্রগণ ঔষধ প্রস্তুত করণ ও চিকিৎসা বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াও উত্তরকালে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া গুরুর অনুরূপ ঔষধ (উপযুক্ত অনুকল্পাদির জ্ঞানাভাবে) প্রস্তুত করিতে না পারিয়া সুতরাং তদনুরূপ ফললাভে বঞ্চিত হন এবং সেজন্য মনে

মনে যথোচিত গুরুদক্ষিণা দিয়া থাকেন। অত্র নগরীতে এক খ্যাতনামা প্রাচীন বৈদ্য ছিলেন, তিনি চিরানুগত এবং প্রিয়পাত্র ভাগিনেয়কেও স্বীয় বংশ-প্রচলিত অনুকল্প দ্রব্যাদির শিক্ষাদানে কৃপণতা করিয়াছিলেন। অবশ্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রগণ কোন কোন স্থলে গুরুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াও লইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বিরল। যাহা হউক, এইরূপ সামান্য বৈদ্যক-গ্রন্থ পাঠ ও কথিত পেঁতের সাহায্যে অধিকাংশ বৈদ্যসন্তান চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

অপর, পূর্ব্বে যেরূপ উক্ত হইয়াছে যে, ইদানীং বৈদ্যসন্তানেরা অনেকে সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলনে জ্ঞানলাভ করিতেছেন (ইহাতে পাঠক যেন এমন মনে না করেন যে পূর্ব্বে বৈদ্যদিগের মধ্যে সংস্কৃতশাস্ত্রে অধিকতর সুপণ্ডিত লোক ছিলেন না), ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাও আয়ুর্ব্বেদের একদেশমাত্র আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার ততদূর চেষ্টা না করিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় উপাধিলাভ করত যৎকিঞ্চিৎ চিকিৎসা-জ্ঞান সংগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। ইদানীং যদিও মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে এবং কোন কোন উদ্যমশীল লোকের (ইহার মধ্যে বৈদ্যও আছেন এবং পুস্তকব্যবসায়ীও আছেন) যত্নে লুপ্তপ্রায় কতক কতক প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ (সুশ্রুত, চরক, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি) দেশ দেশান্তর হইতে পুঁথি আহৃত হইয়া মুদ্রিত ও (ক্রমে সটীক ও সানুবাদও) প্রকাশিত হইয়া সকলের সুখপ্রাপ্য হইয়াছে সত্য, পরন্তু প্রধানতঃ কায়চিকিৎসা-তন্ত্র ভিন্ন বৈদ্যদিগের চির-উপেক্ষিত শল্যাদিতন্ত্র শিক্ষা দিবার উপযুক্ত লোকের অভাবে * সংস্কৃত ভাষায় বা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছাত্রেরাও তাহা আয়ত্ত করিতে পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষমই আছেন। আয়ুর্বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের ন্যায় গুরুমুখ-সাপেক্ষ, ইহা সম্যক্ অধ্যয়নের সহিত কৃত-কর্ম্মা গুরুর নিকট ঔষধাদি প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং রোগ পরিদর্শন ও তচ্চিকিৎসা যুগপৎ শিক্ষা না করিলে কোনও ফল লাভ হয় না। বরং মন্দ ফলই

---

* কিছুকাল গত হইল অত্রত্য সংস্কৃত কলেজে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের এক শ্রেণী খোলা হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

সতত অনিবার্য্য। এ বিষয়ে ধন্বন্তরির যে উপাদেয় মন্তব্য আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—"যুদ্ধকালে ভীরু ব্যক্তি যেরূপ অবসন্ন হয়, চিকিৎসা শিক্ষা না করিয়া কেবল শাস্ত্র পাঠ করিলে চিকিৎসা করিবার কালে বৈদ্যও সেইরূপ অবসন্ন হইয়া থাকেন। এবং যে বৈদ্য চিকিৎসা-কার্য্যে কুশল হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেন, তিনি সাধুদিগের নিকট মান্য হইতে পারেন না। ভূপতি কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। এই দুই প্রকার বৈদ্যই চিকিৎসা-কার্য্যে পারগ নহেন। ব্রাহ্মণ যেমন বেদের অর্দ্ধাংশ মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদোক্ত কার্য্য করিলে বিফল হয়, সেইরূপ মূর্খ বৈদ্য অমৃতের ন্যায় ঔষধ দিলেও কোন ফল হয় না। বরং তাহা শস্ত্র, বজ্র বা বিষের ন্যায় হয়। অতএব উক্ত দুই প্রকার বৈদ্যকে পরিত্যাগ করিবে। যে বৈদ্য শস্ত্রক্রিয়া ও স্নেহাদি-ক্রিয়া না জানেন, তিনি লোভ বশতঃ রোগীকে বিনাশ করেন।" *

বৈদ্যগণের আয়ুর্ব্বেদ ও চিকিৎসা শিক্ষা আংশিক মাত্র।

আমাদের বৈদ্যগণ কি শাস্ত্র (আয়ুর্ব্বেদ) কি কার্য্য (চিকিৎসা) উভয়ই সম্যক্ শিক্ষা করেন না। আবার, শস্ত্রাদি ক্রিয়ার ত কথাই নাই, স্নেহাদি ক্রিয়ারও কিয়দংশ মাত্র শিক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে নিতান্ত আংশিক মাত্র হইয়া আসিতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পরন্তু, কেহ কেহ মনে করেন, এবং বৈদ্যগণও প্রচার করিয়া থাকেন যে, সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতেছে। পাঠকগণ! ইহা কি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন? এরূপ বিশ্বাস যে নিতান্ত ভ্রম-বিজৃম্ভিত।

* যস্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ।
স মুহ্যত্যাতুরম্প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবম্॥
যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্রবহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধং চার্হতি রাজতঃ॥
উভাবেতাবনিপুণাবসমর্থৌ স্বকর্ম্মণি।
অর্দ্ধবেদধরাবেতাবেকপক্ষাবিব দ্বিজৌ॥
ওষধ্যোঽমৃতকল্পাস্তু শস্ত্রাশনিবিষোপমাঃ।
ভবন্ত্যজ্ঞৈরুপহৃতাস্তস্মাদেতৌ বিবর্জ্জয়েৎ॥
ছেদ্যাদিষনভিজ্ঞো যঃ স্নেহাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যো নৃপদোষতঃ॥ সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৩ অ।

কেননা বর্ত্তমান বৈদ্যদিগের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা যেরূপ ঐকদেশিক ও সঙ্কীর্ণ, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতিসাধন কি সম্ভবপর হইতে পারে? কখনই নহে। যদি দেখিতাম, বৈদ্যগণের আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার উৎকর্ষে এবং চিকিৎসা-কুশলতায় পূর্ব্বনষ্ট বহুবিধ গুরুতর রোগের চিকিৎসা-কার্য্য পুনরায় তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে আসিতেছে এবং হাতুড়ে ও ডাক্তাররা সে সকল রোগের চিকিৎসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহা হইলে মানিতাম আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রকৃত কতকটা উন্নতি সাধিত হইতেছে। যদি দেখিতাম, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও বহুতর উপাধিধারী নব্য বৈদ্যকুল স্বীয় ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনে লোকমুগ্ধকর ঔষধের কল্পিত নাম ও তাহার গুণাবলি বর্ণনে অভূতপূর্ব্ব লিপিচাতুর্য্য ও প্রাগল্‌ভ্যে বিদ্যার পরিচয় না দিয়া, স্মরণাতীত কালের প্রচারিত আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে "অনাবিষ্কৃত" ও "অনুক্ত" রোগের নিরূপণ ও তাহার চিকিৎসা বিষয়ের ইঙ্গিত আছে, তদনুসারে বহুরোগের আবিষ্কার বা নির্ণয় করত তাহাদিগের যথোপযুক্ত নামকরণ ও চিকিৎসা অবধারণে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলেও মানিতাম আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার কতক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। অপর, যদি জানিতাম, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধগুলি, যাহা আমাদের দুর্ভাগ্য বশতই বলি, পূর্ব্ব হইতে বিলোপ-পথের পথিক হইয়াছে, ইদানীং তাহাদের পুনরুদ্ধার হইয়াছে; সোমলতা, * মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক প্রভৃতি গুণশালী ঔষধগুলি এই সুবিস্তীর্ণ ভারতক্ষেত্রের বা স্থানান্তরের নিবিড় বন, উপবন, পর্ব্বত, হ্রদাদি দুর্গম প্রদেশ হইতে খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন বিস্মৃত ও অপরিচিত-পূর্ব্ব গাছগাছড়া সমূহ কোন বিশিষ্ট উপায় উদ্ভাবন দ্বারা পুনরায় চিনিতে পারা গিয়াছে, বনৌষধি সংগ্রহে বৈদ্যগণ আর বেদিয়ার পরিচয়ের উপরে নির্ভর করিতেছেন না, এবং সেজন্য পূর্ব্বপ্রচলিত অনুকল্প দ্রব্যের সংখ্যা ও ব্যবহার উত্তরোত্তর খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে, অনুকল্পেরও অনুকল্প আর ব্যবহৃত হইতেছে না, তাহা হইলে স্বীকার করিতাম, আয়ুর্ব্বেদের কতক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু কৈ? সেরূপ ত কিছুই ঘটে নাই। যদ্যপি

* সোমলতা একটী অতীব প্রাচীন গুণশালী উদ্ভিদ্ রসায়ন দ্রব্য, বহুকাল হইতে উহা সুদুর্লভই আছে জানি, অথচ হঠাৎ "সোমলতারিষ্ট" ইদানীং বৈদ্য, অবৈদ্যের বহু বিজ্ঞাপনে কিরূপে স্থান পাইয়াছে তাহা ঈশ্বরই জানেন।

আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য অঙ্গ ছাড়িয়া কেবল বৈদ্যজাতির ইদানীন্তন অবলম্বিত অঙ্গের বিষয়ই ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, ঔষধসাধ্য অনেকানেক প্রধান অপ্রধান রোগের সহিত তাঁহাদের এখনও পরিচয় ঘটে নাই, চিকিৎসা ত দূরের কথা। রোগবিশেষে বিবিধ মদ্য ও মাংসাদির যুক্তিযুক্ত প্রয়োগ চরকাদি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ সম্মত এবং অতীব হিতকারী হইলেও তাহার পুনঃ প্রয়োগ আধুনিক বৈদ্যক চিকিৎসায় স্থান পায় নাই। অধিক কি, যে বস্তিক্রিয়া (পিচকারী দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ) নানাপ্রকার কায়রোগ চিকিৎসার একটী উৎকৃষ্ট ও অতি প্রয়োজনীয় সাধন বলিয়া পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত, (পাশ্চাত্য-চিকিৎসায়ও উহা নিত্য ব্যবহার্য্য এবং উহার ব্যবহার এদেশে সর্ব্বদা পরিদৃশ্যমান হইলেও) তাহা এখন পর্য্যন্ত বৈদ্যগণের পুনঃ ব্যবহারে আইসে নাই।* অতএব মনে করিতে হইবে, বৈদ্যজাতির চির অবলম্বিত একদেশ চিকিৎসা-কার্য্যেরও ইদানীন্তন তাদৃশ কোনও উৎকর্ষ উপস্থিত হয় নাই।

অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে প্রতীত হইবে, বর্ত্তমান বৈদ্যকুল উহাঁদের পূর্ব্বপুরুষের অবলম্বিত কিয়ৎ সংখ্যক ঔষধসাধ্য রোগের চিকিৎসার গণ্ডীর ভিতরেই আছেন, একটী পদও গণ্ডীর বাহিরে বিক্ষেপ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। অপর, যদি বল, আজকাল অনেক বৈদ্য প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিয়া তাহাতে পারদর্শী হইতেছেন না, ইহা কি প্রকারে স্বীকার করিব? তদুত্তরে বক্তব্য এই, যদি কেহ সমগ্র আয়ুর্ব্বেদও অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলেও কি তিনি গুরুমুখী ব্যতীত শাস্ত্রার্থ পরিগ্রহে সমর্থ হইতে পারেন? কদাচ নহে। ঈদৃশ ব্যক্তির গর্দ্দভের চন্দন-ভার বহনের ন্যায় শাস্ত্রভার বহনে বৃথা পরিশ্রম হইয়া থাকে। পাঠক! এ সিদ্ধান্ত আমার নহে, আচার্য্য ধন্বন্তরির। যথা—

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্বহন্তি॥

সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪ অ।

---

* চরক অনুবাদক কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার মহাশয় স্বীয় পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, "চরকের বস্তি প্রভৃতি উপকরণ দেশে প্রচলিত হইলে, রোগের এত শীঘ্র উপকার দর্শিতে থাকিবে যে, বিদেশীয় চিকিৎসা সমাদর পাইবে না।"

অতঃপর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, বর্ত্তমান বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় উচ্চ অঙ্গগুলি শিক্ষা ও তদুদিত চিকিৎসা আয়ত্ত করিবার জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া অনেকে শাস্ত্রান্তর ও বিজাতীয় ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতে যে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাতে উহাঁদের কিম্বা সমাজের প্রকৃত কোন হিত সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক অন্য বিদ্যা ও বিজাতীয় ভাষার সহিত আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিতে পারে? যাঁহারা উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্র ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া পশ্চাৎ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা অনেক স্থলে নিজের ও সমাজের ক্ষতিই করিয়া থাকেন। কেননা তত্তৎ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং এফ এ, বি এ, ও এম্ এ, ইত্যাদি ইংরাজী ভাষায় উপাধি লাভ করিতে একজনের জীবনের যে উৎকৃষ্ট সময় ব্যয়িত হয়, তাহার পরে, বিশেষতঃ অল্পায়ুষ্ক বাঙ্গালীর পক্ষে, দুরবগাহ বিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত অংশের কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশেও পারদর্শিতা লাভ করণানন্তর চিকিৎসা কার্য্য পরিচালন করিবার আর কি প্রচুর সময় থাকিতে পারে? এই হেতু আচার্য্য ধন্বন্তরি বয়োযুক্ত ব্যক্তিকেই আয়ুর্ব্বেদের ছাত্র হইবার উপযুক্ত স্থির করিয়াছেন। এই বয়স শব্দের অর্থ টীকাকার বাল্য বা তারুণ্য স্থির করেন।* পরন্তু ইদানীন্তন বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে বাল্যকালই উপযুক্ত মনে করিতে হইবে। অতএব আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীর যথাপ্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয়ে এবং সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভের অতিরিক্ত বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য অধিক সময় ব্যয় করা বিষম ভ্রম বলিতে হইবে। † কেননা যথাকালে আয়ুর্ব্বেদে উপনীত না হইয়া অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রম করণানন্তর পশ্চাৎ বয়স কাটাইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষায় প্রবৃত্ত, এবং তাহাতে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ও দৃষ্টকর্ম্মা না হইতে হইতে চিকিৎসা কার্য্যে লিপ্ত হওয়া এক প্রকার বিড়ম্বনা বলিতে হইবে। ক্ষোভের বিষয়, অনেকে, বিশেষতঃ উচ্চ উপাধিধারী

* বয়োঽত্র বাল্যং তারুণ্যং বা।—ডল্লন।

† আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীর অধিক পাণ্ডিত্য যে দোষাবহ একথা নহে, তবে উহার প্রয়োজনীয় বিদ্যা ও অল্পবয়স্কতা যে অধিকতর বাঞ্ছনীয়, ইহাই প্রস্তাব লেখকের বলিবার উদ্দেশ্য।

কবিরাজেরা, ঈদৃশী বিড়ম্বনা ভোগ স্বীকার করত চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন।*

আজ কাল কোন কোন বৈদ্য সন্তান পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদের কিছু কিছু অংশ শিক্ষা করিবার জন্য বহিশ্ছাত্ররূপে কিছুদিন মেডিকেল কলেজে গমন করেন, অপর কেহ কেহ যথোচিত অধ্যয়ন মানসেও উহাতে ও ক্যাম্বেল স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। শেষোক্ত শ্রেণীর ছাত্রেরা কেহ ইংরাজী ও কেহ বাঙ্গালা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিলাভ † করণানন্তর "আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়," "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়" খুলিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তাদৃশ চিকিৎসক কবে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শ্রম করিলেন, এবং কবে বা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত-পদ্ধতি ও চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা করিলেন যে, সহসা আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসক ও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত কারক হইয়া পড়িলেন, তাহা বুঝা যায় না। তবে এল্, এম্, এস্, আদি যুক্ত কবিরাজ দৃশ্যতঃ বড় মন্দ নহে। এরূপ শিক্ষিত লোক দ্বারা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের ও হিন্দু সমাজের কোন হিত সাধিত হইতে পারিবে কি না, তাহা এখনও জানিতে বিলম্ব আছে। আজ কাল অনেকে য়ুরোপীয় ঔষধ প্রতারণা পূর্ব্বক আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বলিয়া চালাইতেছেন, ইহা বৈদ্যবিজ্ঞাপনে জানা যায়। যদি ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উহা বলা হইতেছে হয়, তাহা হইলে ত আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের চূড়ান্ত উন্নতি হইল!

২। চিকিৎসা সম্বন্ধে সমাজের সহিত বৈদ্যের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ।

যদিও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (৫২ পৃঃ), সমাজরক্ষক ধর্ম্মপ্রয়োজক ঋষিরা অম্বষ্ঠ জাতির জন্য চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্ধারিত এবং দ্বিজাতির উহা অবলম্বনের প্রতি বহু নিষেধ শাসন স্থাপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সমাজে চিকিৎসা কার্য্য যে অম্বষ্ঠ জাতির কখন একচেটিয়া ছিল, এমত বোধ হয় না। অম্বষ্ঠ ভিন্ন

* দেখা যায়, এই শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি জাতীয় লোকও আছেন। ইঁহারা প্রথমে স্বীয় শিক্ষার উপযোগী ব্যবসায় (যেমন মাষ্টারি, পণ্ডিতি ইত্যাদি) অবলম্বনানন্তর উহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, অর্থলাভের উৎকৃষ্টতর উপায় বিবেচনায় ও কৈফিয়তের কোন ভয় নাই জানিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

† বাঙ্গালায় ভি এল্ এম্ এস্ এবং ইংরাজীতে এল্ এম্ এস্ উপাধি।

অন্য জাতীয়েরাও উক্ত কার্য্য করিতেন, ইহাও জানা যায়। * পরন্তু ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, অতি প্রাচীন সমাজে বৈদ্যজাতি সাধারণতঃ চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ একদিকে লোকের জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষা, অন্যদিকে একটী সঙ্কর জাতির বংশপরম্পরায় † আয়ুর্ব্বেদ আলোচনায় এবং তদুদিত চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হয়, এই উভয় কার্য্য নির্ব্বাহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণের অপসদ অম্বষ্ঠ জাতিকে মনোনীত করিয়াছিলেন। অপিচ, ভিষক্‌গণ (অম্বষ্ঠই হউক বা অন্য জাতিই হউক) স্বীয় অবলম্বিত চিকিৎসা কার্য্যে সম্যক্ পারদর্শী হইয়া ন্যায়তঃ জীবিকা অর্জ্জনে নিরত থাকে, তৎপক্ষে যথোপযুক্ত শাসনও স্থাপন করিয়াছেন। এই শাসন পরিচালনার ভার প্রজাপালক রাজার উপরেই ন্যস্ত হইয়াছিল। মনু বলিয়াছেন, চিকিৎসকেরা যদি মিথ্যা চিকিৎসা করে, তবে গবাদি পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে তাহাদের প্রথম সাহস দণ্ড এবং মানুষ চিকিৎসা সম্বন্ধে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে।” ‡ যাজ্ঞবল্ক্য আরও কিছু বিশেষ বলিয়াছেন, যথা “আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া কেবল জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কোন পশু পক্ষীকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে চিকিৎসকের প্রথম সাহস দণ্ড, সাধারণ মানুষকে ঐ রূপ করিলে, মধ্যম সাহস, রাজপুরুষকে উহা করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড হইবে।” ¶ অপর, কেহ ঔষধ (ঘৃত তৈলাদি ভক্ষ্যও) দ্রব্যে ভেজাল দিয়া বিক্রয় করিলে তাহার ষোড়শপণ দণ্ড হইবার বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে। $ অপর, মনু, অসম্যক্-কারী কুবৈদ্যকে সমাজের কণ্টক

---

* চরকে (সূত্রস্থান, ৩০ অ) উক্ত হইয়াছে, বৈদ্যগণ বৃত্তির জন্য চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিবে। পরন্তু ইহা অম্বষ্ঠ সম্প্রদায় গঠন ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বিধান প্রচারের পূর্ব্বের কথা বুঝিতে হইবে। কেননা চরক ও সুশ্রুতে অম্বষ্ঠ অথবা বৈদ্য জাতির ও তাহাদের বৃত্তির কোন নির্দ্দেশ দেখা যায় না।

† বংশানুক্রমিক কোন কার্য্যে ব্রতী থাকিলে তাহাতে নৈপুণ্যলাভ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য হয়, ইহা অবশ্য ঋষিরা মনে করিতেন; কার্য্যেও তাহাই দেখা যায়।

‡ চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রচরতাং দমঃ।
অমানুষেষু প্রথমো মানুষেষু তু মধ্যমঃ॥—মনু ৯ অ, ২৮৪।

¶ যাজ্ঞবল্ক্য ২ অধ্যায়, ২৪৫। $ যাজ্ঞবল্ক্য ২ অধ্যায়, ২৪৮।

খলিয়া কীর্ত্তন ও তাহার যথোচিত রাজশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। * অতএব প্রতীত হয়, আর্য্য রাজশাসনকালে মূর্খ বা অসদ্ বৈদ্যের চিকিৎসা ও অবিশুদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ বা বিক্রয়ের অবাধ প্রচলন ছিল না। সেরূপ থাকিলে প্রজারক্ষা বা কিরূপে নির্ব্বাহ হইয়া আসিয়াছিল, রাজারাই বা প্রজাপালনরূপ কর্ত্তব্যপালন পূর্ব্বক বিপুল যশস্বী হইয়া যাইতে পারিতেন কিরূপে? তবে প্রাচীন সমাজে অসদ্বৈদ্য, তাহার কুশ্চিকিৎসা এবং কৃত্রিম ঔষধ বিক্রয় যে একেবারে ছিল না, এ কথা কিরূপে বলিব? বরং কথিত রাজশাসনের বিধান দ্বারা উহার কতক কতক অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহা হউক, কালবশে ধর্ম্মানুমত রাজশাসন ভারতে বিলুপ্ত হইলে উপরি উক্ত চিকিৎসাদি বিষয়ক দণ্ড আর কে পরিচালন করিয়াছিল? যে রাজদণ্ডের ভয় সমাজস্থ লোককে আপনাপন কর্ত্তব্যকার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে সক্ষম ছিল, তাহার অভাবে লোক সকল যদৃচ্ছাপর হইয়া স্বীয় স্বীয় বৃত্তির উপযোগী যোগ্যতা লাভের জন্য কখনই পূর্ব্ববৎ চেষ্টান্বিত হইত না। সম্ভবতঃ এই অবস্থায় কোন কোন অম্বষ্ঠ পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া বৃত্ত্যন্তর অবলম্বন করিয়াছিলেন, ঐরূপ অন্য জাতীয় লোকও স্বকীয় জাতিবৃত্তি বর্জ্জন করিয়া অম্বষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। হয়ত এই সুযোগে আয়োগব স্থানীয় সঙ্কর জাতি (বৈদ্য) চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কালে বৈদ্যজাতি নামে প্রথিত হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক, একপক্ষে উপযুক্ত রাজশাসন বিরহে, অন্যদিকে অপরের কার্য্য-কলাপের উপর সমাজের কোন শাসন-ক্ষমতা অবিদ্যমানে উল্লিখিত ভিষক্‌গণ অনায়াসে কষ্টায়ত্তপর আয়ুর্ব্বেদীয় উচ্চ অঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য ক্ষুদ্রাঙ্গ যথেচ্ছ অবলম্বন করত কতকগুলি রোগের চিকিৎসায় ব্রতী হইয়া জীবিকা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, উপলব্ধ হয়। তদবধি একাল পর্য্যন্ত অনেক অনার্য্য ও বিধর্ম্মী রাজার দ্বারা এদেশ শাসিত হইয়া আসিয়াছে; পরন্তু দুঃখের বিষয়, প্রজাকুলের রোগোপশম ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি উক্ত ভূপতিবর্গ, এমন কি, বর্ত্তমান সুসভ্য ইংরেজরাজও একরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। এরূপ না হইলে পূর্ব্বাবধি ঈদৃশ অসদ্বৈদ্যের (নানাবিধ পূর্ব্বোক্ত হাতুড়েও ইহার অন্তর্ভূত) কেন এত প্রাদুর্ভাব

* ৯ম অধ্যায়, ২৬৮, ২৬৯।

চলিয়া আসিত? ঐ সঙ্গে এতদ্দেশে এত অকাল-মৃত্যু ও অচিকিৎসা-মৃত্যুর সংখ্যাও বা কেন এত খরস্রোতে প্রবাহিত থাকিত? প্রোক্তরূপ রাজশাসন-ভীতি না থাকিলেও যদি বৈদ্যগণের (এস্থলে বৈদ্যক ব্যবসায়ী মাত্রই লক্ষিত) পূর্ব্বাবধি ধর্ম্মভয় বা কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই চিকিৎসা-শাস্ত্রে খণ্ডজ্ঞান লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতেন না, অধিকন্তু সামাজিকগণের রোগের সম্যক্ প্রতিবিধানে অপারগ হইয়াও উঁহাদের নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক সুখে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিয়া আসিতে পারিতেন না। * যাঁহারা পুরুষানুক্রমে সমাজের অর্থে লালিত পালিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক্ষণে অনেক উন্নত-বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন লোকও দেখা যাইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমাজের প্রতি যে বৈদ্য-জাতির একটা বিশেষ কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব আছে, তাহা কেহই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। কোথায় তাঁহারা সমাজের হিতের জন্য স্বীয় উন্নত

---

* এ স্থলে বৈদ্যগণের অসম্যক্ চিকিৎসার এবং তজ্জনিত সমাজে অনিষ্টোৎপত্তির বিষয় বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিবার স্থান না থাকায় ২।১টী স্থল মাত্র নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।—

মনে কর, কোন বৈদ্য জ্বরযুক্ত পার্শ্ববেদনা রোগের চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন, চিকিৎসায় রোগের উপশম না হইয়া রোগের পরিণতি-বিশেষে বক্ষোগহ্বরে জল বা পূয, কিম্বা ফুস্‌ফুস্ বা যকৃৎ মধ্যে পূযের সঞ্চয় হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কখন কখন ঔষধসাধ্য রোগের উপদ্রববিশেষ যন্ত্র-শস্ত্র-চিকিৎসার বিষয় হইয়া পড়ে। অতএব এস্থলে বৈদ্য অন্য তন্ত্রে অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত কথিত রোগাবস্থা বুঝিতে এবং তাহার প্রতিবিধান করিতে নিতান্ত অসমর্থ হয়েন। কাজেই ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জীবন উপযুক্ত শস্ত্রচিকিৎসার অভাবে নষ্ট হইবারই সম্ভাবনা হয়। এরূপ অবস্থায় কবিরাজ মহাশয় কি করেন? তিনি গৃহস্থ কর্ত্তৃক বিতাড়িত না হইলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত মন-গড়া কোন না কোন ঔষধ, এমন কি কেহ কেহ বিষবড়িও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তিনি যে পরিশেষে উক্ত রোগীর অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়া পড়েন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের শিক্ষিতাভিমানী বৈদ্যের চিকিৎসায়ও এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে, তবে সহর ও নগরে এরূপ চিকিৎসা উপস্থিত হইলে কবিরাজ মহাশয় সঙ্কট ভাবিয়া প্রায়ই ডাক্তারের দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করাইতে বলেন, পরন্তু তখন সময় ও আয়তন থাকিলেই রোগী আরোগ্য হয়, নতুবা ইহলোক পরিত্যাগ করে। পল্লিগ্রামে এরূপ বৈদ্য-চিকিৎসা-বিভ্রাটও ঘটিয়া থাকে, তথায় তাদৃশ অভিজ্ঞ ডাক্তারও না থাকিতে পারেন, সুতরাং সেরূপ রোগীর প্রায় মৃত্যুই অবধারিত হয়। ঐরূপ বৈদ্যের অসম্যক্ বা মিথ্যা চিকিৎসার বহু স্থল আছে।

বিদ্যাবুদ্ধি বিনিয়োগ পূর্ব্বক জাতীয়বৃত্তির (চিকিৎসার) উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হইবেন, তাহা না হইয়া তাঁহারা বৃত্ত্যন্তর অবলম্বন দ্বারা স্ব স্ব সাংসারিক উন্নতির জন্য অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত আছেন। আর দেখিতেছেন, অল্পবিদ্য এবং অনেক স্থলে নিতান্ত অনুপযুক্ত বৈদ্যসন্তানেরা জাতীয় বা পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ হইয়াও অর্থ-লালসায় নানাবিধ ধৃষ্টতা ও অত্যাচারে প্রবৃত্ত আছেন। * সমাজের প্রতি বৈদ্যের যে একটা কর্ত্তব্য আছে, বৈদ্যগণ, বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানবান্‌গণও কি তাহা ভাবেন না? পরন্তু সকলেই জানেন, লোকের জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার পূর্ব্বাবধি বৈদ্যের উপরে ন্যস্ত আছে, এবং সেজন্য সামাজিকেরা চিরকাল বৈদ্যকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিক, জীবন দান করিবার ক্ষমতা বৈদ্যের না থাকিলেও বৈদ্য জীবননাশক রোগের কবল হইতে মনুষ্যকে উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা অনেক স্থলে মুক্ত করিতে, এবং লোকের পীড়া না হইতে পারে তৎপক্ষে উপায় বিধান করিতে পারেন। (এজন্য বোধ হয় বৈদ্যকব্যবসায়কে পাশ্চাত্যগণ Noble profession বলিয়া থাকেন)। অতএব অনায়াসে বুঝা যায়, বৈদ্যের কর্ত্তব্য কিরূপ গুরুতর। লোকের জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভারগ্রহণ করিবার জন্য যে বৈদ্য তদুপযুক্ত যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন, তাঁহাকেই সদ্বৈদ্য বলিতে হয়, এবং তিনিই সকলের সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্র। বর্ত্তমান বৈদ্যকুল কি সেইরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন? তিনি কি সেরূপ লোকের অকুতোবিশ্বাসের যোগ্য পাত্র? বরং ইঁহাদিগকে কুবৈদ্য সুতরাং বিশ্বাসঘাতক বলা যাইতে পারে। যদি বল, আমাদের বৈদ্যগণ যথাসাধ্য চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন, তাহাতে দোষ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অন্য ব্যবসায়ের পক্ষে কিম্বা উপর উপর দেখিলে বর্ত্তমান বৈদ্যক-ব্যবসায়েও কোন দোষ লক্ষিত না হইতে পারে; পরন্তু পাঠক! চিকিৎসা কার্য্য নিষ্কাম কর্ম্ম নহে যে, যতদূর ক্ষমতা ততদূর করিলাম; ইহা সকাম কর্ম্মের মধ্যে পরিগণনীয়। ইহার সম্যক্ নিষ্পাদনে অপারগ হইলে আকাঙ্ক্ষিত ফল (আরোগ্য সাধন) লাভ ত হয়ই না, প্রত্যুত প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। যখন রোগ আরোগ্য ও নিবারণ করা এবং তৎসঙ্গে যশঃ ও অর্থলাভ

* ইহা বৈদ্যগণের বিজ্ঞাপনেই সুব্যক্ত।

চিকিৎসকের লক্ষ্য বা কামনা, তখন চিকিৎসা কার্য্য যতদূর পারিলাম ততদূর করিলাম বলিলে চলিবে কেন? সমাজই বা এ কথা শুনিবে কেন? তুমি বৈদ্য-সমাজ হইতে বৃত্তিটী, কেবল বৃত্তিটী কেন, যথেষ্ট অর্থ অর্জ্জন করিবে, অথচ তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যটী তুমি পূরা করিতে পারিবে না, বরং স্বীয় অনভিজ্ঞতা দোষে এবং অর্থ-লালসায় অনেক স্থলে অনেক অনিষ্ট সংঘটন করিবে।

ভাই কবিরাজ! তুমি বৈদ্য হইয়া যদি তোমার পূরা বৈদ্যত্ব না থাকে (যেমন কথায় বলে "পাঁটা কাট্‌তে জান? হাঁ আধ্‌কো আধ্‌কো), কেননা তুমি সকল রোগের ত তত্ত্ব জান না, সুতরাং বৃত্তির অনুরোধে তুমি অনেক অপরিজ্ঞাত রোগকেও পরিজ্ঞাতের ন্যায় চিকিৎসা করিতে বাধ্য হও, কাজেই অনেক স্থলে ব্যাধির যন্ত্রণাও দূর করিতে সক্ষম হও না, সম্ভবতঃ নূতন ব্যাধিও উৎপাদন করিয়া দাও, তবে তোমার চিকিৎসা করাটা কিরূপ হইল? তোমাদের বাগ্‌ভটই না বলিয়াছেন,—

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ ॥

অতএব তুমিই নিজ হৃদয়ে হস্ত দিয়া বল দেখি, অনেক স্থলে তোমার চিকিৎসা-কার্য্য-পরিচালন—অসম্যক্‌কারিতা, অসাধুতা ও প্রতারণা-মূলক হইতেছে কি না? তুমি স্বীকার না করিলেও, ইহা যে তোমার কৃত কার্য্যেই প্রকাশ পাইতেছে।

পূর্ব্বে বৈদ্যগণের অর্থলিপ্সা থাকিলেও এখনকার মত অত্যধিক ছিল না, তাঁহারা বিলাসিতা কি বস্তু, তাহা জানিতেন না। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, কবিরাজ মহাশয়েরা (এমন কি, এই নগরীতেও) ঔষধের একটী ডিবা বা পুটলী উত্তরীয়ের এক কোণে বন্ধন করিয়া, চটী জুতা পায়ে, ছত্র যষ্টি হস্তে লোকের বাটীতে চিকিৎসার্থ বিচরণ করিতেন। ৪।৬ ক্রোশ দূরে যাইতে হইলে অবশ্য পাল্কী করিয়া গমনাগমন করিতেন। সাধারণতঃ রোগীর বাটীতেই স্বীয় পুটলী হইতে প্রয়োজনীয় ঔষধ দান করিতেন, ঔষধের মূল্য পৃথক্ গ্রহণ করিতেন না, উহা তাঁহাদের সামান্য সাময়িক দর্শনী বা বেতনেরই অন্তর্ভূত ছিল। যে স্থলে চিকিৎসায় রোগ উপশম হইত, তথায় বিদায় স্বরূপ অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তি হইত। সামান্য সামান্য দ্রব্য—যেমন তৈজস, বস্ত্র এবং ভক্ষ্য দ্রব্যও

বৈদ্যগণ বিদায়রূপে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন। আর রোগী বড় মানুষ হইলে দর্শনী কিছু বেশী এবং ঔষধের মূল্যও পৃথক্ পাইতেন, তদ্ভিন্ন চিকিৎসান্তে মূল্যবান্ দ্রব্য—যেমন বনাত, শাল, দোশালা ও কিছু অর্থও বিদায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন (এখনও পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে এইরূপ রীতিই প্রচলিত আছে)। এইরূপে ইঁহারা সাধারণতঃ সামান্য বৃত্তি লাভ করত বিনা আড়ম্বরে ও বিনা বিলাসিতায় সন্তুষ্টচিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, তখনকার বৈদ্যগণ, সর্ব্বস্থানে না হউক, অনেক স্থানে অর্থলাভের চেষ্টা অপেক্ষা রোগ (অবশ্য যে সকল রোগ তাঁহাদের চিকিৎসায়ত্ত থাকিত) আরোগ্যের প্রতিই অধিকতর চেষ্টা করিতেন। বিজ্ঞাপন দিয়া ঔষধের ব্যবসায় চালান ও পত্র দ্বারা চিকিৎসা করা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। ইহাতে সমাজও তাঁহাদের ব্যবহারে অসুখী বা অসন্তুষ্ট ছিল না। যাহা হউক, ইদানীং বৈদ্যদিগের সে অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহারা ডাক্তারের অনুকরণে প্রতিবার ২৲, ৪৲, ৮৲ টাকা দর্শনী, তদ্ভিন্ন ঔষধের অত্যধিক মূল্য পৃথক্‌রূপে লইতেছেন। বলিতে কি, বিলাসিতা ও তৎসহ অর্থলিপ্সা বৈদ্যগণের মনকে এরূপ আক্রান্ত করিয়াছে যে, তাহাতে তাঁহারা স্বীয় অবশ্যকর্ত্তব্য পালন অপেক্ষা অর্থোপার্জ্জন অধিকতর চেষ্টার বিষয়, ইহা স্থির করিয়াছেন। ইঁহাদের অর্থলিপ্সা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য ইঁহারা নীতি ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নহেন। ইঁহারা সংবাদপত্রে, পঞ্জিকায় এবং পুস্তকাদি মুদ্রণ ও তাহা বিনা-মূল্যে বিতরণ দ্বারা যে অজস্র বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন, তাহার অধিকাংশ আত্মশ্লাঘা, ঔষধের উৎকৃষ্ট প্রশংসা এবং অর্থোপার্জ্জন-কৌশলে পূর্ণ। দেখা যায়, প্রত্যেক বিজ্ঞাপনদাতা বৈদ্য আপনাকে আয়ুর্ব্বেদে পারদর্শী; স্বীয় চিকিৎসা-গুণে বহুকালস্থায়ী বহু উৎকট উৎকট রোগ হইতে বহুলোককে নিরাময় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বহুপ্রশংসাপত্র পাইয়াছেন; প্রত্যেকে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় রাখেন,—তাহাতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতীকৃত সর্ব্বপ্রকার অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সুলভ মূল্যে প্রাপ্তব্য, কেহ কেহ চরক সুশ্রুতোক্ত আয়ু-র্ব্বেদীয় ঔষধ সমস্ত এইখানে পাওয়া যায়; কেহ কেহ মৃত অমুক প্রসিদ্ধ কবি-রাজের প্রিয়তম শিষ্য, ছাত্র, পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি পরিচয় জনসমাজে

প্রচার করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে কত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈদ্য ছিলেন, তাঁহারা ঈদৃশ জঘন্য উপায় অবলম্বনে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে জানিতেন না। বর্ত্তমান বৈদ্যগণ, কথিত বিজ্ঞাপন মধ্যে যে সকল রোগের তত্ত্ব অনবগত, এবং যাহার আয়ুর্ব্বেদিক নাম এ পর্য্যন্ত হয় নাই, যথাশ্রুত পাশ্চাত্যসংজ্ঞা—"গণোরিয়া" "ডায়াবিটিস্" "এলবিউমেনিরিয়া" প্রভৃতি গ্রহণপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ-বিশেষ দ্বারা আশু ও অব্যর্থ আরোগ্য লাভের কথা প্রচার করিতেছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা কতকগুলিন স্ত্রীপুরুষের শুক্র ও রজোঘটিত লজ্জাকর রোগে-প্রকৃত ও কাল্পনিক লক্ষণের উল্লেখ এবং তাহার আশু প্রতীকারের প্রলোভন-জনক কথা বিজ্ঞাপনে প্রচার করিতেছেন, যাহা পাঠ করিয়া কত সন্দিগ্ধচিত্ত দুর্ব্বল-মনা ও অজ্ঞ লোক আপনাদিগকে ঐ সকল কাল্পনিক লক্ষণযুক্ত রোগে আক্রান্ত মনেকরিয়া বিজ্ঞাপনদাতা চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এদিকে বিজ্ঞা-পনদাতা বৈদ্যগণ জানেন, তাঁহাদের বিজ্ঞাপিত ঔষধ এক এক বারও যদি বহুলোক হয়, তাহাতেই যথেষ্ট অর্থলাভ হইবে, কেননা ঔষধ একবার বিক্রীত হইলে ঔষধের গৃহীত মূল্য ত আর ফিরিয়া দিতে হয় না। অপর, পূর্ব্বের বৈদ্যগণ রোগীকে অন্ততঃ একবার না দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন না, কেননা তখনও শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদন, ঘ্রাণ ও প্রশ্ন এই ষড়্‌বিধ আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপায় * অবলম্বন দ্বারা রোগ নির্ণয় করার রীতি ছিল। পরন্তু বর্ত্তমান বৈদ্যকুল চিকিৎসা শাস্ত্রে এতদূর সিদ্ধবিদ্য হইয়াছেন যে, কেবল পত্র দ্বারা রোগের বিবরণ পাঠ এবং লোকমুখে তাহা শ্রবণমাত্রে তাবৎ রোগ নিরূপণে সক্ষম হইয়া তদুপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় বা নিজ প্যাটেণ্ট ঔষধের ব্যবস্থা করেন এবং সেই সকল ঔষধ অধি-কাংশ ডাকে এবং স্থলবিশেষে লোক দ্বারা প্রেরণ করিতেছেন। যাঁহাদের সহরে পসার নাই, এমত অনেক বৈদ্য কেবল বিজ্ঞাপনের সাহায্যেই দূরস্থ রোগীর নিকট ঔষধ পাঠাইয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে বৈদ্যগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসার ও ঔষধের নিন্দা করিয়াই পসার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন, বর্ত্তমানে বৈদ্যগণ তাহা ছাড়া স্বজাতি ও সমব্যবসায়ী বৈদ্যগণের ও তদীয় ঔষধেরও নিন্দা ঘোষণা করিয়া অধিকতর স্বার্থপরতা ও নীচাশয়তার পরিচয় দিতেছেন।

* ষড়্‌বিধো হি রোগাণাং বিজ্ঞানোপায়ঃ। তদ্‌যথা পঞ্চভিঃ শ্রোত্রাদিভিঃ প্রশ্নেন চেতি॥

সুশ্রুত, সূত্রস্থান ১০ অঃ

বৈদ্যকুলের মধ্যে এক্ষণে বিজ্ঞাপনপ্রদাতা চিকিৎসকের সংখ্যাই অত্যধিক, মফঃস্বলের বৈদ্যগণ এবং অনেক অবৈদ্যও সহরের বৈদ্যদিগের আদর্শে নানাবিধ ঔষধের বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর সুলভ মূল্যে ঔষধ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া রোগিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন।

বর্ত্তমান সমাজের প্রতি বৈদ্যগণের উল্লিখিত এবং অপরাপর অসাধু ব্যবহার প্রতিপন্ন করিতে অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না, উহাঁদেরই প্রচারিত বিজ্ঞাপন তৎপক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে কতিপয় খ্যাতনামা কবি-রাজের বিজ্ঞাপন হইতে সংক্ষেপাংশ মাত্র উদ্ধৃত হইতেছে।—

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। * * * "ইহাই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধালয়। * * * পূর্ব্বে একটীও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ছিল না। * * আমরাই সর্ব্বপ্রথম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপন করিয়া অকৃত্রিম কবিরাজী ঔষধ ইত্যাদি প্রাপ্তির সহজ উপায় করিয়া দিই।"

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেনাথ সেন কবিরাজ।

আমরা কলিকাতা হইতে পত্রের দ্বারা প্রত্যহ মফস্বলস্থ শত শত রোগীর চিকিৎসা করিতেছি, রোগীরাও চিকিৎসায় শীঘ্র নিরাময় হইয়া পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। রোগী চক্ষে না দেখিলে চিকিৎসা করা হয় না এবং পীড়াও আরোগ্য হয় না, এরূপ ধারণা থাকা নিতান্ত ভুল। আমাদের ঔষধ আমাদের প্রখর দৃষ্টিতে প্রস্তুত, কাজেই তীক্ষ্ণবীর্য্য। ডাকিলে ডাক শুনে। * * * * যে কোন পীড়া হউক না কেন, বিদেশীয় রোগিগণ * * নিজ নিজ রোগের বিবরণ লিখিলে অতি যত্নপূর্ব্বক ত্বরায় ব্যবস্থা বা শাস্ত্রসম্মত উপযুক্ত ঔষধ প্রেরণ করা যায়।"

ইঁহাদের বহু পেটেণ্ট ঔষধের মধ্যে কয়েকটী মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বাধকারি বটিকা।—ইহা ব্যবহারে বাধক ও তদুপসর্গ—ঋতুকালে ভয়ানক যন্ত্রণা, কষ্টরজঃ, উরুদেশ তলপেট এবং কোমরে বেদনা ও ভার বোধ, মস্তকের কামড়ানি, কাপড়ে দাগ লাগা, মাসে দুই তিন বার ঋতু হওয়া বা খারাপ রক্তের ঋতুস্রাব হওয়া, ঋতুস্রাব পরিষ্কার না হওয়া, উদরে গুল্মাকৃতি বোধ হওয়া, মেজাজ খিট্‌খিটে * * * * প্রভৃতি উপদ্রব দূরীভূত হইয়া মাসে মাসে আল্‌তাবর্ণ বিশুদ্ধ রজঃ যথাসময়ে যথাবৎ পরিমাণে বিনা ক্লেশে প্রবর্ত্তিত হয়।

এই মহৌষধ বাধকারি বটিকা সেবনে রজঃ ও জরায়ু বিশুদ্ধ হয় এবং সন্তানোৎপাদিকা শক্তি জন্মে এবং উৎপন্ন সন্তান নীরোগ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু এবং স্ত্রী সুস্থ, হৃষ্ট ও কান্তিমতী হইয়া থাকেন। ইহা বাধক, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদরাদি, সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।"

"সঞ্জীবনী রসায়ন।—প্রথম যৌবন স্বভাবসুলভ দোষ, অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্তি অথবা পুরাতন মেহ প্রমেহাদি রোগ হেতু যে শুক্রতারল্য, দৌর্ব্বল্য, মনের উদ্বেগ, পুরুষত্বহানি, লিঙ্গশৈথিল্য, ইচ্ছাকালে অনুদ্গম, দৈবাৎ উদ্গম, সঙ্গম সময়ে শীঘ্র শুক্রক্ষরণ অথবা স্ত্রীলোক দর্শন স্পর্শন বা স্মরণ মাত্রেই রেতঃপাত প্রভৃতি ব্যাধি—এই ঔষধ সেবনে অচিরে দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা ক্ষুধাবৃদ্ধি, সুনিদ্রা, পুরুষত্বের বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক স্নায়ু ও পেশী সমস্ত সতেজ হয়। বাজীকরণাধিকারে এই "সঞ্জীবন রসায়নের" ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ অতি বিরল। সঞ্জীবন রসায়ন এত বীর্য্যবান্ ঔষধ যে, ইহা সেবনে বৃদ্ধেরাও যৌবনের ভার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

১৪৬ এবং ৩৬ নং ফৌজদারি বালাখানা কলিকাতা।

আমাদিগের "আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ই" এক মাত্র আদি। জগৎ জানে, আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, ইংরাজী ডিস্পেন্সারির আদর্শে এরূপ সর্ব্বৌষধি সম্পন্ন, আয়ুর্ব্বেদীয় প্রকাশ্য ঔষধালয় আমাদিগের পূর্ব্বে কেহই এই মহানগরীতে কিম্বা ভারতবর্ষের কোন স্থানে স্থাপিত করিতে পারেন নাই।" * * * শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন কবিরাজের নবাবিষ্কৃত ঔষধ।— আমরা নিম্নলিখিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রসম্মত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ সমস্ত প্রস্তুত করিয়া বহুকালাবধি বহুতর পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণের সুবিধার জন্য ব্যবস্থাপত্রের সহিত এই ঔষধালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিয়াছি।" এই ঔষধগুলি কবিরাজ মহাশয়ের "প্যাটেন্ট" ঔষধ সুতরাং কল্পিত সংস্কৃত নামধারী এবং প্রায় সকল গুলিই "মহৌষধ" "একমাত্র মহৌষধ" বা "অদ্বিতীয় মহৌষধ"।

ভারত ভৈষজ্য নিলয়।

৪১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"নানা শাস্ত্রে বহু উপাধি ও পুরস্কার প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহুদর্শী কবিরাজ শ্রীরাধিকানাথ কবিভূষণ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।"

ম্যানেজার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—* * * "এই কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় এবং কবিরাজের সংখ্যাও দিন দিন খুব বৃদ্ধি পাইতেছে। দুঃখের বিষয়, ইহার সমস্ত গুলি ঔষধালয়ই যে বিশ্বাসযোগ্য এবং কবিরাজ নামধারিমাত্রই যে সুযোগ্য চিকিৎসক, তাহা নহে; অনেক অনন্যোপায় অর্থলোলুপ পথে ঘাটে লোকমুগ্ধকর বিবিধ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া আজকাল হঠাৎ "নামজাদা কবিরাজ" হইয়া বসিতেছে। ইহাদিগের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া ও ইহাদের প্রস্তুত কৃত্রিম ঔষধাদি সেবন করিয়া অনেকেই বিপরীত ফল পাইতেছেন।"

ইঁহার বিজ্ঞাপিত শাস্ত্রীয় স্বর্ণবঙ্গ।—শাস্ত্রীয় এই প্রসিদ্ধ মহৌষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগ বিশেষতঃ বহুমূত্র Diabetis, মধুমেহ, ওজঃক্ষয় Albuminuria প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু ইহা অত্যন্ত বলকারক, পুষ্টিকারক, মেধা ও স্মৃতিবর্দ্ধক।"

আয়ুর্ব্বেদ সমিতির ঔষধালয়।

১৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীকেদারেশ্বর সেন গুপ্ত।

"প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ আর নাই।—লক্ষ লক্ষ টাকার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিক্রয় হইতেছে সত্য, গৃহে গৃহে কবিরাজি ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল ঔষধের অধিকাংশ একেবারেই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ নহে। এ সকল সমস্তই আয়ুর্ব্বেদ নামধারী ইংরাজী ঔষধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বিস্তৃত কলিকাতা মহানগরীতে দুই চারিজন কবিরাজের নিকট ব্যতীত আর কুত্রাপি প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ পাওয়া যায় না। অন্য যে শত সহস্র আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় দেখা যায়, তাহার কোথাও প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় মহৌষধ প্রস্তুত হয় না;—হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং পাওয়াও যায় না। যাঁহারা এই সকল নামধেয় ঔষধালয় হইতে ঔষধি ক্রয় করিয়া ব্যবহার করেন, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় নামধারী ইংরাজী ঔষধই ব্যবহার করিয়া থাকেন; প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় মহৌষধ পান না। * * * অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় বিজ্ঞাপনীতেই দেখা যায় যে, বলা হইতেছে যে, "এক্ষণে অধিকাংশ স্থলেই ইংরাজী মাল মসলায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে।" এরূপ স্থলে বলা বাহুল্য আয়ুর্ব্বেদীয় পেটেণ্ট ঔষধ কেবল আয়ুর্ব্বেদ নামধারী ইংরাজী ঔষধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অন্যরূপ হওয়া দুরূহ। :* * আয়ুর্ব্বেদ-সমিতির ঔষধই প্রকৃত কবিরাজি মহৌষধ।"

জ্বর-ভৈরব।—জ্বরের তন্ত্রোক্ত অমোঘ ও অব্যর্থ মহৌষধ। * * * * দেশ জ্বরে প্রপীড়িত, পৃথিবীর আর কুত্রাপি এরূপ জ্বর হয় না। * *

অথচ এ দেশে যত জ্বরের ঔষধ পথে ঘাটে হাটে বাজারে বিক্রয় হয়, তত আর কোন দেশেই হয় না। এমন কি আমাদের মহানুভব গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে জ্বরের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ডাকঘরে পয়সা মোড়ক কুইনাইন বিক্রয়ার্থ রাখিয়াছেন। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমি, কবিরাজি, সকল ধরণের সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কি জ্বরের হ্রাস হইয়াছে? এত ঔষধ সত্ত্বেও লোকে কি পূর্ব্বরূপ জ্বরে ভুগিতেছেন না? তবে কি জ্বরের কোন ঔষধ নাই? যে দেশের জ্বর, সেই দেশেই তাহার মহৌষধ আছে। * * * কেবল আছে কুইনাইন। উহা আমেরিকার জ্বরের ঔষধ, আমেরিকার লোকের পক্ষে উপযুক্ত, বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর উপযুক্ত নহে; এ দেশে ইহা ক্ষণিক জ্বরবন্ধ রাখিয়া ঘোর বিষের কার্য্য করিতেছে। বোধ হয় ইহা সকলেই বিদিত হইয়াছেন। * * * বিচক্ষণ কবিরাজ শ্রীকেদারেশ্বর সেন গুপ্ত মহাশয় বহু আয়াসে এই তন্ত্রোক্ত জ্বরের মহৌষধটী প্রস্তুত করিয়াছেন, * * * ইহাতে নবজ্বর, বাত পৈত্তিক জ্বর, পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বর, শূল বিশিষ্ট বায়ু ও আমজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, ত্র্যাহিক জ্বর, পাক্ষিক জ্বর, চাতুর্থিক জ্বর, প্লীহা বা যকৃত জনিত জ্বর, মেহজনিত জ্বর, সংক্রামক জ্বর, পালা জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, কালা জ্বর প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন পুরাতন জ্বর এবং তজ্জনিত অগ্নিমান্দ্য * * * প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। না হইলে কবিরাজ মহাশয় রোগীর নিকট সম্পূর্ণ দায়ী থাকিতে প্রস্তুত আছেন। কবিরাজ মহাশয়ের তন্ত্রোক্ত "রক্তরুহ"।—শোণিত সম্বন্ধীয় সমস্ত ঔষধের রাজা, ইহার তুলনা নাই। শত সহস্র সালসা একত্রিত করিলেও ইহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। "শুক্র সঞ্জীবনী।—শুক্র সম্বন্ধীয় অদ্বিতীয় মহৌষধ। মেহ, গণোরিয়া, বহুমূত্র ডায়াবিটিসের অব্যর্থ ঔষধ।" অপিচ, "রতিবর্দ্ধিনী।—পুরুষত্ব হানির তান্ত্রিক অমোঘ মহৌষধ। ইহা ছাড়া "স্নায়ু-বিকাশ," "রমণী-রোগান্তক" প্রভৃতি তান্ত্রিক "অমোঘ মহৌষধ"ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ

সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ মহাশয় বর্ত্তমান সালের স্বীয় মূল্যনিরূপণ পুস্তক ও নূতন পঞ্জিকায়

আপনাকে "মেডিকেল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত" এবং মধ্যে মধ্যে ও শেষে "গভর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত" এইরূপ বিশেষণে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। অভিপ্রায় বোধ হয়, কেহ যদি মনে করে করুক, গভর্ণমেণ্ট ইহাঁকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পরীক্ষা করিয়া ডিপ্লোমা দিয়াছেন। অধিকন্তু ইনি আত্মপরিচয়ে "মেম্বর, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটি," "সোসাইটি অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রী-লণ্ডন", ও সার্জ্জিকেল এড্ সোসাইটি-লণ্ডন" ইত্যাদি লিখিয়া যেন সাধারণকে বুঝাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি একজন ইংরাজী শ্রেণীর ডাক্তার। বাস্তবিক, আমরা যতদূর জানি, ইনি ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ভি এল্ এম্ এস, অর্থাৎ বাঙ্গালাশ্রেণীর ডাক্তার; তাহা হইলেও ইনি একাধারে ডাক্তার ও কবিরাজ। ইহার বহু প্যাটেণ্ট অর্থাৎ "প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ নবাবিষ্কৃত ঔষধ" আছে। তাহার সূচীপত্র মধ্যে কোন ২ প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের নাম দেখা যায়, আবার "প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শাস্ত্রীয় ঔষধ সমূহের" তালিকার মধ্যে নিজের আবিষ্কৃত ঔষধেরও নাম সন্নিবেশিত দৃষ্ট হয়। এই কবিরাজ-ডাক্তারের প্যাটেণ্ট ঔষধের ২।১টা নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"অশোকারিষ্ট।—(সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ)। * * * ভারতের কল্যাণকারিণী মহাপ্রকৃতির অংশরূপিণী রমণীকুলের মঙ্গলার্থে, এবং তাঁহাদিগের রোগের যন্ত্রণা ও লজ্জার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আমি এই সমস্ত ভীষণ স্ত্রীরোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কারার্থ অনেক চেষ্টা করিয়া, অবশেষে মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে সিদ্ধকাম হইয়াছি। গবেষণা ও বহুদর্শিতার ফলস্বরূপ এই অদ্ভুত ঔষধ আবিষ্কার করিয়াই আমি নিশ্চিন্ত হই নাই,—শত সহস্র স্থলে শত সহস্র পরীক্ষার দ্বারা তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছি। জীবের জীবনরক্ষা অবশ্য ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, চিকিৎসক তাহার উপলক্ষ মাত্র। তবে বলিলে স্পর্দ্ধা করা হয় যে, আমাদের আবিষ্কৃত সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ—"অশোকারিষ্ট" অনেক আশাহীন স্থলেও রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে জীবনের নিরাপদ সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে।"

"কেশরঞ্জন তৈল।—(সর্ব্বপ্রকার কেশ ও মস্তিষ্ক রোগে, এবং টাকনিবারণে অব্যর্থ) * * * কেশরঞ্জন-তৈল কেবল কেশ ও মস্তিষ্ক রোগের প্রতিকারক নহে;—ইহা প্রীতিপূর্ণ পবিত্র প্রেমোপঢৌকনের—সাধের—সখের সামগ্রী। এই মহা সুগন্ধময় তৈল প্রণয়ী তাঁহার প্রণয়পাত্রকে বিশ্বস্ত চিত্তে উপহার দিতে পারেন। * * যাহা কেশের মহৌষধ,—যাহা কেশের শ্রীবর্দ্ধক,—যাহা বিলাসের সামগ্রী,—যাহা একাধারে এতগুলি গুণবিশিষ্ট,—তাহা আপনি একবার পরীক্ষাচ্ছলেও ব্যবহার করিয়া দেখুন।"

"নেত্র-বিন্দু—(সর্ব্ব প্রকার নেত্র রোগের মহৌষধ।) * * ছানি কাটার ফল—সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। শতকরা পাঁচটী স্থলে নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়। এমনও দেখা গিয়াছে, এক চক্ষের ছানি কাটাইতে গিয়া দুইটী চক্ষু নষ্ট

হইয়া গিয়াছে! ইহার ন্যায় বিড়ম্বনা আর নাই। এদেশে মালবৈদ্যেরা ছানি; তোলার কাজ করে। বড় বড় শিক্ষিত ডাক্তারেরা যে কার্য্যে সহজে অগ্রসর হন না, অজ্ঞ মালবৈদ্যেরা পরের চক্ষু পাইয়া অনায়াসে তাহাতে যথেচ্ছ ঔষধ প্রয়োগাদি করিয়া বিপরীত ফল উৎপাদন করে। * * * না কাটাইয়া ছানি আরাম করিবার উপায়। ছানির প্রথম অবস্থা হইতে আমাদের প্রসিদ্ধ "নেত্র-বিন্দু" ব্যবহার করা। নেত্র-বিন্দু ব্যবহারে ছানির দৃঢ়রস পাতলা হইয়া রোগীকে ক্রমশঃ আরোগ্যপথে অগ্রসর করায় এবং পরিশেষে অস্ত্রসাহায্য বিনা রোগ নির্ম্মূল হয়। আমাদের নেত্র-বিন্দু—এতদ্ব্যতীত, রাত্র্যন্ধতা (রাত-কাণা) এবং চক্ষুর সাধারণ লালিমা ও বেদনাবোধ, জলস্রাব, চক্ষুর মাংসবৃদ্ধি, অদূরদর্শন ও বৃদ্ধকালের "ঝাপ্সা" দেখা প্রভৃতি যাবতীয় চক্ষুরোগ সত্বর প্রশমিত করে। একশিশির মূল্য ১৲ এক টাকা।"

"পঞ্চ তিক্ত বটিকা।"—ইহার বিজ্ঞাপনে কৌশল পূর্ব্বক কুইনাইনের সহস্র "অপকারিতা" নির্দ্দেশ করত স্বীয় আবিষ্কৃত পঞ্চতিক্ত বটিকার ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী মাত্র স্থল এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"৭। এদেশীয়দিগের শরীরে উদ্ভিজ্জ উপকরণ দ্বারা প্রস্তুত এই ঔষধ সহজে সহ্য হয়। পঞ্চতিক্ত বটী ব্যবহারে একবার আরোগ্যলাভ করিলে, যাবজ্জীবনের মধ্যে আর অন্য কষ্ট পাইতে হয় না। অন্য পক্ষে এদেশীয় হীনবল লোকদিগের কুইনাইন সহজে সহ্য হয় না। সহ্য হইলেও ভবিষ্যতে অপকার হয়, এবং যাবজ্জীবনের জন্য তাহাদিগকে রুগ্ন হইতে হয়।

৮। পঞ্চতিক্ত বটী সেবনে শরীরস্থ ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হইয়া শরীর সবল হয়। এজন্য ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী বিশেষ অমোঘ মহৌষধ। কিন্তু কুইনাইন সেবনে শরীরের ম্যালেরিয়া বিষ বিদূরিত হয় না। ম্যালেরিয়া জ্বরে ইহা সেবনে কুইনাইন বিষ দেহমধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া শরীরকে নষ্ট করে।"

"আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতাদির অনুবাদক এবং চিকিৎসা-সম্মিলনী-
সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের
ভারতবর্ষ মধ্যে একমাত্র সুলভ

আয়ুর্ব্বেদীয়-ঔষধালয়।

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সিম্‌লা—কলিকাতা।

আবার নূতন ঔষধালয় কেন?

সাধারণের পূর্ব্বে এই বিশ্বাস ছিল যে, ডাক্তারী চিকিৎসা, কেবল ধনবানেরই আয়ত্ত। কিন্তু এখন দেখিতেছি;—একথা কেবল ডাক্তারী

চিকিৎসার প্রতিই খাটিতেছে না। ডাক্তারী চিকিৎসায় ডাক্তারের দর্শনী এবং বিলাতী ঔষধ, এই উভয়েরই যে অধিক ব্যয় লাগে, ইহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কবিরাজী প্রায় অধিকাংশ ঔষধই বন্য-পাতা-লতা-ঘটিত; সুতরাং তত ব্যয়সাধ্য নহে, এবং কবিরাজ মহাশয়ের দর্শনীও অল্প, সাধারণের মনে এতাবৎকাল এইরূপ ধারণাই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে এখন কবিরাজী চিকিৎসা, ডাক্তারী চিকিৎসা অপেক্ষাও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িতেছে। কবিরাজের দর্শনী এখন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদিগের দর্শনী অপেক্ষা অধিক ভিন্ন অল্প নহে। আর কবিরাজের বটিকার মূল্যও ডাক্তারী ঔষধ অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, যে ঔষধ এক টাকায় একসের প্রস্তুত হইয়া থাকে, এখন সেই ঔষধই প্রতি সের অন্যূন ১৬৲ টাকা হইতে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দরে কবিরাজ মহাশয়েরা বিক্রয় করিতেছেন। সাধারণতঃ আজকাল একেই ত কবিরাজী চিকিৎসার উপর অনেকেই বীতশ্রদ্ধ, তাহাতে যদি কবিরাজী চিকিৎসা ডাক্তারী চিকিৎসা অপেক্ষাও অধিক ব্যয়সাধ্য হয়, তাহা হইলে ঐ অনাদর আরও বৃদ্ধি হইবার কথা। * * * এতদ্ভিন্ন কেবল ধনোপার্জ্জনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহারা চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, মহাত্মা অগ্নিবেশ, তাহাদিগকে তস্কর অপেক্ষাও ভয়ানক এবং নীচ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে আমরা সে সকল এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না। নিতান্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমরা এই সাধারণ রীতিই গত ১৫।১৬ বৎসরকাল পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু হৃদয়ের অনুতাপ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং উহা আর সহ্য করিতে না পারিয়াই সত্যের অনুরোধ, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মঙ্গলের অনুরোধে, দরিদ্র আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের হিতের অনুরোধে, ঋষিদিগের উচ্চ আদর্শের কথঞ্চিৎ সম্মান রক্ষার অনুরোধে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক যাহাতে অপনোদন হয়, তজ্জন্য যথাযথ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই "আয়ুর্ব্বেদীয়" ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়াছি। * * * যে চ্যবনপ্রাশের একসের প্রস্তুত করিতে বড় জোর তিন বা চারি টাকা ব্যয় হয়, যে ছাগলাদ্য ঘৃত সের করা ৫। ৬ টাকার অধিক কোন মতেই খরচ পড়ে না, যে অশোক ঘৃত ৩। ৪ টাকা ব্যয়ে একসের প্রস্তুত হইয়া থাকে; যে অভয়ালবণের সের ৩। ৪ টাকার বেশী খরচ কিছুতেই পড়ে না—সেই সকল ঔষধ এক্ষণে প্রতি সের যথাক্রমে ৩২, ৪০, ৫০, ৬৪, ৮০, এমন কি ১০০ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে!!! সুতরাং গরিব ভারতবাসী যে একমাত্র ঔষধের মূল্যাধিক্য জন্যই কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে অগ্রসর হইতে পারে না, ইহা নিঃসন্দেহ।

এই অভাব দূরীকরণার্থ অর্থাৎ ৩২, ৬৪, ৫০, ৪০, ৮০ টাকা প্রভৃতি সের করা মূল্য স্থলে যাহাতে আপামর সাধারণ সকলেই ঐ সমস্ত ঔষধ ৮, ১০, ১২,

১৬ ও ২০ টাকা অবধি সের করা মূল্যে পাইতে পারেন, আমাদের এই ঔষধালয়ে ঠিক্ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি"।

সুনিদ্রা হয় এবং অল্পদিনেই রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।”

এই পর্য্যন্ত সহরের কবিরাজের বিজ্ঞাপনের নমুনা। মফস্বলের কবিরাজের একটী মাত্র বিজ্ঞাপনের নমুনার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।—

“কবিরাজ শ্রীশুকদেব কবিরঞ্জনের আয়ুর্ব্বেদীয় নিভৃত আশ্রম।”

প্রধান কারখানা পোষ্ট আফিস আনুখাল, জেলা বর্দ্ধমান।

কবিরাজী চিকিৎসার হুলস্থূল ব্যাপার—কবিরাজী ঔষধ চূড়ান্ত সস্তা!

সহরে বিনামূল্যে গাছগাছড়া পাওয়া যায় না, সুতরাং আমাদের মত সুলভ মূল্যে ঔষধাদি সহরের কোন কবিরাজ দিতে পারিবে না। অথবা দিতে যাইয়া তাহাকে যে বাধ্য হইয়া কৃত্রিমতা করিতে হইবে ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত লোক বুঝিতে পারিবেন। আমাদের ঔষধের যেরূপ অসম্ভব কাটতি, তাহাতে অনেক সময়ে আমরা ঔষধাদি তৈয়ারী করিয়া উঠিতে পারি না। টাটকা গাছড়ার দ্বারা আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয়, সুতরাং আমাদের ঔষধ যে উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন হইবে ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন এবং আমাদের ঔষধ সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ গুণ সম্পন্ন বলিয়াই আজ ভারতের মধ্যে আমাদের এত প্রতিপত্তি। বলিতে কি আমাদের যশগৌরব সুদূর রাবণের পুরী লঙ্কা দ্বীপেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। * * * আজকাল অর্থলোভে অনেক অপকৃষ্ট জাতির লোকও কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে কবিরাজ সাজিতেছে।”

উপরে যে নমুনা দেওয়া হইল তাহা অতি সামান্য। কিছুকাল হইল প্রায় অনেক ছোট বড় কবিরাজই প্যাটেণ্ট ঔষধ প্রচার করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে যাবতীয় চক্ষুরোগের জন্য—যেমন “নেত্রামৃত” “নেত্রবিন্দু” “জগদ্বিখ্যাত নেত্রাঞ্জন”। দাঁতের মাজন একগুণ ধারী পরস্পর কিঞ্চিৎ বিভিন্ন সংজ্ঞাযুক্ত কতকগুলি—যেমন “দন্তধাবনচূর্ণ” “দন্তপ্রভাচূর্ণ,” “দশনকান্তি চূর্ণ,” “দন্তশোধন-চূর্ণ” “দন্তরক্ষণচূর্ণ”—গায় ও মাথায় মাখিবার তৈল—যেমন “কেশরঞ্জন তৈল” “কুন্তল বৃষ্য তৈল” “জবাকুসুম তৈল”, “মন্দার কুসুম তৈল” “কামিনীকুসুম তৈল” “শীতলা”, “শ্যামলা” ইত্যাদি। মুখাদির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের একটা ঔষধ—যেমন “জগদ্বিখ্যাত সৌন্দর্য্যদ্রব” “সৌন্দর্য্য কুসুম তৈল” “লাবণ্য বিকাশ তৈল”। লোমনাশক একটা ঔষধ—যেমন “লোমশাতন চূর্ণ” “লোমনাশক চূর্ণ” ইত্যাদির নাম মাত্র এস্থলে উল্লিখিত হইল।

উপরে নাম জাদা কএকটি বৈদ্যের বিজ্ঞাপনের যে সংক্ষিপ্তাংশ উদ্ধৃত হইল, পাঠক তাহা হইতেই অনেক বুঝিতে পারিবেন; সাধারণ বৈদ্য ও কেবল প্যাটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতাদিগের বিজ্ঞাপন আরও কত লোক-মুগ্ধকর! অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী

(ভারতবাসী বলিলেও চলে) আজ কাল পাশ্চাত্য বহুবিধ বিষয়ের অনুকরণে ব্যস্ত আছেন। সেজন্য অন্যান্য ব্যবসায়ীর সহিত বঙ্গীয় কবিরাজগণও ইদানীং পাশ্চাত্য নানাবিধ ব্যবসার বিজ্ঞাপনের অনুকরণে চিকিৎসা ও ঔষধের বিজ্ঞাপন দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরন্তু ইঁহাদের বিজ্ঞাপন অনেক স্থলে আদর্শকে বহুগুণে পরাস্ত করিয়াছে। কেননা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ (এমন কি, এদেশস্থ য়ুরোপীয় ও দেশীয় ভাল ডাক্তারেরাও) ঈদৃশ আত্ম-শ্লাঘা ও ঔষধের উৎকট প্রশংসাপূর্ণ কোন বিজ্ঞাপন দেন না। পাশ্চাত্য দেশে কোন সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বস্ত চিকিৎসক ও রসায়নতত্ত্ববেত্তা কোন ঔষধ আবিষ্কার করিলে অন্যান্য চিকিৎসক-মণ্ডলী উহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবেন বলিয়া প্রথমে চিকিৎসা বিষয়ক সংবাদ পত্রে উহার বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। তৎপরে উক্ত ঔষধের, প্রস্তাবিত গুণ সকল অনেকে অনুমোদন করিলে আবিষ্কর্ত্তা পশ্চাৎ স্বীয় ঔষধের উপাদান দ্রব্য (প্রস্তুত প্রণালী না বলিতেও পারেন) সমব্যসায়ী ও সাধারণকে বিদিত করিতে বাধ্য হন। পাশ্চাত্য দেশে অজ্ঞাত উপাদানের ঔষধ যথেচ্ছ ভাবে কোন চিকিৎসা বিষয়িণী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয় না। সুপরিচিত হলওয়ে সাহেবের পীল ও মলমের বিজ্ঞাপন এপর্য্যন্ত কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসা পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। যদিও য়ুরোপ আমেরিকার সাধারণ ডাক্তার, হাতুড়ে ও ঔষধ-ব্যবসায়ীরা অন্যান্য পত্রে ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাও কবিরাজের বিজ্ঞাপন তুল্য অত্যধিক লোক-বিমোহন এবং অশ্লীলতা পূর্ণ নহে। যাহা হউক, কবিরাজী বিজ্ঞাপন সকল যেরূপ কৌশলে প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে বিজ্ঞাপন দাতাগণের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। কেননা দেশের এমত স্থান ও পরিবার বিরল, যেখানে কবিরাজী বিজ্ঞাপন যাইতেছে না এবং দেশের এমন আবাল বৃদ্ধ বনিতা কমই আছে যাহাদের দৃষ্টি উক্ত বিজ্ঞাপনে নিপতিত হইতেছে না। কবিরাজদিগের ঈদৃশ ব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট সহায় আমাদের বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের (কোন কোন ইংরাজী পত্রেরও) সম্পাদক এবং পঞ্জিকা প্রকাশকগণ। বৈদ্যগণ অনেকানেক সংবাদ পত্রে সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন (যাহার অধিকাংশ কোন সম্মানিত পত্রে মুদ্রিত হইবার যোগ্যই নহে) প্রকাশ করেন, তদ্ব্যতীত বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞাপনের পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ ও সময়ে সময়ে ঐ সকল সংবাদপত্রের সহিত তদীয় গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরণ করেন। আবার উক্ত বিজ্ঞাপনেও ঔষধের মূল্য তালিকাদিতে প্রত্যহ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই-বার অভিপ্রায়ে উহার সহিত এক সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকাও প্রদত্ত হইয়া থাকে। আর, সকলেই অবগত আছেন, পঞ্জিকা হিন্দুর (অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালীরও) কিরূপ নিত্য-প্রয়োজনীয়; বোধ হয় ভদ্র হিন্দু পরিবার মাত্রেই বৎসরান্তে একখানি নূতন পঞ্জিকা ক্রয় করিয়া থাকেন। দেখা যাইতেছে, সুচতুর কবিরাজগণ (অন্যান্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে) আপনাদের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য এই পঞ্জিকাও আশ্রয়

করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট স্বীয়ং চিকিৎসা ও ঔষধাদির গুণ অপেক্ষকৃত অধিক প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও পঞ্জিকা ব্যবসায়ীরা যে এত অল্প মূল্যে সংবাদ পত্র ও পঞ্জিকা বিক্রয় করিতে পারিতেছেন, বিজ্ঞাপন প্রচারের কার্য্যে প্রচুর অর্থাগমই তাহার একমাত্র কারণ। যদি ইহারা অর্থলোভে অন্ধ না হইয়া কথিত কবিরাজী এবং তদ্দৃষ্টান্তে অন্যান্য লোকের প্রদত্ত, বিজ্ঞাপন গুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবার পূর্ব্বে একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাদৃশ নীতি ও সুরুচি-বিগর্হিত, প্রতারণামূলক এবং স্বজাতীয় আবালবৃদ্ধবনিতার কামপ্রবৃত্তি ও বিলাসিতা প্রবর্দ্ধক বিজ্ঞাপনগুলি আপনাদের পত্রিকায় বা তৎসঙ্গে, এবং পবিত্র পঞ্জিকার সহিত প্রচার করিয়া কি বৈদ্যগণের সহায়তা করিতে পারিতেন? কখনই নহে। ক্ষোভের বিষয়, প্রবল অর্থাভাব ও অর্থলিপ্সা বশতঃ বৈদ্যগণ যেরূপ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়াছেন, ঐ সঙ্গে তাঁহাদের প্রকৃষ্ট সাহায্যকারীরাও কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছেন। হায়! বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্? অথবা অর্থলোভ কি ভয়ঙ্কর বস্তু! ইহার বশ্যতায় জ্ঞানবান্ লোকেরাও শিষ্টতা ও সদ্বিবেচনা পরিহার করিতে বাধ্য হয়।

সমাজে বুদ্ধিমান্ ধার্ম্মিক ও নীতিপরায়ণ লোকের অভাব নাই, দেশে নীতিবর্দ্ধিনী ও ধর্ম্মরক্ষিণী সভা সমিতিও না আছে এমনও নহে, কিন্তু কাহাকেও বৈদ্যের (এবং অপরের) আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি এবং সমাজের হিত সাধনের ভাণে সমাজে দুর্নীতির প্রশ্রয় দান পূর্ব্বক অযথারূপে অর্থোপার্জ্জন প্রবৃত্ত আছেন, তাহা বুঝিয়া তৎপ্রতিবিধান করিতে যত্নশীল দেখা যাইতেছে না। ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে সুসভ্য ন্যায়বান্ গবর্ণমেণ্টেরও এদিকে দৃষ্টিপাত নাই; বরং প্রকারান্তরে প্রশ্রয় আছে বলিলে দোষ হয় না। গবর্ণমেণ্ট ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী দ্বারা মাশুল গ্রহণ পূর্ব্বক বৈদ্যগণের বিজ্ঞাপন ও ঔষধাদি লোকের দ্বারে দ্বারে পৌছিয়া দিতেছেন, এবং ঔষধাদির মূল্য অধিকাংশ স্থলে নিরীহ প্রজাবর্গের নিকট হইতে বৈদ্যভবনে বহন করিয়া দিতেছেন। আবার অতি বড় হাতুড়ে বৈদ্যেরও অন্যায়ার্জ্জিত আয়ের উপরে ইন্‌কমট্যাক্স ধার্য্য হইয়া রাজকোষ পূর্ণ হইতেছে। অন্য দিকে বৈদ্যগণের অশ্লীলতাযুক্ত মুদ্রিত লোকমুগ্ধকর বিজ্ঞাপন প্রকাশ্য ভাবে সর্ব্বত্র অবাধে প্রচারিত হইতেছে, কৈ গবর্ণমেণ্টের কি তৎপ্রতি লক্ষ্য আছে? যাহা হউক, এস্থলে বৈদ্যগণকে (কবিরাজমাত্রকে) তাঁহাদের ও সমাজের হিতের জন্য দুই চারিটী কথা বলা প্রস্তাব লেখকের নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। আশা, বৈদ্যগণ তাঁহার কথায় প্রকুপিত না হইয়া তৎপ্রতি প্রণিধান করিবেন।

ভাই বৈদ্যগণ! তোমরা সামান্য বৃত্তির জন্য বৈদ্যবেশ ধারণ পূর্ব্বক এরূপ দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? বৃত্তির জন্য অতি চেষ্টা করা কি ভাল কার্য্য?

"বৃত্ত্যর্থং নাতি চেষ্টেত সা হি ধাত্রৈব নির্ম্মিতা" এ নীতি কি কখন তোমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই? বৃত্তির জন্য অতি চেষ্টা করিলে অর্থলোভে অধর্ম্ম-পথে বিচরণ যে অনিবার্য্য হয়, ইহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

(১) দেখ, তোমাদিগকে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির ও তৎসঙ্গে সমাজের হিতের ভাণ করিয়া কতই না অকার্য্য করিতে হইতেছে! আয়ুর্ব্বেদের কখনও প্রকৃত ছাত্র না হইয়াও তাহার অধ্যাপক সাজিতেছ। পাশ্চাত্য অনেক বীর্য্যবন্ত ঔষধ (যাহার প্রকৃতি ও গুণক্রিয়া তোমরা শিক্ষা কর নাই, যদি কেহ শিক্ষা করিয়া থাক, তাহাও অবশ্য নিতান্ত অসম্যক্) গোপনে গ্রহণ করিয়া দেশীয় দ্রব্য বিশেষ সংযোগে উহার রূপ রস গন্ধের যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক, তোমার আবিষ্কৃত ঔষধ বলিয়া, স্বকপোল কল্পিত নামে সংজ্ঞিত করিয়া প্রচার করিতছ, অথবা সেই ঔষধকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়া ব্যবহার ও অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করিতেছে; সমাজকে, কি তোমার সমব্যবসায়ীকেও ইহার কিছু মাত্র জানিতে দিতেছ না। লোকে তোমাদের প্রতারণা না জানিতে পারে সেই অভিসন্ধিতে এবং অর্থলোভের প্রত্যাশায় ভিন্ন দেশজাত ঔষধ এদেশীয় লোকের অনিষ্টকারী, কুইনাইন ত উৎকট বিষ, উহা ত ম্যালেরিয়া ও জ্বরের স্থায়ী উপকারক ঔষধ নহে, এবং উহা খাইয়া চিরজীবনের জন্য দেহ নষ্ট হইয়া যায়; ইত্যাদি বহু ভঙ্গী করিয়া ঐ সকল ঔষধের অযথা বহু দোষ এবং নিজের ঔষধ ও চিকিৎসার বহু গুণ কীর্ত্তন করিতেছ।

(২) দেখ, তোমরা স্বার্থপরবশ হইয়া সমব্যবসায়ী বৈদ্যকে কিছুমাত্র বিশ্বাস ও সম্মান করিতেছ না, বস্তুতঃ কোন রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ১০।২০টা হইতে পারে না; যদি এক জনের তাদৃশ কোন একটী ঔষধ অব্যর্থ মহৌষধ স্থির হয়, তবে তোমাদের তদনুরূপ অন্য ঔষধ আবিষ্কারের বা প্রয়োজন কি? সকলে তাহা গ্রহণ করিলেই ত ভাল হইতে পারে? দেশের লোকও বুঝিতে পারে, ঐ ঔষধটী সত্যই মহৌষধ; পরন্তু তোমাদের শিক্ষাভিমান ও স্বার্থপরতা তোমাদিগকে তাহা করিতে দেয় না। কাজেই তোমাদিগের প্রত্যেকের ঔষধকে অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া প্রচার করিতে হইতেছে। তোমাদের ব্যবসায় নীচ প্রতিদ্বন্দ্বীতাভাব এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, পরস্পর পরস্পরকে কৃত্রিম-ঔষধ-প্রস্তুতকারী এবং অত্যধিক মূল্যগ্রাহী বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। ঔষধের ব্যবসা লইয়া তোমাদের মধ্যে যেন একটা "খেও খেয়ি" পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে তোমাদের বা সমাজের কি কোন বিশেষ উপকার হইতেছে?

(৩) দেখ, কোথায় তোমরা মিত্রভাবে ধর্ম্মশাসন ও আয়ুর্ব্বেদের অনুমত উপদেশ দিয়া লোকের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি যথাপরিচালনের সহায় হইবে, তাহা না হইয়া সমাজের লোকের বিশেষতঃ হীনবল বাঙ্গালীর "শুক্র", "রতিশক্তি" ও "সুরত-স্পৃহা" "অতিশয় বৃদ্ধি" করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছ। তা ছাড়া

তোমাদের বিজ্ঞাপনে মস্তিষ্ক ও ধাতুদৌর্ব্বল্য পরিচায়ক "শুক্রতারল্য" * প্রভৃতি যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ আদৌ অস্বাস্থ্যের বা শুক্রক্ষয়ের লক্ষণই নহে। † তাহা পাঠ করিয়া অসম্যক্-উন্মেষিত-ইন্দ্রিয়বৃত্তি সুস্থ বালক ও তরুণ এবং স্বভাবতঃ নিস্তেজ-ইন্দ্রিয়-শক্তি বৃদ্ধ আপনাদিগকে বিজ্ঞাপনোক্ত রোগ-বিশেষ দ্বারা আক্রান্ত স্থির করিতে পারে। সুতরাং এরূপ সুস্থ ভ্রান্ত লোকদিগকে রতিশক্তি-উত্তেজক, এবং শুক্র গাঢ় ও বৃদ্ধি হইবার অব্যর্থ ঔষধ সেবন করাইয়া তোমরা কি অনিষ্টপাতই না করিতেছ! পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং ইন্দ্রিয়ের

---

* শুক্রের "তারল্য" বা "পাতলা" ইহা শুক্রের প্রকৃতি, * বিকৃতি অর্থাৎ দোষ নহে। ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন,—অষ্টৌ রেতোদোষা ইতি—তনু শুষ্কং ফেনিলমশ্বেতং পূতি-পিচ্ছিলমন্যধাতূপহিতমবসাদি চেতি। † ইহার মধ্যে তারল্য বা পাতলা বোধক কোন শব্দই নাই। অনুবাদক কবিরাজ যশোদানন্দন মূলের তনু শব্দের অর্থ ভ্রমক্রমে "পাতলা" করিয়াছেন। ‡ সম্ভবতঃ অন্যান্য কবিরাজেরা কেহ ঐ পাতলা দেশজ শব্দেই, কেহ বা উহার প্রতিবাক্যে সংস্কৃত "তারল্য" শব্দ গ্রহণ করিয়া, উহা শুক্রের অন্যতম দোষ স্থির করিয়া বিজ্ঞাপনে প্রচার করত ঐ পাতলা বা তরল শুক্রকে গাঢ় করিবার অভিপ্রায়ে অব্যর্থ ঔষধ প্রয়োগেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাস্তবিক তনু শব্দে অল্প বুঝায়, যথা—"স্তোকাল্পক্ষুল্লকাঃ সূক্ষ্মং শ্লক্ষ্ণং দভ্রং কৃশং তনু" ইত্যমরঃ। এস্থলে শুক্রের অল্পতাই দোষ, ইহা আচার্য্যের অভিপ্রেত, কেন না ধন্বন্তরি এই অল্পরেতাদিগকেই বাজীকরণ চিকিৎসার যোগ্যপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। § কিন্তু আমাদের কবিরাজ মহাশয়েরা সেই তনুকে পাতলা বা তরল বুঝিয়া তাহা গাঢ় করিতে গিয়া হিতে বিপরীত ঘটাইয়াছেন। তাই ত পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তাহার মর্ম্ম বা অর্থগ্রহ হয় না।

† চরক, সূত্রস্থান, ১৭ অঃ।

* সুশ্রুত, শারীরস্থান, ২য় অধ্যায়, "স্ফটিকাভং দ্রবং" ইত্যাদি দেখ।

† চরক সূত্রস্থান ২ অঃ দেখ।

‡ বঙ্গানুবাদ চরক, সূত্রস্থান ১৯ অঃ দেখ। চরক-অনুবাদক স্বীয় অনুবাদের অন্যান্য স্থলেও ভ্রান্তি ও অসতর্কতার বহুল পরিচয় দিয়াছেন, যদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয় ভ্রান্তমত প্রচার হইয়াছে; তন্মধ্যে আরও একটা স্থল এই, যথা—বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তং শারীরো দোষসংগ্রহঃ। মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ॥ সূত্রস্থান, ১ অ, ৩০; ইহার অনুবাদ,—"বায়ু, পিত্ত, কফকে শারীরিক দোষ কহে। মনের দোষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। যাহা বিকৃত হইলে রোগ হয়, তাহাকে দোষ কহে।" এখানে মূলে সত্ত্বের নাম গন্ধ নাই; কিন্তু অনুবাদে নির্দ্দোষ সত্ত্ব বেচারিকে খামখা ধরা হইয়াছে।

§ যৌষিৎপ্রসঙ্গাৎ ক্ষীণানাং ক্লীবানামল্পরেতসাম্। ইত্যাদি

—চিকিৎসিত স্থান, ২৬ অঃ।

অযথা-পরিচালনকারী জনগণকে তোমাদের বাজীকরণ ঔষধের মাহাত্ম্য গোচর করাইয়া তাহাদিগকে অভয় দান করত প্রকারান্তরে তাহাদিগকে কি তদীয় দুষ্কার্য্যে প্রোৎসাহিত করিতেছ না? বাস্তবিক জননেন্দ্রিয়ের পীড়া অতীব গুহ্য বিষয়। তোমরা যে পরিবারে চিকিৎসা কর, সে পরিবারে কেহ ইন্দ্রিয়-দুষ্ট রোগে পীড়িত হইলে তাহা অনায়াসেই জানিতে পার এবং অতি গোপনেই তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পার। কিন্তু তোমরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বহু অর্থলাভের আশায় ঐ সকল গুহ্য পীড়ার অশ্লীলতা-ব্যঞ্জক প্রকৃত ও কাল্পনিক লক্ষণের কথা সাধারণের (আবাল বৃদ্ধ বনিতার) গোচর করিয়া কত লোকের মনে সন্দেহ ও ভীতি সঞ্চার করত তোমাদের অব্যর্থ ঔষধ সেবনার্থ তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছ। ইহাতে তোমাদের কি ধৃষ্টতা ও লোক-প্রতারণা প্রকাশ পাইতেছে না?

(৪) রোগ সকল সাধ্যাসাধ্য ভেদে দুই প্রকার। যাহা অসাধ্য তাহার চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদে উপদিষ্ট হয় নাই। সদ্বৈদ্য প্রথমে রোগ পরীক্ষা করিয়া সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ করত পশ্চাৎ সাধ্য রোগের জ্ঞান পূর্ব্বক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু তোমরা কি সর্ব্বত্র সেরূপ করিতেছ? অনেকস্থলে রোগ পরীক্ষা না করিয়া (রোগীর নেত্র গাত্র মূত্র পুরীষাদি না দেখিয়া) কেবল রোগের বিবরণ শুনিয়াই অথবা বিজ্ঞাপনের সাহায্যেই সকল রোগের চিকিৎসা করিতেছ। ইহাতে রোগের সাধ্যাসাধ্য অবধারণানন্তর জ্ঞান পূর্ব্বক চিকিৎসা করা কি সম্ভব হয়? ভাই কবিরাজগণ! তোমরা ত আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়াছ, অন্ততঃ আয়ুর্ব্বেদে দখল থাকার অভিমান ত তোমাদের যথেষ্ট আছে, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আয়ুর্ব্বেদের কোথায় এরূপ উপদেশ বা বিধান দেখিয়াছ, যাহাতে বিভিন্ন কারণ-সম্ভূত যাবতীয় স্ত্রীরোগ, বালরোগ, এবং যকৃৎ, মস্তিষ্ক, নেত্র, কর্ণ প্রভৃতি যন্ত্রের যতপ্রকার রোগ হউক, এক একটী ঔষধ দ্বারা তত্তাবতের চিকিৎসা ও আরোগ্য-সাধনের চেষ্টা করা যাইতে পারে? তাহা হইলে বল, আয়ুর্ব্বেদ-কর্ত্তা ঋষিরা রোগের কারণ ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন ঔষধাদির যে উপদেশ বা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলই অযুক্ত ও ভ্রমাত্মক? যদি তোমাদের উদ্ভাবিনী শক্তি দ্বারা নবাবিষ্কৃত ঔষধের এতই অদ্ভুত গুণ, তবে আবার তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় বা আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত বলিয়া প্রচারে সাধারণকে কেন মুগ্ধ করিতেছ? তোমরা সকল প্রকার বন্ধ্যাকে পুত্রবতী ও ক্লীবকে সহবাসক্ষম এবং বৃদ্ধকে যুবা করিতেছ। আবার, পাথরী (অশ্মরী) ও চক্ষের ছানি (Cataract) বিনা অস্ত্রচিকিৎসায় ও কেবল ঔষধ দিয়াই আরাম করিতে সক্ষম—ইত্যাদি প্রচার করত কত অজ্ঞ লোককে ভুলাইয়া ঔষধ বিক্রয় করিতেছ, তৎসঙ্গে আরোগ্যের লুব্ধাশ্বাস সুতরাং অনেকস্থলে রোগীকে সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসায় বাধা দিয়া কতই অনিষ্ট করিতেছ। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা ডাক্তারি শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাও অর্থলোভে

(৬) দেখ, তোমাদের বিজ্ঞাপনেই প্রকাশ যে, তোমাদের ব্যবহৃত অনেক ঔষধ এক্ষণে "ইংরাজী উপকরণে" প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে তোমাদিগকে কিছু দোষ দিতেছি না, কেননা ঔষধ দ্রব্য যে দেশের হউক না, সকলেই গ্রহণ করিতে অধিকারী। পরন্তু তোমরা শতমুখে ইংরাজী ঔষধের এদেশীয়ের পক্ষে অনুপযোগিতা ও অনিষ্টকারিতার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আবার সেই ইংরাজী ঔষধই গোপনে গ্রহণ করত এদেশীয়দিগকে সেবন করাইতেছ। ইহা কি তোমাদের অমার্জ্জনীয় শঠতা নহে? ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে এদেশীয় সুপরিচিত বহু ঔষধের অরিষ্ট ও আসব প্রস্তুত করিতেছ (প্রচার করিতেছ উহা তোমাদের নবাবিষ্কৃত!), তাহার প্রধান উপকরণ দ্রব্য যে মদ্য ও মদিরাসার (wines and spirits), তাহা কি তোমরা ঘরে প্রস্তুত করিয়া লও, না বাজার হইতে বিলাতি প্রস্তুত ঐ ঐ দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া থাক? সম্ভবতঃ শেষোক্ত উপায়ই অবলম্বন কর। ইহা হইলেই যে তোমাদের বিলাতি উপকরণ লইয়া, তদনন্তর বিলাতী প্রণালীতেও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করা হইল। ইহাই কি তোমাদের বহুল চেষ্টালব্ধ নবাবিষ্কৃত ঔষধ? তোমাদিগকে বিলাতি উপকরণ লইতে ত কেহ বারণ করে নাই, তবে এত লুকোচুরি ও নানা ভড়ং কেন? সেরূপ না করিলে বুঝি পসার বাড়ে না?

(৭) বৈদ্যের শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ কর্ত্তব্যের ("রোগীদিগের প্রতি মৈত্রী, কারুণ্য, উৎসাহ সহকারে সাধ্য রোগের চিকিৎসা এবং সুস্থশরীরী জীবদিগের প্রতি ঔষধ প্রয়োগ উপেক্ষা করা" চরক, সূত্রস্থান, ৯ অ, ২৪) মধ্যে সুস্থশরীরীর প্রতি ঔষধ প্রয়োগ না করা অন্যতম। তোমরা কিন্তু এই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেছ। তোমরা স্থান বিশেষে এক ঔষধই সুস্থ অসুস্থকে যুগপৎ ব্যবস্থা দিতেছ। অন্য ঔষধের কথা থাকুক, কুন্তলবৃষ্য প্রভৃতি তৈল, দন্তরক্ষণাদি চূর্ণ, লাবণ্য দ্রব বা সুধাংশু দ্রব প্রভৃতি দ্রব্য গুলিকে ত তোমরা উভচর করিয়া তুলিয়াছ; কেননা ঐ সকল দ্রব্য রোগী, অরোগী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষের নিত্য ব্যবহার্য্য বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছ। কোথায় তোমরা আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত (ইদানীং কালবশে অনেকটা উপেক্ষিত, অতি সুলভ, ব্যয়হীন অথচ উপকারী) দন্তধাবন ও অভ্যঙ্গাদির উপদেশ গুলি অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের গোচরে আনিয়া সমাজকে উপকৃত করিবে, তাহা না করিয়া পাশ্চাত্য দেশীয় বিলাসিতার অনুকরণে ব্যয়সাধ্য দন্তধাবন, অভ্যঙ্গ ও লাবণ্য বর্দ্ধনের উপকরণ প্রবর্ত্তনা করিয়া দুঃখি-সমাজের কত ক্ষতি সুতরাং শত্রুতার কার্য্য করিতেছ। তোমাদের মধ্যে এমন বৈদ্য কম, যাঁহারা কেশ ও দন্তরক্ষণ এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের জন্য একটা না একটা মূল্যবান্ প্যাটেণ্ট তৈল বা ঔষধ যত্র তত্র বিক্রয় না করিতেছেন। যেখানে সর্ষপাদি তৈল মাখিয়া দেশের (অত্যন্ত বড় মানুষ ছাড়া আর সকল) লোক স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া যাইত, সেখানে ৭।৮ দিনের ব্যবহারোপযোগী গন্ধতৈল ৵০ ছটাক

বা ⁄।০ পোয়া ১৲টাকা মূল্যে খরিদ করিবার জন্য যে প্রবৃত্তি দেয়, এবং যে দেশের লোক উদরান্নের সংস্থান করিতে অক্ষম তাহাদিগের পয়সা খরচ করাইয়া দন্ত ধাবন, হায়! মুখের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করাইতে যে ব্যাকুল, তাহাকেও কি আবার দেশহিতৈষী বলিতে পারি? বিলাসিতায় একবার অভ্যস্ত হইলে লোক চিরজীবন তাহার দাস হইয়া থাকে; অতএব যিনি এরূপ দুঃখিদেশে বিলাসিতা প্রবর্ত্তনের প্রয়াস পান, তিনি যে দেশের পরম শত্রু, তাহার আর সন্দেহ কি? ভাই বৈদ্যগণ! তোমরা অর্থলোভে দেশ সুদ্ধ লোককে (মাথার ও চুলের কোন অসুখ থাকুক না থাকুক, মুখে কাহারও মেস্তে পড়ুক না পড়ুক, ব্রণ হউক না হউক) তোমাদের সুগন্ধ তৈল ও সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন মাখাইতে যত্নবান্ হইয়াছ! ইহাতে সমাজের ত অনিষ্ট করিতেছই; অধিকন্তু দেশের কলুগণের জাতিবৃত্তিরও হন্তারক হইয়া তাহাদের অভিশাপ-গ্রস্ত হইতেছ। ইহাও কি তোমাদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়?

এক্ষণে স্থিরচিত্তে এক বার বুঝিয়া দেখ, তোমাদের কার্য্যকলাপ (এখনও বলিতে অনেক বাকি রহিল) কি সদ্বৈদ্যোচিত হইতেছে? অথবা সমাজের প্রতি তোমাদের ব্যবহার কি ভদ্রোচিত হইতেছে? আয়ুর্ব্বেদীয় আচার্য্যদিগের মতে তোমরা কোন্ শ্রেণীর বৈদ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য, তাহা কি কখনও মনে মনে ভাবিয়া দেখিয়াছ? তোমাদের সহিত চরকোক্ত "ছদ্মাচার" * ও "সিদ্ধসাধিত" † কিম্বা "রোগাভিসর ও প্রাণহন্তা" ‡ বৈদ্যের কি কোন বিশেষ প্রভেদ আছে? আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ চিকিৎসার প্রকৃষ্টপাদ সদ্বৈদ্য ইদানীং অতীব বিরল, তথাপি কোন কোন বৈদ্যকে কায়রোগ-বিশেষের চিকিৎসায় পটু দেখিয়া তাঁহাকেই সদ্বৈদ্য বলিয়া গ্রহণ ও সম্মান করিয়া থাকি। বস্তুতঃ ঠিক বলিতে হইলে, তোমাদের সকলকেই অসদ্বৈদ্য বা হাতুড়ে বলিতে হয়, যাহাকে ইংরাজীতে Quack বলিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন, ঈদৃশ বৈদ্য বুদ্ধিমান্ রোগী কর্ত্তৃক সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। পরন্তু যখন দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় এই অসদ্বৈদ্যগণকেও সমাজ ত্যাগ করিতে পারিবেন না, তখন সামাজিকগণের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা বিজ্ঞাপনে সিদ্ধহস্ত বর্ত্তমান বৈদ্যগণের সহিত ব্যবহার করিতে যেন বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতা অবলম্বন করেন।

* "যাহারা বৈদ্যের ভাণ্ড, ঔষধ, পুস্তক, অনুকরণ ও পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বৈদ্য নাম লাভ করে, সেই অজ্ঞদিগকে ছদ্মচর বা প্রতিরূপ বৈদ্য কহে।"

† "যাহারা শ্রীসম্পন্ন, লব্ধনামা, লব্ধজ্ঞান বৈদ্যদিগের পরিচয়-বলে চলিয়া থাকে অথচ তাহাদিগের নিজের কোন গুণই নাই, তাহাদিগকে সিদ্ধসাধিত বৈদ্য কহে।"

চরক, সূত্রস্থান, ১১অঃ।

‡ চরকের সূত্রস্থান, ২৯ অঃ দেখ।

৩। প্রকৃতিপুঞ্জ ও বৈদ্যের প্রতি রাজার (গভর্ণমেণ্টের) কর্ত্তব্য কিরূপ হওয়া প্রার্থনীয়।

আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে উক্ত আছে, প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন "জগৎ অরাজক হইলে সকলেই ভয়ে আকুল হইবে, এই জন্য সমুদায় চরাচর রক্ষার কারণ পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। * * * রাজা শিষ্ট প্রতিপালন ও দুষ্ট দমনের জন্য যে ধর্ম্মনিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়। রাজার হিতার্থেই ঈশ্বর পূর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা ধর্ম্মস্বরূপ আত্মজ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দণ্ড-ভয়েই চরাচর সমুদায় জগৎ স্ব স্ব ভোগসুখে প্রতিষ্ঠিত আছে; কেহই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারে না। দেশ, কাল, শক্তি ও বিদ্যা সম্যক্ আলোচনা করিয়া অন্যায়কারীর প্রতি রাজা যথাযোগ্য দণ্ডের বিধান করিবেন। প্রকৃতপক্ষে দণ্ডই রাজা, দণ্ডই পুরুষ, দণ্ডই রাজ্যের নেতা ও শাসনকর্ত্তা। * * * সেই দণ্ড যদি সম্যক্ বিবেচিত হইয়া ধৃত হয়, তবে প্রজা সমুদায় সুখে থাকে।" * ইত্যাদি।

মনুর এই সুযুক্ত বাক্য সর্ব্বদেশের জ্ঞানবান্ লোক এখনও সম্মান করিবেন, সন্দেহ নাই। বিধর্ম্মী সুসভ্য রাজাকেও রাজদণ্ড পরিচালন করিতে মনূক্ত প্রজাপালন ও প্রজারঞ্জন রূপ রাজ-কর্ত্তব্যের মূল সূত্র অবলম্বন করিতে হয়। যাহা হউক, বিগত সপ্তশতাধিক বর্ষকাল ভারত বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী সম্রাট্ পরম্পরা দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে প্রথম সার্দ্ধ পঞ্চশতাধিক বর্ষ মুসলমান নৃপতিগণের শাসনকাল ছিল। শেষের প্রায় সার্দ্ধৈক শতাব্দীকাল ইংরেজরাজ আমাদের রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। এই সুদীর্ঘকাল আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ও তদুদিত চিকিৎসা রাজ-প্রশ্রয়লাভ করে নাই; কেননা মুসলমান রাজত্ব কালে ইউনানী-চিকিৎসা প্রণালী এবং ইংরেজ রাজত্ব কালে য়ুরোপীয়-চিকিৎসা প্রণালীই রাজকর্ত্তৃক আদৃত ও প্রশ্রয়িত হইয়া আসিয়াছে।

আমাদের ইংরেজ-রাজা সুদূর ইংলণ্ডে নিয়ত অবস্থিতি করেন, পরন্তু তাঁহার এৈকৈক প্রধান প্রতিনিধি এদেশে প্রেরিত হইয়া ধারাবাহিকরূপে রাজদণ্ড ধারণ

* মনু, সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ব্বক ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। ইনি সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা হইলেও, অনেক বিষয়ে ইঁহাকে ইংলণ্ডস্থ ভারতরাজমন্ত্রীর অভিমতি গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহার অধীনে চারি পাঁচজন সহকারী প্রতিনিধি আছেন। তাঁহারা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা তত্তৎপ্রদেশের বিশেষ করিয়া, আর প্রধান প্রতিনিধি সার্ব্বভৌমরূপে রাজ্যের এবং প্রকৃতিপুঞ্জের প্রয়োজন ও হিতের জন্য সময়ে সময়ে সমন্ত্রিক সভাস্থ হইয়া বিবিধ রাজশাসন ও নিয়ম প্রণয়ন করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা যাবতীয় রাজকার্য্য ও প্রজারক্ষণ নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় মিত্র ও করদ রাজ্যও এই ব্রিটিশ রাজনীতির আদর্শে পরিচালিত হইতেছে। এই-রূপে ইংরেজ-রাজ ইতোমধ্যে একছত্রী রূপে এই সুবৃহৎ ভারত সাম্রাজ্যে সুরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠায় ও অনেকানেক বিষয়ের সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে ব্রতী আছেন। পরন্তু রাজ্যমধ্যে এমন কোন কোন বিষয় রহিয়াছে, যাহার প্রতি রাজকীয় কর্ত্তব্য-দৃষ্টি এখনও সম্যক্ নিপতিত হয় নাই। তন্মধ্যে প্রজাকুলের স্বাস্থ্য ও রোগোপশান্তির উল্লেখ ও আলোচনা করা এস্থলে প্রয়োজনীয় হইতেছে। কি উপায়ে প্রজাগণ স্বাস্থ্যবান্ ও অরোগী হইয়া সুখে কালযাপন করিবে, তাহার চিন্তাও রাজার অবশ্য করিতে হয়। জানা যায়, প্রাচীনভারতে সে জন্য বিবিধ বিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইদানীং সুসভ্য যাবতীয় রাজ্যেও ঐরূপ বিধি বিধানের অস্তিত্ব শ্রুত হওয়া যাইতেছে। প্রজাবর্গ স্বাস্থ্যবান্ ও রোগবিমুক্ত থাকিলে যে কেবল তাহারাই সুখী হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং রাজকোষেরও পূর্ণতা সাধিত হয়। তদ্ভিন্ন বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রমণের ভয় এবং রাজ্যে অধর্ম্ম ও পাপাচরণেরও প্রাবল্য থাকে না। অপিচ, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা তাদৃশী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিও ধারণ করিতে পায় না। কথিত আছে, এক সময়ে জার্ম্মণির ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ কোনও সভায় বক্তৃতা কালে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, "Health is Wealth" অর্থাৎ স্বাস্থ্যই সম্পৎ। আমাদের ইংরেজ-রাজও যে এই সত্য অবগত নহেন, এ কথা মনে করিতে পারি না, কেননা উহা তাঁহার স্বদেশ শাসনে এবং কতকটা অত্রত্য মিউনিসিপাল শাসনেও অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে জানা যায় পরন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টকে

এই সাম্রাজ্যের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর স্থানের সংস্কার ও উন্নতি এবং প্রজাবর্গের স্বাস্থ্য ও জীবন সংরক্ষণের (রোগ হইতে) প্রতি এখনও যথোচিত মনোযোগী হইতে দেখা যাইতেছে না। ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ে রাজার অমনোযোগিতা ও ঔদাসীন্য যে বহু অনিষ্টের হেতু, তাহাতে আর সন্দেহ কি? স্বীকার করি, বিজাতীয় প্রজার অভাব ও দুঃখ বিজাতীয় ও বিদেশীয় রাজার হৃদয়ঙ্গম হইয়া তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে অনেক কাল-বিলম্ব হইতে পারে; কিন্তু যখন দেখিতেছি, ভারত সাম্রাজ্যের রাজস্ব উন্নতি কল্পে কত শত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিষয় রাজপ্রতিনিধিগণের মনোযোগের অন্তর্ভূত হইয়াছে, আর রাজ্যের অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও রাজার লক্ষণীয় হইয়াছে, তখন রাজ্যের নানা স্থান ঘোরতর অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠায় প্রজাবর্গের স্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি যে নিয়ত হানি হইতেছে, অথচ সুচিকিৎসার কোনও সুব্যবস্থা নাই, ঈদৃশ গুরুতর বিষয় যে রাজ্যের শাসনকর্ত্তারা সম্যক্ অনবগত, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। কেন না ইতঃপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট সংক্রামক বসন্ত রোগ নিবারণ করিতে টীকা দিবার নিয়ম এদেশে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর, কালা জ্বর, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক সংক্রামক রোগের কারণানুসন্ধান এবং তত্তৎ রোগের যথাসম্ভব চিকিৎসার জন্য সাময়িক ব্যবস্থাও করিয়াছেন, জানা যায়। তদ্ভিন্ন দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বরের পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদীয় প্রসিদ্ধ ঔষধ—কুইনাইন সাধারণের সুপ্রাপ্য হইবে বলিয়া ৫ গ্রেণের ১ মোড়ক ৫ পয়সা মূল্য লইয়া বিক্রয়ার্থ মফঃস্বলের প্রত্যেক ডাকঘরে রাখিয়া দিয়াছেন। পরন্তু দুঃখের বিষয়, গভর্ণমেণ্টের এরূপ সাময়িক ও অসম্পূর্ণ ব্যবস্থায় কোনও সুফল উৎপন্ন হইতে পারে নাই। এদিকে, ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের (ভূতপূর্ব্ব বিদেশীয় ভূপতিবর্গের ন্যায়) কিঞ্চিন্মাত্র আস্থা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্বদেশ-প্রচলিত য়ুরোপীয় চিকিৎসা প্রণালীই প্রথমাবধি রাজগ্রাহ্য ও রাজপোষিত হইয়া আসিয়াছে। প্রধানতঃ এই হেতু আমাদের গভর্ণমেণ্ট কিছুকাল হইতে স্বদেশ-প্রচলিত আয়ুর্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-প্রণালী জাতিনির্ব্বিশেষে এদেশীয়দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রথমে রাজধানী কলিকাতায়, পরে অন্যান্য স্থানে চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও হাস্‌পাতাল স্থাপিত করিয়াছেন, এবং এই সকল বিদ্যালয়ে কোথাও ইংরাজি ভাষায়, কোথাও বা

দেশীয় ভাষায়, পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ এবং ঐ ঐ বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট হাস্‌পাতালে চিকিৎসা-কার্য্য শিক্ষা দিতেছেন। এই সঙ্গে দেশীয় বিদেশীয় বহু রোগীর ও রোগের চিকিৎসার উপায়ও করিয়া দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন জেলায় ও সব্‌-ডিভিজনে দাতব্য হাস্‌পাতাল ও ডিস্পেন্‌সারি স্থাপিত করিয়া অনেক লোকের চিকিৎসা করাইতেছেন। কথিত বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর কতকগুলি ছাত্র সুশিক্ষিত হইয়া (ডাক্তার হইয়া) বহির্গত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সৈন্য বিভাগে নিম্ন শ্রেণীর চিকিৎসক ও ঔষধ বিতরণ কার্য্যে নিয়োজিত হইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রশ্রয়ে শিক্ষিত হইয়া থাকে, তাহারা প্রায় সকলেই উক্ত কার্য্যে নানা স্থানে নিযুক্ত হয়। অপর উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে কিয়ৎ সংখ্যক জেলা ও সব্‌ডিভিজন প্রভৃতি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, এবং অবশিষ্ট কতকগুলি স্বাধীন ভাবে যথেপ্সিত স্থানে বাস করিয়া চিকিৎসা কার্য্য পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। পরন্তু এই সকল শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা (বিশেষতঃ ডাক্তারি শিক্ষার পক্ষে ইদানীং উত্তরোত্তর কঠোরতর নিয়ম পরিচালিত হওয়ায়) এত অল্প যে, এই সুবিস্তীর্ণ রোগবহুল নিঃস্ব দেশের সর্ব্বত্র উহাদিগের দ্বারা প্রজাপুঞ্জের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিতেছে না। বস্তুতঃ গভর্ণমেণ্টের সেরূপ উদ্দেশ্যও প্রথম হইতে থাকে নাই। এদেশে পাশ্চাত্য আয়ুর্বিজ্ঞান ও তদ্বিদত চিকিৎসা শিক্ষা প্রবর্ত্তনার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, রাজ্যের সিভিল্‌ ও মিলিটারি বিভাগে যে নিম্ন শ্রেণীর ডাক্তারের প্রয়োজন, সেই ডাক্তার এই দেশেই প্রস্তুত করিয়া লইলে অল্প বেতনে এই সকল কার্য্যে উহাদিগকে নিয়োগ করা যাইতে পারিবে। নতুবা প্রজাবর্গের সুচিকিৎসার সুবিধা জন্য এতাদৃশ পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দান গভর্ণমেণ্টের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয় না। সেরূপ হইলে এখানকার মেডিকেল্‌ কলেজ আদিতে উত্তরোত্তর কঠোরতর নিয়ম ও পাশ্চাত্য দেশের সম্যক্‌ উপযোগী উচ্চতম চিকিৎসা বিষয়িণী শিক্ষা দিবারই বা ব্যবস্থা কেন ইতোমধ্যে প্রবর্ত্তিত হইত? যাহা হউক, গভর্ণমেণ্ট যেমন রাজ্যের সর্ব্বত্র পাশ্চাত্য চিকিৎসার (যাহার প্রতি তাঁহাদের সম্যক্‌ আস্থা আছে) প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, কাজেই বৈদ্য ও হাতুড়ে-চিকিৎসার অনিষ্টকারিতা জানিয়া শুনিয়াও তাহা নিবারণ করিতে তেমনি সক্ষম হইতেছেন না।

তাই বলিয়া ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাবর্গ কি চিরকালই চিকিৎসার অসুবিধার কষ্ট ভোগ করিতে থাকিবে? বর্ত্তমান প্রণালীতে পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা বিস্তার কার্য্য চলিলে ও প্রতি বৎসর গভর্ণমেণ্টের নিজ প্রয়োজন অপেক্ষা অতি অল্প সংখ্যক অতিরিক্ত ডাক্তার সৃষ্ট হইতে থাকিলে এবং ঐ অতিরিক্ত শিক্ষিত ডাক্তারদিগের চিকিৎসার্থ স্থানগ্রহণ তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন থাকিলে, কোনও কালে যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা দ্বারা এদেশের সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, সে আশা করা নিতান্ত দুরাশা মাত্র। পক্ষান্তরে ভারতের বহু লোক (হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও জৈন) এ পর্য্যন্ত তাহাদের ধর্ম্ম-সংস্কার (তাহাকে না হয়, পাঠক কুসংস্কারই বল) এবং আর্থিক চির অসচ্ছলতা প্রযুক্ত ইউরোপীয় চিকিৎসা অবলম্বন করে নাই ও ইচ্ছা হইলেও সর্ব্বদা করিতে পারে নাই। আবার, গভর্ণমেণ্ট এবং কোন কোন সহৃদয় প্রজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত উপরি উক্ত হাস্‌পাতাল ও ডিস্পেন্‌সারির সংখ্যাও এত অল্প ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে, রাজ্যের সামান্য পরিমাণ দুঃস্থ প্রজাই উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। অধিকন্তু এদেশের লোকেরা গৃহ-শুশ্রূষা এত ভালবাসে এবং অন্যান্য কারণেও হাস্‌পাতালে চিকিৎসিত হইতে এত অনিচ্ছুক যে, তাহারা অনেকে অচিকিৎসা ও কুচিকিৎসায় গৃহে প্রাণ ত্যাগও স্বীকার করে, তথাপি হাস্‌পাতালে যাইতে চায় না। * গভর্ণমেণ্ট বোধ হয় দেশের ঈদৃশ অবস্থা এক্ষণেও সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এদিকে প্রজার ধর্ম্মসংস্কারের প্রতিকূলেও, নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত না হইলে, কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা ভারতীয় ব্রিটিশ-শাসন-নীতির আদৌ অনুমোদিত নহে। অন্য-দিকে যেমন দেশীয় চিরপ্রচলিত শিল্পাদি কর্ম্ম সুসভ্য দেশের অনুরূপ না হইলেও তাহার উচ্ছেদ সাধন করা রাজপুরুষেরা উচিত মনে করেন না, সেইরূপ হয় ত কোন কারণে দেশীয় কবিরাজী চিকিৎসার উপরেও তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। যাহা-

* সম্প্রতি এদেশীয় স্ত্রীলোকের চিকিৎসার্থ নানা স্থানে যে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে লেডি ডফারিণ্‌ হাস্‌পাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের স্ত্রী, দুঃখী হইলেও, কয় জন প্রবেশ করিয়াছে? ভবিষ্যতে উক্ত হাস্‌পাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্যক্‌ সফল হইবে কি না তাহা বলা যায় না।

হউক, গভর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পাদির প্রতি যে উদাসীন আছেন, তাহাতে লোকের তাদৃশ গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে নাই; কেননা সেরূপ দেশীয় শিল্পাদি বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং গভর্ণমেণ্টের অনবধানতায় বিলুপ্ত হইয়া গেলেও তদ্দ্বারা দেশে অর্থাগমের একটি দ্বার না হয় অবরুদ্ধ হইতে পারে; পরন্তু দেশীয় জীর্ণ ও বিকলাঙ্গ চিকিৎসা-প্রণালীর প্রতি গভর্ণমেণ্ট যে উদাসীন আছেন অথচ সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন পাশ্চাত্য চিকিৎসারও সুব্যবস্থা সর্ব্বত্র করেন নাই, তাহার ফলে যে কত প্রজার স্বাস্থ্য, জীবন ও ধনের উপর গুরুতর ক্ষতি উপস্থিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রাজার অমনোযোগ বশতঃ কুবৈদ্যের উদ্ভব হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃপতিগণের এবং বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের অনবধানতায় তাহাই অবাধে ঘটিয়া আসিয়াছে। এই এক কলিকাতা সহরেই যখন অল্পকাল মধ্যে শত শত কবিরাজের (তন্মধ্যে কেহ কেহ বা অবৈদ্যজাতীয়) উদয় হইয়া অলি গলিতে অবস্থিত দেখা যাইতেছে, তখন মফঃস্বলে উঁহাদের সংখ্যা যে কত বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কে গণনা করিবে? সুতরাং অসদ্-বৈদ্য দ্বারা যে সমুদয় অত্যাচার ও অনিষ্ট উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহাও রাজ্য মধ্যে বিলক্ষণ ঘটিয়া আসিতেছে। ইহাতে কি রাজার প্রজাপালন-কর্ত্তব্যের কোন দোষ হইতেছে না? গত সেন্‌সসে চিকিৎসাব্যবসায়ীর তালিকা অনুসন্ধান করিলে দেশীয় বৈদ্যক-চিকিৎসকের সংখ্যা কত, এবং তন্মধ্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা কয় জন আছেন, জানা যাইতে পারে। সম্প্রতি কি কারণে বলিতে পারি না, লাহোরের ডেপুটী কমিশনার সাহেবের এক সারকুলার মতে তথাকার চিকিৎসক মণ্ডলীকে স্ব স্ব উপযুক্ততার নিদর্শন পত্র সহ তত্রত্য সিভিল্ সার্জ্জনের নিকট উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। তাহাতে জানা গিয়াছে, উপস্থিত ৩০০ চিকিৎসকের মধ্যে কেবলমাত্র ২৫ জন শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন *। উপযুক্ত অনুসন্ধান লইলে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ীর মধ্যে অনুপযুক্ত ও নিতান্ত হাতুড়ে বিস্তর লোক যে চিকিৎসা কার্য্যে যথেচ্ছভাবে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক স্থলে প্রজাকুলের ধনপ্রাণ হরণে প্রবৃত্ত আছে, তাহা জানা যাইবে। সুসভ্য

* See—The Statesman of June, 24, 1902.

রাজার রাজ্যে অনেকানেক সুব্যবস্থার ও সুখকর অবস্থার মধ্যে ঈদৃশ অনিষ্টজনক বিসদৃশ অবস্থার বিদ্যমানতা রাজার বা রাজ্যশাসনের পক্ষে আদৌ প্রশংসাপর নহে।

যে অপ্রতিহত রাজ-সুশাসন বিবিধ প্রকারে প্রকৃতিপুঞ্জের ধন প্রাণ মান রক্ষা করত সুখ ও শান্তি বিধান করিতেছে, তাহাই চিকিৎসক-বেশধারী অসংখ্য লোকের প্রকাশ্য অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গের ধন প্রাণ রক্ষা করিতে বিরত! ইহা কি সামান্য বৈসাদৃশ্য? এই সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-পাত করিলে দেখিবে যে, এমন একটীও ধর্ম্মাধিকরণ নাই, যেখানে একজন অশিক্ষিত ব্যবহারাজীবের প্রবেশাধিকার আছে, বরং উকীল মোক্তারদিগের উত্তরোত্তর যোগ্যতা বৃদ্ধির প্রতি গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট মনোযোগ রহিয়াছে; আর এত বড় রাজ্যের মধ্যে এমন একটীও ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম নাই, যথায় দুর্ব্বল লোকের প্রতি দুষ্ট ও বলবানের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য রাজ-শাসনের ব্যবস্থা নাই; কিন্তু হায়! সেই সাম্রাজ্যেই আবার অশিক্ষিত সহস্র সহস্র চিকিৎসক-বেশধারী লোক প্রজাকুলের ধন প্রাণের উপরে প্রকাশ্যভাবে (দিনে ডাকাতির তুল্য) অত্যাচার করিয়া সুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে! রাজার "অনবধানতা" বা রাজশাসনের অসম্পূর্ণতা ভিন্ন তাদৃশ বিশৃঙ্খলতার অপর কি কারণ হইতে পারে? যদি বল দণ্ডবিধি আইনে কুচিকিৎসকের অনিষ্টকারিতা এবং লোকবঞ্চনার শাসন নির্দ্দিষ্ট আছে; ইহা সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কয়জন হাতুড়ে ডাক্তার ও বৈদ্য স্বীয় অনিষ্টকারিতার জন্য, কিংবা কয়জন কৃত্রিম-ঔষধ-বিক্রেতা লোক-প্রবঞ্চনার জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে? যদি রাজ-নিয়মে সুশিক্ষিত চিকিৎসক সর্ব্বত্র সুলভ থাকিত, তাহা হইলে উক্ত দণ্ডবিধির সজীবতারও অবশ্য প্রমাণ পাওয়া যাইত। যখন অশিক্ষিত বৈদ্যই অধিকাংশ স্থলে সামাজিকগণের এক মাত্র গতি, তখন তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিশিষ্ট কারণ উপস্থিত হইলেও কি কেহ তজ্জন্য রাজদ্বারে যাইতে সাহসী হয়? কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করিয়া কে কত কাল জলে বাস করিতে পারে? সুতরাং এই কুবৈদ্যের অত্যাচার এ দেশীয়দিগের "গা সওয়া" হইয়া পড়িয়াছে। কুবৈদ্যের অত্যাচার সমাজে সতত বিদ্যমান থাকিলেও অত্যাচারিত কোনও ব্যক্তি উহাদের

বিরুদ্ধে, বহু ব্যয় ও বিবিধ লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া, রাজদ্বারে মোকদ্দমা করিতে ইচ্ছা করে না। পক্ষান্তরে অস্মদ্দেশের অধিকাংশ লোককে নিরীহ ও অদৃষ্টবাদ-বিশ্বাসী দেখা যায়। (পূর্ব্বে এরূপ ছিল কি না জানি না) কবিরাজ বা অন্য চিকিৎসকের কুচিকিৎসায় কোন গুরুতর অনিষ্ট সংঘটিত হইলেও লোকে তাহা নিজ অদৃষ্টজনিত মনে করে এবং সাক্ষাৎ অনিষ্টকারী চিকিৎসককে অনিষ্টের নিমিত্ত-কারণ মাত্র ভাবিয়াই তাহার বিরুদ্ধে কখন রাজ-দ্বারে কোন অভিযোগ উপস্থিত করে না। * যাহা হউক, এ বিষয়ে রাজার অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের এখনও কি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত হইতেছে? দেখা যায়, কোন গৃহস্থের বাটীতে সামান্য দ্রব্য চুরি হইলে যদি ঐ গৃহস্থ পুলিসে তাহার সংবাদ না দেয়, তবে উক্ত ঘটনা পুলিস বা ম্যাজি-ষ্ট্রেট কোনরূপে জানিতে পারিলে, গৃহস্থের চৌর্য্য-গোপনাপরাধের দণ্ড হইয়া থাকে। যদি অসৎ চিকিৎসকের কৃত অনিষ্টের (অবশ্য গুরুতর) সংবাদ উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারীর নিকট জ্ঞাপন না করিলে তাহা অপরাধ-বিশেষ বলিয়া পরিগণিত ও তাহার যথাসম্ভব দণ্ডবিধানের নিয়ম থাকিত, তাহা হইলেও মনে করিতে পারিতাম যে, হাতুড়ের দুশ্চিকিৎসা বা অত্যাচারের অভিযোগ উপস্থিত করা অত্যাচারিতের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেরূপ কোন বিধান কোন আইনে আছে বলিয়া জানা যায় না। যদি অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন, অনেকস্থলে দুঃখী, প্রজার উপর কুচিকিৎসকের অত্যাচারাদির অভিযোগ রাজদ্বারে উপস্থিত নাও হয়, তাহা হইলেও কি সুসভ্য ন্যায়বান্ ব্রিটিশ রাজার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তৎপ্রতিবিধানে যত্নবান্ হওয়া উচিত নহে? অপর তিনি বর্ত্তমান বৈদ্যগণের বর্ণ ও জাতি নির্দ্ধারণে যেরূপ মনোযোগী হইয়াছেন, তাঁহাদের অবলম্বিত চিকিৎসা-কার্য্য কি তদপেক্ষা শতগুণে অধিক তাঁহার মনোযোগের বিষয় নহে? প্রাচীনতম কালে ভারতে যাহা রাজ-কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত ছিল,

* যদিও কুবৈদ্যেরা সমাজে সময়ে সময়ে ভৎর্সিত ও কখন বা প্রহারিতও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কি জ্ঞানোদয় হইয়াছে? পল্লীগ্রামের কোন কোন শোকাতুরা রমণী অচিরমৃত স্বজনের চিকিৎসককে পথে চলিয়া যাইতে দেখিয়া এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া থাকে,—বাবা, (উহাদের মৃত পুত্রাদি উদ্দেশ করিয়া) ঐ তোমার যম যায় গো—বাবা, ইহাকে ডেকে নাও গো ইত্যাদি।

ইংরেজ রাজের তাহা এখনও কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইল না! ইহা আমাদিগের পরম দুর্ভাগ্যের ফল ব্যতীত আর কি বলিব?

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে (৯ম অঃ) উক্ত হইয়াছে, অসম্যক্‌কারী অর্থাৎ অশিক্ষিত মহামাত্র অর্থাৎ মাহুত ও চিকিৎসক এবং যাহারা শিল্পোপচারে উৎসাহ দিয়া লোকের ধন হরণ করে, বশীকরণাদি-কার্য্যনিপুণ এবং বেশ্যা স্ত্রীলোক,—ইহারা প্রকাশ্য লোকবঞ্চক জানিবে; ইহাদিগের ও দ্বিজবেশধারী শূদ্র প্রভৃতির বিষয় রাজা চার দ্বারা অবগত হইবেন। ঐ সকল দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিকে তত্তৎকর্ম্মকারী কাপটিক নানাপ্রকার গুপ্তচর দ্বারা আত্মীয়তা দেখাইয়া রাজা শেষে স্ববশে আনয়ন করিবেন এবং ইহাদিগের অপরাধ অনুসারে দণ্ডবিধান করিবেন। বোধ হয়, বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য রাজ-বর্গের এই প্রাচীনকালীন আর্য্যশাসন অনেকাংশে এখনও অনুকরণ-যোগ্য। ব্রিটিশ ভারতের কোন কোন সহরে ও নগরে (যেখানে মিউনিসিপালিটী আছে) আহার্য্য দ্রব্যে কেহ ভেজাল মিশাইলে তাহার দণ্ড হইবারও বিধান আছে; কিন্তু কবিরাজগণ যে ভেজাল দেওয়া কৃত্রিম ঔষধ দ্রব্য সহর ও মফঃস্বলে সর্ব্বত্র অবাধে চালাইতেছেন, তাহার জন্য উঁহাদিগকে কোন প্রকার রাজশাসনের অধীন হইতে হয় না। রাজার এদিকে দৃষ্টি থাকিলে ত হইত! আমাদের প্রাচীনতম মনু কিন্তু এরূপ স্থলে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আর জানাও যায়, অসম্যক্‌কারী চিকিৎসকের প্রতি রাজশাসন ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইংরেজরাজ এ দেশে অশিক্ষিত চিকিৎসকের প্রাদুর্ভাব ও অত্যাচার হইতে নিরীহ অনন্যগতি ভারতীয় প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য এখনও তাদৃশ কোন উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন নাই। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট যতকাল উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ততকাল বৈদ্যবেশধারী (এ স্থলে ডাক্তার-বেশধারী হাতুড়েও বোধ্য) লোকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং তাহাদের কৃতকার্য্যের দ্বারা প্রজাকুলের স্বাস্থ্য, ধন ও প্রাণের উপর অত্যাচার আরও প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের শাসনকর্ত্তারা কি ইহার কিছুই বুঝিতে পারেন না? অথবা এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় কি তাঁহাদের এখনও উপস্থিত হয় নাই? প্রজাকুল কি চিরকালই বৈদ্যবেশধারী

হাতুড়েদিগের কুচিকিৎসা ও অসদ্ব্যবহারের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেই থাকিবে?

সম্প্রতি সপ্তম এড্ওয়ার্ড আমাদিগের সম্রাট হইয়া সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, * অতঃপর তাঁহার নিকট হইতে প্রজাবর্গের ধন, প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উৎকৃষ্টতর শাসনপ্রণালী আমরা আশা করিতেছি। তিনি ভারতে প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া অধিকতর ব্যয়সাধ্য য়ুরোপীয় চিকিৎসা সাধারণ্যে প্রচলিত করুন এবং সামাজিকগণের মধ্যে যাহারা তাদৃশী চিকিৎসায় অনুরাগী নহে, তাহাদিগকেও বলপূর্ব্বক ঐ চিকিৎসার অধীন করুন, আমরা এরূপ প্রার্থনা করিতেছি না। আমাদিগের প্রার্থনা অন্যবিধ। যে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ও তদুদিত চিকিৎসা পূর্ব্বাবধি ভূপতিবর্গের অনবধানতা ও উপেক্ষায় ইদানীং এতাদৃশী অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে, অতঃপর তাহা আমাদের সাম্রাজ্যেশ্বরের প্রযত্নে বর্ত্তমান কালোপযোগি সুসংস্কৃত ও উন্নত হইয়া প্রচলিত পাশ্চাত্য-চিকিৎসার সহিত সমকক্ষভাবে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং সমস্ত প্রজাবর্গের কল্যাণে নিয়োজিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। প্রাচীনকালে হিন্দুরাজগণ একমাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সাহায্যে রাজ্যের যাবতীয় চিকিৎসা কার্য্য অবশ্য নির্ব্বাহ করাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু উপযুক্ত ইতিহাস বিরহে এক্ষণে উহার বিশেষ বিবরণ জানিবার উপায় নাই। প্রচলিত ভারত-ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, সম্রাট্ অশোক (যিনি প্রিয়দর্শন নামেও অভিহিত হইতেন) প্রকৃতিপুঞ্জের হিতের জন্য প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কতদুর প্রশ্রায়ক ছিলেন। তিনি স্বীয় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মনুষ্য ও পশুদিগের চিকিৎসার উপায় বিধান (কেহ কেহ বলেন সে জন্য বহু চিকিৎসালয়ও স্থাপন) করিয়াছিলেন। তিনি স্বসাম্রাজ্যে ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশে, যেমন—সিংহল, চোলা, পাণ্ড্য, সতিয়াপুত্র, কেরলপুত্র প্রভৃতি, এমন কি, গ্রীকরাজ এণ্টিয়োকসের নিজ এবং অধীন রাজগণের

* সম্প্রতি তিনি যেরূপ সঙ্কটাপন্ন রোগ হইতে মুক্ত হইলেন (ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন) এ দেশীয় বর্ত্তমান বৈদ্যক চিকিৎসকেরা সে রোগের প্রকৃত তত্ত্ব বা চিকিৎসা কিছুমাত্র অবগত নহেন, সুতরাং তাঁহার ভারতীয় প্রজার মধ্যে সেই বা তাদৃশ বহু পীড়ায় যে কত লোক উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে প্রাণ হারাইতেছে, তাহা কি তিনি একবার চিন্তা করিবেন না?

রাজ্যেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রসার ও সৌকার্য্যার্থে অতি প্রয়োজনীয় বনৌষধি (ফল মূলাদিও) দূরদেশ হইতে আহরণ করিয়া সর্ব্বত্র বপন ও রক্ষা করত উহা সর্ব্বদা সুখপ্রাপ্য করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় বহুপ্রাচীন প্রস্তর ও স্তম্ভ ক্ষোদিত (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২২০ বৎসরের) অনুশাসন হইতে জানা যায়। *

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যশঃ-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াই খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৩১—৫৭২) পারস্য-সম্রাট্ হারুণঅল্‌রসিদ দুইজন হিন্দু চিকিৎসককে (মাঙ্ক Manke এবং সালেহ Saleh) রাজচিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রযত্নে চরক ও সুশ্রুত আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। আরবীয় চিকিৎসা-গ্রন্থকারেরা হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ রচয়িতাদের নিকট বহুবিষয়ে যে ঋণী, ইহা তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। এলফিনিষ্টোন সাহেব তদীয় ইতিহাসে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসক সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা—"ইঁহাদিগের ভৈষজ্য-জ্ঞান অতি বিস্তৃত। ইঁহাদিগের বনৌষধি-জ্ঞান বিষয়ে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই, কেননা ইঁহারা পূর্ব্বে তাহা য়ুরোপকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেও শ্বাসরোগে ধুতুরার ঘ্রাণের উপকারিতা এবং কৃমিনাশের জন্য কাউইচের (cowich) ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছেন। ইঁহাদিগের রাসায়নিক বিষয়ে নৈপুণ্য বিস্ময়কর এবং আশাতীত। † ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে ধাতু-ঘটিত ঔষধ মানব-দেহে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।" বাস্তবিক, য়ুরোপীয় ভৈষজ্যগ্রন্থে এখনও ভারতের অনেক ঔষধ সাদরে স্থানলাভ করিতেছে।

অতএব পূর্ব্বকালে ভারতীয় যে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ ও ঔষধ গ্রহণ করিয়া আরব ও পাশ্চাত্য দেশের আয়ুর্ব্বেদ লাভবান্ হইয়া বর্ত্তমানে এত সমুন্নত হইয়াছে, ভারতবাসীর সেই প্রাচীন গর্ব্ব স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও চিকিৎসা কাল-বশে ইদানীং এত নিষ্প্রভ ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়! ইহার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সমুন্নতি আপাত-দৃষ্টিতে সুদূর-পরা-হত মনে হইলেও তাহা এককালে অসম্ভব নহে। তবে সাধারণ ব্যক্তি বা "সমিতি" বিশেষের ক্ষুদ্র চেষ্টায় তাদৃশ দুরূহ কার্য্য কখনই নিষ্পাদিত হইবার নহে। সেজন্য প্রভূত ক্ষমতাশালী, প্রাচীন কীর্ত্তি-মর্য্যাদক ও রক্ষক,

* See—Rulers of India,—Asoka, by Vincent, A Smith, Edict 11, Page 115-16. Also—Dr. Royl's Essay.

† See—Elfinistone's History of India, 7th Edition, Page 159.

বিদ্যোৎসাহী, প্রজাবৎসল অস্মদীয় নব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের তুল্য লোক, যদি এ বিষয়ে যথোচিত কৃপাদৃষ্টি ও মনোযোগ প্রদান করেন, এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় বর্ত্তমান রাজন্যবর্গ তাঁহার সাহায্যকারী হন, (কেনই বা না হইবেন) তাহা হইলে আমাদের প্রস্তাবিত প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হইতে পারে। ভারতীয় সার্ব্বজনিক কোন দুঃখ বা অভাব সমন্ত্রিক ভারত সম্রাট্‌কে জানাইয়া তন্নিবারণার্থ তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে হইলে বোধ হয়, অত্রত্য প্রধান রাজপ্রতিনিধির কৃপা সাহায্যও আবশ্যক হইতে পারে। সে পক্ষেও আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন মহোদয়কে যেরূপ সহৃদয়, সদাশয় এবং ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিসংরক্ষণে এবং শিল্প ও শিক্ষার উন্নতি কার্য্যে যত্নবান্ ও উৎসাহদাতা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি আমাদের উল্লিখিত ন্যায্য প্রার্থনীয় বিষয় সুবিদিত হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে রাজ্যেশ্বরের যথোচিত মনোযোগ আকর্ষণের যে প্রকৃষ্ট সহায় হইবেন, তাহার সম্পূর্ণ আশা করা যায়।

লেখকের কথিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের একটী উপযুক্ত কমিশন নিযুক্ত করা আবশ্যক হইবে, তাহার গঠন এবং কর্ত্তব্য অনতিপরে উল্লিখিত হইতেছে। বাস্তবিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের সাহায্যে সুসংস্কৃত হইয়া কার্য্যকারী হইলে, এক পক্ষে প্রজাবর্গের ধন, প্রাণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার অপেক্ষাকৃত সুলভ অথচ উপযোগী সুচিকিৎসার উপায় করিয়া দিয়া তাহাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করা হইবে; অন্য পক্ষে রাজ-কর্ত্তব্য পালনব্যপদেশে ভারতীয় লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদ-কীর্ত্তি পুনঃস্থাপিত ও সম্বর্দ্ধিত করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-প্রচারক আর্য্য ঋষিদিগের প্রদত্ত য়ুরোপীয় প্রাচীন ঋণ কুসীদসহ পরিশোধ করত সভ্য জগতের সমক্ষে একটী অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভও স্থাপিত করা হইবে। তদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসারও অপেক্ষাকৃত পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিয়া জনসাধারণের হিতসাধনও করিতে পারিবেন। * এক্ষণে আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদ ও

---

* উদারচেতা পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদবেত্তৃগণ পৃথিবীর যে কোন স্থানে বিকীর্ণ ঔষধ-দ্রব্য এবং যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় নূতন তত্ত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। এই অন্যতম কারণে পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এত উন্নতি এবং তদুদিত ভৈষজ্যের বর্গ বা গণ এতাদৃশ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এমন অনেক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে এবং ভারতীয় চিকিৎসায় এমন বহুগুণশালী অনেকানেক উদ্ভিজ্জ ও ধাতুঘটিত

চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সংস্কার কিরূপে সাধিত হইতে পারিবে, তাহার সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব, (যাহা এই প্রস্তাব লেখকের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উদিত হইয়াছে) গভর্ণমেণ্টের* (এবং সাধারণেরও) বিবেচনার্থ নিম্নে সূচিত হইতেছে। অপর কোথা হইতেও উৎকৃষ্টতর প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট সকাশে উপস্থিত হইলে গভর্ণমেণ্ট তাহাও গ্রহণ ও বিবেচনা করিয়া উপস্থিত বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য অবধারণ করেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সংস্কারকল্পে ছয়টী সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব এবং তৎসঙ্গে আর তিনটী কথা। যথা—

১। পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে সুপণ্ডিত যে সকল য়ুরোপীয় ডাক্তার বহুকাল এদেশে থাকিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন কিম্বা সত্বরে উহা আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিবেন, এমন ৪।৫ জন এবং ভারতের বিভিন্ন—যেমন বঙ্গ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য-দেশ ও উত্তর-পশ্চিম (ইহার মধ্যে মিত্র ও করদরাজ্যও) প্রদেশ হইতে প্রাচীন অপ্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও চিকিৎসায় যতদূর সম্ভব পারদর্শী এমন ৮।১০ জন লোক লইয়া একটী কমিশন গঠিত হউক। এই সকল লোককে যথোচিত পারিশ্রমিক দিয়া কমিশন কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে।

কমিশন গঠন।

২। আর্য্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ (মুদ্রিত, হস্তলিখিত ও ভাষান্তরিত) যাহা যেখানে (ভারত, পারস্য, তিব্বত, চীন, যাবা প্রভৃতি দ্বীপ এবং ইংলণ্ড, জার্ম্মণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে), পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক উক্ত কমিশন-হস্তে অর্পণ করা হউক।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সংগ্রহ।

৩। প্রস্তাবিত কমিশনের বিবেচনায়, আয়ুর্ব্বেদের যে যে অংশ (যেমন শারীরস্থান, শারীর-তত্ত্ব, শস্ত্রচিকিৎসা প্রভৃতি) বর্ত্তমান কালীয় পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ মতে ভ্রমাত্মক অথবা বর্ত্তমান সমাজের অনুপযোগী স্থির হইবে, তাহা পরিত্যক্ত হইয়া সেই সেই অংশ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় পাশ্চাত্য

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র ও চিকিৎসার সংস্কার।

ঔষধ ব্যবহৃত হয়, যাহা অদ্যাপি পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বিজ্ঞাতা ও চিকিৎসকদিগের অজ্ঞাত আছে। অতএব গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় যদি এক্ষণে ঐ সকল অজ্ঞাত বিষয় প্রচারিত হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসার আরও যে উন্নতি লাভ হইয়া জগতের হিতসাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান হইতে গ্রহণপূর্ব্বক উপযুক্ত লোক দ্বারা সরল সংস্কৃত ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া উহাতে সন্নিবেশিত ও সংযোজিত হউক।

পাশ্চাত্য ও দেশীয় চিকিৎসার ফলাফল নির্ণয়।

৪। ঐ কমিশন কর্ত্তৃক প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ, তন্ত্র এবং প্রাচীন অপ্রাচীন সংগ্রহ গ্রন্থোক্ত ঔষধাদির ক্রিয়া গুণ পর্য্যবেক্ষিত হইবার জন্য বর্ত্তমান হাসপাতালের কোন একটীতে এক প্রকার রোগের দেশীয় ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ চিকিৎসা করা হউক; এবং উভয়বিধ চিকিৎসার ফলাফল লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হইয়া পশ্চাৎ বিবেচিত হউক; তদনন্তর কোন্ রোগের কোন্ চিকিৎসা ও ঔষধ এ দেশীয়ের পক্ষে অধিকতর হিতকারী, তাহা অবধারিত হউক।

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদীর বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় স্থাপন এবং উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে অনুজ্ঞা-পত্র দান।

৫। উল্লিখিত উপায়ে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের যথোচিত সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইলে তাহা উপযুক্ত অধ্যাপক দ্বারা, প্রয়োজনীয় পূর্ব্ব-শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার জন্য আপাততঃ দুইটী বিদ্যালয় (যাহার নাম Edward Hindu Ayurvedic college এবং school রাখা হইতে পারে) তৎসঙ্গে চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠিত হউক। চিকিৎসালয়ের এরূপ বন্দোবস্ত থাকুক, যাহাতে এদেশীয় সর্ব্বসম্প্রদায়স্থ রোগীর অবলম্বিত ধর্ম্ম ও আচারের কোন বিঘ্ন না ঘটে। আর উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আয়ুর্ব্বিদ্যায় যথোচিত অধিগত এবং ঐ চিকিৎসালয়ে দৃষ্টকর্ম্মা হইলে তখন তাহাদিগের উপযুক্ত লোক দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকার রোগের আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা-ক্ষম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভারতের সর্ব্বত্র চিকিৎসা করিবার জন্য অনুজ্ঞাপত্র (Deploma) প্রদত্ত হউক। ইহারা গভর্ণমেণ্টের নিয়োগে স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়া প্রজাবর্গের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কার্য্য সম্পাদন করুন, আর ইহাদের সংখ্যা প্রচুর হইলে যথাকালে ইহারা ব্যতীত কোন হাতুড়ে কবিরাজ কোথাও আর চিকিৎসা করিতে না পারে, গভর্ণমেণ্ট যে তাহার নিয়ম স্থাপন করিবেন, তাহাও সংকল্পিত হউক।

৬। প্রস্তাবিত সুসংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার জন্য

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের জন্য কারখানা ও উদ্ভিজ্জোদ্যান স্থাপন।

একটী কারখানা এবং একটী ভৈষজ্যোদ্যান স্থাপিত হউক। ঐ কারখানায় সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র ও পাক-সাধ্য উদ্ভিজ্জ ও ধাতুঘটিত ঔষধাদি দেশীয় এবং আবশ্যক মনে হইলে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুনিপুণ ও সুযোগ্য চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে নিষ্পাদিত হউক। অপিচ, প্রস্তাবিত উদ্ভিজ্জোদ্যানে যাবতীয় প্রয়োজনীয় অসাধারণ বনৌষধি উপযুক্ত লোকের পরিদেবনায় সুরক্ষিত হউক।

অস্বাস্থ্যকর স্থানকে স্বাস্থ্যকর করা।

৭। প্রস্তাবিত কমিশন রাজ্যের যে যে স্থান অস্বাস্থ্যকর বলিয়া নির্দ্দেশ এবং তাহা স্বাস্থ্যকর করিবার যে সকল উপায় প্রস্তাব করিবেন, গভর্ণমেণ্ট তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মনোযোগী হইবেন।

প্রজাবর্গের সুচিকিৎসার জন্য রাজ্যের সর্ব্বত্র পাশ্চাত্য এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সুব্যবস্থা।

৮। সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র কথিত সুসংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসার এরূপ সুব্যবস্থা হউক, যদ্দ্বারা ব্রিটিশ-প্রজাগণ বর্ত্তমান হাতুড়ের হাতে আর প্রতারিত ও প্রপীড়িত না হইয়া যথেচ্ছাক্রমে সুচারুমতে চিকিৎসিত হইতে পারে।

প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অর্থ সংগ্রহ।

৯। প্রস্তাবিত সুবৃহৎ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। এই অর্থ রাজকোষ হইতে, ভারতীয় ভূপতি ও ভূম্যধিকারবর্গ এবং অপর সাধারণের সাহায্যে সংগ্রহীতব্য।



পরিশিষ্ট।

প্রস্তাবের সূচনায় এবং অন্যান্য স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় বৈদ্য-সম্প্রদায় বিশেষ * বৈদ্য জাতিকে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিতেছেন। এজন্য তাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করত আদমসুমারীর তালিকায় ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্যজাতির স্থান হইবার প্রার্থনায় গভর্ণমেণ্টের সকাশে আবেদনও করিয়াছেন। এই আবেদনের পর হইতে সমাজের কোথাও কোথাও বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বে অধিকার আছে কি না এই কথার আন্দোলন চলিতেছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রথম পরিচ্ছেদে বৈদ্যদিগের জাতি-তত্ত্ব নির্দ্দেশের আলোচনায় যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় বৈদ্য-জাতি হিন্দু সমাজে হীন শূদ্রস্থানীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তথাপি যখন বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণত্বে বা দ্বিজাতিত্বে অধিকার বিষয়ে একটা ধুয়া তুলিয়াছেন, শুদ্ধ তাহা নহে, উহার অনুকূলে আবার যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন তৎ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন হইতেছে। †

শাস্ত্রালোচনায় জানা যায়, অতীব প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের কেহ কেহ তপঃপ্রভাবে বা কার্য্যের উৎকর্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, যেমন

---

* কলিকাতার বৈদ্য সমিতি।

† ইতোমধ্যেই কোথায় কোথায় বৈদ্যগণ কায়স্থ ও নবশাখ জাতির প্রণম্য হইবার প্রযত্ন করিতেছেন, নিমন্ত্রণ চিটি পত্রে পূজনীয় ও প্রণাম পাঠ না থাকিলে তাহা গ্রহণ না করিয়া উহাদের সহিত চির প্রচলিত সামাজিক ব্যবহারের অন্যথা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আবার অনেকে আপনাদের স্ত্রীলোককে (যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে দাসী শব্দেই চিরকাল অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন) এক্ষণে দেবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কেবল ডাকের চিটি পত্রে নহে, শ্রাদ্ধ বিবাহাদি কার্য্যেও ঐ দেবী শব্দের উল্লেখ করিতে শুনা যায়। ইহাতে যদি তাঁহাদের ক্রিয়া সিদ্ধ হয়, তবে দাসী নির্দ্দেশে পূর্ব্বকৃত ক্রিয়াদি সিদ্ধ বা অসিদ্ধ পরিগণিত হইবে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণের বিচার্য্য বিষয়। অপর, স্বামী গুপ্ত বা দাস আর স্ত্রী দেবী, পরস্পরের এরূপ বিসদৃশ-উপনাম বৈদ্যদিগের মনে আদৌ ধারণা হইতেছে না; তদ্ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় দলিল পত্রে মাতা মাতামহী পিতামহী প্রভৃতি দাসী আর কন্যা দৌহিত্রী পৌত্রী প্রভৃতি দেবী হইলে ভবিষ্যতে গোলযোগ ঘটাও সম্ভব।

বিশ্বামিত্র, কবষ প্রভৃতি। আবার, কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বংশ বিশেষের প্রবর্ত্তয়িতা ও গোত্রকারও হইয়াছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ দেখ) ফলতঃ ইহা বৈদিক কালের কথা। হিন্দু সমাজ ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনাধীনে আসিলে (স্মার্ত্তিক কালে) আর সেরূপ অন্য বর্ণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। তবে মন্বাদি প্রণীত শাস্ত্রে শূদ্র জাতির ব্রাহ্মণত্ব লাভ এবং ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব লাভের যে প্রসঙ্গ আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের।

মনু বলিয়াছেন—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্ যুগাৎ॥
১০ অ। ৬৪

অত্র কুল্লূকটীকা—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ পারশবাখ্যো বর্ণঃ প্রজায়ত ইতি সামর্থ্যাৎ স্ত্রীরূপঃ স্যাৎ। সা যদি স্ত্রী ব্রাহ্মণেনোঢ়া সতী প্রসূয়তে সা দুহিতরমেব জনয়তি সাপ্যন্যেন ব্রাহ্মণেনোঢ়া সতী দুহিতরমেব জনয়তি সাপ্যেবমেবং সপ্তমে যুগে জন্মনি স পারশবাখ্যো বর্ণো বীজপ্রাধান্যাৎ ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্নোতি। আসপ্তমাদ্ যুগাদিত্যভিধানাৎ সপ্তমে জন্মনি ব্রাহ্মণঃ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে পারশব উৎপন্ন হয়, অত্র শ্লোকে ব্রাহ্মণের ঔরসজাতা পারশব-কন্যা অর্থাৎ পারশবী বুঝিতে হইবে, নতুবা শাস্ত্র-কারের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না। এই পারশবী কন্যাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন কন্যা পুনরায় ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিত হইলে যে কন্যা উৎপন্ন হইবে, সে পুনরায় ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিত হইয়া কন্যা প্রসব করিলে, এইরূপ ক্রমাগত ব্রাহ্মণ সংস্রবে পারশবী কন্যা সপ্তম জন্মে ব্রাহ্মণ পুত্রের জননী হইতে পারে।

তদনন্তর মনু বলিয়াছেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥ ১০।৬৫

অত্র কুল্লূক টীকা—

এবং পূর্ব্বশ্লোকোক্তরীত্যা শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি ব্রাহ্মণশ্চ শূদ্রতামেতি। ব্রাহ্মণোঽত্র ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রায়ামুৎপন্নঃ পারশবো জ্ঞেয়ঃ। স যদি পুমান্ কেবল-শূদ্রোদ্বাহেন তস্যাং পুমাংসমেব জনয়তি, সোঽপি কেবলশূদ্রোদ্বাহেনাপরং পুমাংসমেব জনয়তি সোঽপ্যেবং সপ্তমং জন্ম প্রাপ্তঃ কেবলশূদ্রত্বং বীজনিকর্ষাৎ ক্রমেণ প্রাপ্নোতি। এবং ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যাচ্চ শূদ্রায়াং জাতস্যোৎকর্ষাপ-

কর্ষৌ জানীয়াৎ। কিন্তু জাতেরপকর্ষাৎ জাত্যুৎকর্ষো যুগে যুগে জ্ঞেয়ঃ। সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা ইতি যাজ্ঞবল্ক্যদর্শনাচ্চ ক্ষত্রিয়াজ্জাতস্য পঞ্চমে জন্মনি উৎকর্ষাপকর্ষৌ বোদ্ধব্যৌ। বৈশ্যাজ্জাতস্ত্ত ততোঽপ্যপকর্ষাৎ যাজ্ঞবল্ক্যেনাপি বা-শব্দেন পক্ষান্তরস্য সংগৃহীতত্বাৎ বৃদ্ধব্যাখ্যানুরোধাচ্চ তৃতীয়ে জন্মন্যুৎকর্ষাপকর্ষৌ জ্ঞেয়ৌ। অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়াং জাতস্য পঞ্চমে জন্মনি উৎকর্ষাপকর্ষৌ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতস্য তৃতীয়ে ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং জাতস্য তৃতীয় এব বোদ্ধব্যৌ।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণ্য, ব্রাহ্মণও সেইরূপ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এস্থলেও ব্রাহ্মণ অর্থে ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাজাত পারশব বুঝিতে হইবে। এই পারশব শূদ্রাকে বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র যদি আবার শূদ্রকন্যা বিবাহ করত পুত্রোৎপাদন করে, এই প্রকারে সেই ব্রাহ্মণ ক্রমান্বয়ে সপ্ত জন্মে শূদ্রত্ব লাভ করেন। আর ক্ষত্রিয় বৈশ্যও এইরূপ শূদ্রাকে বিবাহ করিতে করিতে শূদ্রত্ব লাভ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য মতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈশ্যাতে জাত অম্বষ্ঠ কন্যা কথিতরূপে পঞ্চম জন্মে উৎকর্ষ লাভ করে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জননী হইতে পারে। ইত্যাদি। এক্ষণে যদি কোনও অম্বষ্ঠ বংশের পূর্ব্ব পুরুষে কাহারও কন্যা-পরম্পরা পাঁচ জন্ম ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়া ক্রমোৎকর্ষ দ্বারা পরিশেষে ব্রাহ্মণ-মাতা হয়, তাহাতে মূল অম্বষ্ঠের বংশ হইতে কিরূপে অম্বষ্ঠত্ব ঘুচিতে পারিবে? কোনরূপেই নহে। অপর, কলিতে যখন অসবর্ণ বিবাহ অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অন্যান্য জাতির ন্যায় অম্বষ্ঠও স্ব-জাতিতে বিবাহ দ্বারা বহুকাল যাবৎ স্বকীয় বংশ বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন, তখন অম্বষ্ঠের (ঐরূপ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ও জাতিরও) কথিত শাস্ত্রোক্ত উপায়ে জাত্যুৎকর্ষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার আর কোনও অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। অতএব ইদানীং অম্বষ্ঠ বা অম্বষ্ঠ-পরিচিত বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বে অধিকার হইবার সম্ভাবনা আর কিরূপে হইতে পারে? অপিচ, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য জাতির উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চোত্তরাধমম্॥ ১।৯৬

অর্থাৎ "জাতির উৎকর্ষ অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তত্বাদি হইতে বিপ্রত্বাদি লাভ কোন স্থলে সপ্তম, কোন স্থলে ষষ্ঠ, কোন স্থলে বা পঞ্চম জন্মে হইতে পারে। আর জীবিকার অপকর্ষে সপ্তম, ষষ্ঠ এবং পঞ্চম জন্মে নীচ জাতির সাম্য

হইবে।" * যাজ্ঞবল্ক্যের এই শেষোক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জাতি পুরুষানুক্রমে নীচ জীবিকা অবলম্বন করিয়া আসিলে সপ্তমাদি জন্মে নীচ জাতির সমান হইবে, জানা যায়। অতএব অম্বষ্ঠ জাতি যখন প্রায়শঃ শূদ্রোচিত নিন্দিত জীবিকা (চিকিৎসা) পুরুষানুক্রমে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, তখন কেবল এই হীন জীবিকার দোষেই অম্বষ্ঠের বহুকাল পূর্ব্বেই শূদ্রত্ব সুসিদ্ধ হইয়াছে, (বৌধায়ন অম্বষ্ঠকে শূদ্রই বলিয়াছেন) এবং বোধ হয়, ইহাদের সহিত ব্রাত্য ও শূদ্রের পূর্ব্বোক্ত পরস্পর সংমিশ্রণের ইহা একটী প্রকৃষ্ট কারণ হইবে।

যাহা হউক, অতঃপর পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যসমিতি অম্বষ্ঠ পরিচয় দিয়াও আপনাদিগকে যে, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহায়ে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহার কথঞ্চিৎ বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। উক্ত সমিতি মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বীয় ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর হইতে ইচ্ছামত কিয়ৎ অসম্পূর্ণাংশ উদ্ধৃত করত তাহাই বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বাস্তবিক উহা বৈদ্যজাতির আভিজাত্যের আদৌ কোন প্রমাণ নহে। যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে দ্বিজাতির অনুলোমজাত পুত্রের বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভীষ্ম তাহারই উত্তরে বলিতেছেন। যথা—

অব্রাহ্মণস্তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্রমনৈপুণাৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতস্তু ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥ ১৭॥
স্মৃতাশ্চ বর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চমো নাভিগম্যতে॥ ১৮॥ ৪৭ অঃ।

অত্র নীলকণ্ঠ-টীকা—অব্রাহ্মণং ত্বিতি দীর্ঘতমসঃ পুত্রেষু শূদ্রায়াং জাতেষু কাক্ষীবদাদিষু ব্রাহ্মণ্যাদর্শনাদিতি ভাবঃ। এবং চ তস্য অমন্ত্রকাঃ সংস্কারা অপি ভবন্তি। ত্রিষু ক্ষত্রিয়াদিষু এতচ্চ দায়ার্থমবধ্যত্বার্থঞ্চ উক্তং বিপ্রাৎ বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াঞ্চ জাতস্য মাতৃজাতীয়ত্বস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ১৭।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র মন্ত্রবর্জ্জিত-সংস্কারার্হ বলিয়া সে অব্রাহ্মণ, আর ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণীয়া স্ত্রীতে জাত পুত্রগণ দায়প্রাপ্তি এবং অবধ্যত্ব প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়। (পরন্তু বৈশ্যা ও শূদ্রাজাত পুত্রের মাতৃজাতীয়ত্ব লাভের কথা টীকাকার পরে বলিবেন। এই গ্রন্থের ১৫ পৃঃ দেখ।) শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই নির্দ্দিষ্ট আছে, পঞ্চম বর্ণ উক্ত হয় নাই।

* পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।

অনন্তর যুধিষ্ঠির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যথা—

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি ॥ ২৮
কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্নৃপসত্তম।
যদা সর্ব্বে ত্রয়ো বর্ণাস্ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি ॥ ২৯ ॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে যে সমুদায় পুত্র জন্মে তাহারা যদি সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইল, তবে কি জন্য তাহাদের পৈতৃক ধনে সমান অধিকার নাই? আপনি সবিস্তারে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।"

বৈদ্য-সমিতি অনুকূল বোধে ১৭। ১৮। এবং ২৮ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; পরন্তু সমিতি যদি ঐ সঙ্গে উপরি-উক্ত ২৯ সংখ্যক শ্লোকটিও উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে প্রকৃত কথা ব্যক্ত হইতে পারিত। গোপন করাই বৈদ্য মহাশয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ বোধ হয়, সুতরাং সাধারণের এবং গভর্ণমেণ্টের চক্ষে ধূলি দিবার অভিপ্রায়ে সেই শ্লোকটি গোপন করিয়াছেন; নতুবা উহা প্রদর্শিত হইলে যুধিষ্ঠির সঙ্করজাতি বিষয়ে ভীষ্মকে যে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা জানা যাইত, অপিচ ভীষ্ম মহাশয় যাহা উত্তর দিবেন তাহারও আশয় থাকিত। সাধারণের অবগতির জন্য যুধিষ্ঠিরের উল্লিখিত প্রশ্নের ভীষ্ম যেরূপ উত্তর দিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

ভীষ্ম উবাচ—

দারা ইত্যুচ্যতে লোকে নাম্নৈকেন পরন্তপ।
প্রোক্তেন চৈব নাম্নোঽয়ং বিশেষঃ সুমহান্ ভবেৎ ॥ ৩০ ॥
তিস্রঃ কৃত্বা পুরোভার্য্যাঃ পশ্চাৎ বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্।
সা জ্যেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্যাৎ সা চ ভার্য্যা গরীয়সী ॥ ৩১ ॥
স্নানং প্রসাধনং ভর্ত্তুর্দন্তধাবনমঞ্জনম্।
হব্যং কব্যং চ যচ্চান্যদ্ধর্ম্মযুক্তং গৃহে ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

ন তস্যাং জাতু তিষ্ঠন্ত্যামন্যা তৎ কর্ত্তুমর্হতি।
ব্রাহ্মণী ত্বেব কুর্য্যাদ্বা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির॥ ৩৩॥
অন্নং পানঞ্চ মাল্যঞ্চ বাসাংস্যাভরণানি চ।
ব্রাহ্মণ্যৈতানি দেয়ানি ভর্ত্তুঃ সা হি গরীয়সী॥ ৩৪॥
মনুনাভিহিতং শাস্ত্রং যচ্চাপি কুরুনন্দন।
তত্রাপ্যেষ মহারাজ দৃষ্টো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৩৫॥

* * * * * * * * * *

ব্রাহ্মণ্যাঃ সদৃশঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়াশ্চ যো ভবেৎ।
রাজন্ বিশেষো যস্তত্র বর্ণয়োরুভয়োরপি॥ ৩৭॥
ন তু জাত্যা সমা লোকে ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাঃ প্রথমঃ পুত্রো ভূয়ান্ স্যাৎ রাজসত্তম॥ ৩৮॥
ভূয়ো ভূয়োঽপি সংহার্য্যঃ পিতৃবিত্তাদ্যুধিষ্ঠির।
যথা ন সদৃশী জাতু ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া ভবেৎ॥ ৩৯॥

* * * * * * * * * *

ক্ষত্রিয়ায়াস্তথা বৈশ্যা ন জাতু সদৃশী ভবেৎ।
ভূয়ান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়াপুত্রো বৈশ্যাপুত্রান্ন সংশয়ঃ।
ভূয়স্তেনাপি হর্ত্তব্যং পিতৃবিত্তাদ্যুধিষ্ঠির॥ ৪০।৪৫॥ ৪৭ অঃ।

অনুবাদ—(প্রতাপ রায় কৃত) ভীষ্ম কহিলেন—মহারাজ! যদিও সমুদায় ভার্য্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দার নামে কথিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মণী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও মাননীয়া হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী বিদ্যমান থাকিতে অন্য ভার্য্যা স্বীয় গৃহে কদাচ ভর্ত্তার স্নানীয় দ্রব্য, কেশসংস্কার দ্রব্য, দন্তধাবন, অঞ্জন ও হব্যকব্য প্রভৃতি বস্তু রক্ষা করিতে পারে না। ব্রাহ্মণীই ভর্ত্তাকে বস্ত্র, আভরণ, মালা, অন্ন ও পানীয় প্রদান করিবেন। মহাত্মা মনু-প্রণীত শাস্ত্রেও এই সনাতন ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। * * * * যদিও ক্ষত্রিয়ার গর্ভসম্ভূত পুত্রকে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্রতুল্য

বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণীই শ্রেষ্ঠবর্ণসম্ভূতা বলিয়া তাহার গর্ভজাত পুত্রকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে, ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই জন্য সে পিতৃধন হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু সমুদায় ও অবশিষ্ট ধন দশ ভাগ করিয়া উহার চারিভাগ গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষত্রিয়া যেমন ব্রাহ্মণীর তুল্যা নহে, তদ্রূপ বৈশ্যা কদাচ ক্ষত্রিয়ার তুল্য সম্মান-ভাজন হইতে পাবে না। * * * * অতএব বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র শ্রেষ্ঠ। অতএব ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্রাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পৈতৃক ধন অধিকার করিতে পারে।

এক্ষণে পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, ব্রাহ্মণের ঔরসজাত ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা-পুত্র কিরূপ ব্রাহ্মণ! ভীষ্ম আপনিই স্বীকার করিলেন যে, উহাদিগের হীনজাতীয়া মাতা বলিয়া ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা উহারা উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট।

ভীষ্ম স্থানান্তরে ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে পূর্ব্বোক্ত অসবর্ণার গর্ভজাত পুত্রের পৃথক্ জাতিত্ব বিষয়ে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা মন্বাদির অনুরূপ। ভীষ্ম ব্রাহ্মণের বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্রকে বৈশ্যধর্ম্মী অম্বষ্ঠ বলিয়াছেন, এবং টীকাকার নীলকণ্ঠ উহাকে বৈশ্য-অম্বষ্ঠ আখ্যা দিয়াছেন, (২০ পৃঃ দেখ) কেহই ব্রাহ্মণ বলেন নাই। যখন মহাভারতীয় প্রমাণে অম্বষ্ঠ জাতিই আদৌ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না, বিশেষতঃ যখন সেই মহাভারত প্রমাণেই বৈদ্যজাতি শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা-গর্ভে সমুৎপন্ন জানা যাইতেছে, (এই গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠা দেখ) তখন আবার অম্বষ্ঠ নামে পরিচয়েচ্ছু বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্বের প্রসঙ্গ বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপের ন্যায় নিতান্ত অলীক সুতরাং অশ্রদ্ধেয়।

অপর, বৈদ্যসমিতি স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব প্রকাশিত শব্দকল্পদ্রুমের একটি শ্লোক তুলিয়া আপনাদিগকে যে "পঞ্চম" দ্বিজের অন্তর্ভূত এবং ব্রাহ্মণ ও মূর্দ্ধাভিষিক্তের পরে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পূর্ব্বে গৌরব লাভের যোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে একটা কথা বলাও এ স্থলে আবশ্যক হইতেছে। শ্লোকটি এই—

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্ত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥ ৯

শ্লোকটি পাঠ করিয়াই বোধ হইল যে, উহা কোন সুবুদ্ধি বৈদ্যের রচিত হইবে, কেন না ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরোধী এরূপ বাক্য কোনও আর্য্য ঋষির মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়া সম্ভাবিত নহে। পরে শব্দকল্পদ্রুম খুলিয়া দেখিলাম, অভিধান প্রণেতা স্বর্গীয় রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বৈদ্যশব্দের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তন্মধ্যে "অথ মতান্তরে বৈদ্যোৎপত্তিকথনম্" এই শীর্ষকের উক্তি মধ্যে উক্ত শ্লোক "ইতি হারীতঃ" বলিয়া উদ্ধৃত দেখা গেল। তৎপরে মুদ্রিত হারীত-স্মৃতি খুজিয়া দেখিলাম, উহার কুত্রাপি এই শ্লোকের অস্তিত্ব নাই। এমন কি, হারীত-স্মৃতিতে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য শব্দ একবারও কোথায় উল্লিখিত হয় নাই। উক্ত সমিতির আবেদনে আরও কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত দেখা যায়, তাহাও প্রকৃত নহে মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। বোধ হয় উপরি উক্ত শ্লোকটি (আরও কয়েকটি ঐরূপ অমূলক প্রমাণ) কোন সুচতুর বৈদ্যকর্ত্তৃক রচিত হইয়া অভিধান প্রণেতার অজ্ঞাতে কৌশলক্রমে উক্ত অভিধানে লব্ধপ্রবেশ হইয়া থাকিবে। যখন দ্বিজ বলিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ বা জাতি বুঝায় না * এবং এই প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দ্বিজধর্ম্মী দ্বিজাতি নহে, তখন চতুর্থ ও পঞ্চম দ্বিজ অশ্রুতপূর্ব্ব এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ মন-গড়া কথা মাত্র। এক্ষণে যে সকল স্বাভিহিত-অম্বষ্ঠ বৈদ্যগণ স্বভাবসিদ্ধ চতুরতা সহকারে শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া মহাভারতীয় সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ শ্লোক বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন মানসে প্রকাশ করিয়াছেন এবং অন্য কাল্পনিক শ্লোক দ্বারা বৈদ্যকে অন্ততঃ দ্বিজ নামেও সংজ্ঞিত ও সম্মানিত করিবার যে চেষ্টা পাইয়াছেন, তদ্দারা তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ হইবার আশা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতেছে। অধিকন্তু এতাদৃশ অসাধু উপায় অবলম্বন দ্বারা আপনাদিগের কাল্পনিক আভিজাত্য সপ্রমাণীকৃত করিবার প্রয়াস সাধুসমাজে নিতান্ত ঘৃণ্য বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই। অপর, প্রাচীন বৈদ্য-কুলপঞ্জিকাকার স্বয়ং বৈদ্য হইয়া আপনাদিগকে যখন "কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ" এবং "কলৌ শূদ্রত্বমাপন্নাঃ" নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তখন (উহার শাস্ত্রীয় ভিত্তি না থাকিলেও) বৈদ্যগণ আপনা-

* ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। মনু ১০অ, ৪

দিগকে ঐরূপ ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন; কিন্তু বর্ত্তমানে বৈদ্যগণ সহসা অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া আপনারা সাধারণের চক্ষে অতীব ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ইঁহাদের ব্রাহ্মণ হইবার সাধ বোধ হয় দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় (উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ) উত্থিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইবে, তাহা পূর্ণ হইবার ত কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। বরং বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা কবির কথায় বলিলে বলিতে হয়—

"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"

পরিশেষে, বৈদ্যগণের প্রতি আমার বন্ধুতা ভাবে বক্তব্য এই, তাঁহারা স্বীয় জাতীয় উৎকর্ষ লাভের জন্য আর বৃথা চেষ্টা না করিয়া অতঃপর জাতীয় বৃত্তির উপযোগী শাস্ত্রোক্ত যোগ্যতা লাভ করিতে যাহাতে পারগ হয়েন, তৎপক্ষে মনোনিবেশ করুন। বর্ত্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠাবান্ কবিরাজের (তিনি বৈদ্য অপেক্ষা হীন জাতি হইলেও তাঁহার) সম্মান যথেষ্ট, তাঁহার প্রতি লোকের যে শ্রদ্ধাও অনল্প, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ইহা অপেক্ষা কেবল অম্বষ্ঠ বা "অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণের" সম্মান বা সমাদর কি অধিকতর হওয়া সম্ভব? না তাহা কোন বুদ্ধিমান্ বৈদ্যের স্পৃহণীয় হইতে পারে? অন্য পক্ষে প্রকৃত সদ্বৈদ্য হইতে পারিলে ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সুখায়ত্ত হইতে পারে, তাহার নিকট সামাজিক জাতি-সম্মান কি অতীব তুচ্ছ পদার্থ নহে?



সমাপ্ত।